মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সারংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০৮	০৮	০	০	০৫টি	০১	২০-১১৬%	০১	৪-৯৯%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৮

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ সমাপ্ত ০৮টি প্রকল্পের মধ্যে একটি মাত্র প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে ও ব্যয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে। ০৫টি প্রকল্পের সময় ও ব্যয় উভয়েই বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশিষ্ট ০২টি প্রকল্পের মধ্যে ০১টি কেবল মাত্র সময় এবং অপরটি শুধু ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ গণপূর্তের নতুন রেডসিডিউল কার্যকর হওয়া, Scope of work বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুমোদনে বিলম্ব যথাসময়ের কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় ক্রয় কার্যক্রমে বিলম্ব ইত্যাদি কারণে মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
ক) প্রকল্পে উপকারভোগী ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ডাটা বেইজ না থাকায় কোন ডাটা বেইজ করা সম্ভব হয়নি।	ক) প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের ফলো-আপের সুবিধার জন্য পার্টিসীপেন্ট লিস্টে মোবাইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
খ) এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন না হওয়া	খ) এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করা।
গ) বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় মূল জায়গা বেদখল হওয়ার সম্ভবনা আছে।	গ) ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন।
ঘ) ল্যাবরেটরীতে কর্মরত জনবলের পদন্নোতি কম থাকায় প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করার তারা অন্যত্র চলে যায়।	ঘ) ল্যাবরেটরিতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করার পর তারা যেন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) বছর ল্যাবে কাজ করেন তা নিশ্চিত করা এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে জনবল তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।
ঙ) ল্যাব ইকুইপমেন্ট, আববাবপত্র ও জনবলের অভাবে প্রতিষ্ঠান চালু না হওয়া।	ঙ) প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবলের ব্যবস্থা করতে হবে।

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (বরিশাল কম্পোনেন্ট)

সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের নাম** : আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (বরিশাল কম্পোনেন্ট)

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : মৎস্য অধিদপ্তর

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০টি উপজেলা

৫। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি** :

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (বরিশাল কম্পোনেন্ট) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও ডেনিশ সরকারের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতা চুক্তি এবং জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের উপর ভিত্তি করে গৃহীত হয়েছিল। প্রকল্পটি কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রিকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নের জন্য প্রণীত হয়। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিপালন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে প্রতিটি গৃহস্থালীতেই সমন্বিত ভাবে চলে আসছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য এই তিনিটি খাতে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি এবং ফলপ্রসু পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের সমন্বিত ব্যববস্থাপনার মাধ্যমে টেকসইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মানের উন্নয়নে সহায়তা করা। যে সমস্থ পরিবার সম্পদে গরীব অথবা ভূমিহীন এবং যাদের প্রান্তিক পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিপালনের মাধ্যমে জীবিকার মান উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে সেই সকল পরিবারই এই প্রকল্পের অন্যতম সুফলভোগী বা টার্গেট গ্রুপ। স্থানীয় সরকারের নিম্ন স্তরের প্রতিষ্ঠানের সহোযোগিতায় তাদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রান্তিক উৎপাদক দলকে সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই ছিল প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের কর্মপন্থা। এই ক্ষেত্রে সমাজভিত্তিক সংগঠন তৈরি এবং তাদের আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সুসংগঠিত করা এবং উৎপাদন কার্যক্রম উৎসাহী করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় প্রান্তিক চাষীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণী প্রতিপালনের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে জীবন মানের উন্নয়ন করা হয়।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** :

১.দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য ফলপ্রসূ বিকেন্দ্রিক, সমন্বিত ও চাহিদাভিত্তিক মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;

২.মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;

৩. দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকান্ডের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং এর স্থায়ী রূপ প্রদান এবং

৪. স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদ) যাতে মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় সমাজের/জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে সে জন্য কাজ করা।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন (প্রথম সংশোধন)** : মূল অনুমোদন - ৮ অক্টোবর ২০০৭
প্রকল্প সংশোধন - ৩০ এপ্রিল ২০১৩

৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** : ১ জুলাই ২০০৭ হতে ৩০ জুন ২০০১৩
১১৫০৭.৩৮ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্য ১০৬৩১.২৭ লক্ষ ও জিওবি ৮৭৬.১১ লক্ষ)

অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (প্রথম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১০০৮২.৯০ (জিওবি. ৯২২.৯০+ প্রকল্প সাহায্য ৯১৬০.০০)	১২৪৩০.৪৩ (জিওবি ৮৮২.২০ + প্রকল্প সাহায্য ১১৫৪৮.২৩)	১১৫০৭.৩৮ (জিওবি ৮৭৬.১১+ প্রকল্প সাহায্য ১০৬৩১.২৭)	০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/১২	০১/০৭/২০০৮ হতে ৩০/০৬/২০১৩	০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩	২৫.৬৩%	২০%

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন : প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয় ১১৫০৭.৩৮ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৭৬.১১ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ১০৬৩১.২৭ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প সাহায্য এর সম্পুর্ণ অর্থ ডানিডা কর্তৃক ব্যয় করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী জিওবি খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৮৮২.২০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ছিল ১১৫৪৮.২৩ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৮৭৬.১১ লক্ষ টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৩১ শতাংশ। প্রকল্প সাহায্য ব্যয় হয়েছে ১০৬৩১.২৭ লক্ষ টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৯২.০৬ শতাংশ। প্রকল্পটির মোট আর্থিক অগ্রগতি ৯২.৫৭ শতাংশ। প্রকল্প সাহায্য কম ব্যয় হওয়ায় প্রকল্পটির মোট আর্থিক অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে। প্রকল্প সাহায্যের অংশ দাতা সংস্থা ডানিডা কর্তৃক ব্যয় করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি প্রায় শতভাগ।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা ছিল ১০০০ জন। প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৮০০ জনকে। ইনপুট সাপোর্ট প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ লক্ষমাত্রা ছিল ১২০০০ জন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৮২০০ জনকে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মূলত কৃষক মাঠস্কুল পরিচালনার জন্য Local Facilitator এবং প্রতিটি কৃষক মাঠ স্কুল এর জন্য নির্ধারিত। যদি কোন Local Facilitator ঝরে যায় বা অন্য কোথাও চলে যায় সে জন্য একই দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের কৃষক মাঠ স্কুলের জন্য অতিরিক্ত সংস্থান রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেনি। সেজন্য প্রশিক্ষণের প্রকৃত লক্ষমাত্রা পূরণ হয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য যে পরিমান প্রশিক্ষক এবং ইনপুট সাপোর্ট প্রোভাইডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা ছিল; তা প্রদান করা হয়েছে।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা : প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর ২২/০৬/২০১৪ থেকে ২৪/০৬/২০১৪ তারিখ বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে (ভ্রমণসূচিতে বরিশাল ও ভোলা জেলায় যাওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় ভোলার পরিবর্তে ঝালকাঠি জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ বিষয়ে আইএমইডির আরডি সাব-সেক্টরের পরিচালক মহোদয়কে ফোনে অবহিত করে অনুমতি নেওয়া হয়)। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সহকারী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩। প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক অগ্রগতি: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'ল:

(ক) পোল্ট্রি ইনকিউবিটর ক্রয়:

বরিশাল অঞ্চলে প্রাণিসম্পদ প্রতিপালন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে সুলভ মূল্যে মুরগীর বাচ্চা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বরিশালের আমানতগঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরগী খামারে ২৯.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যায়ে আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ Hatching Power এর একটি ইনকিউবেটর মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প দলিলে পোল্ট্রি ইনকিইবেটর খাতে বরাদ্দ ছিল ২৯.৮৪ লক্ষ টাকা। এই খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ইনকিউবেটর

ইনকিউবেটরে ফুটানো বাচ্চা

(খ) ৪০ কেভি জেনারেটর ক্রয়:

বরিশাল আমানতগঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরগী খামারের হ্যাচারি কার্যক্রম চালু করার জন্য বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি ৪০ কেভি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৩.৬৮ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৩.৬৮ লক্ষ টাকা। বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

(গ) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়:

প্রকল্প এলাকা বরিশাল বিভাগে অবস্থিত মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অফিসসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালকের সম্মেলন কক্ষে এক সেট মিটিং রুম সাউন্ড সিস্টেম ও তার বিহীন সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সম্মেলন কক্ষের জন্য দুইটি ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তরের জন্য একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, কাশীপুর, বরিশালে হ্যাচারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বৈদ্যুতিক মটর স্থাপন করা হয়েছে । প্রকল্প দলিলে এসব কাজের জন্য বরাদ্দ ছিল ১২.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ১২.০০ লক্ষ টাকা। এই খাতে অর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঘ) কম্পিউটার যন্ত্রংশ (স্ক্যানার ও মাল্টিমিডিয়া) ক্রয়:

মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে অধিকতর কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্পৃক্তকরণ আবশ্যক। সেজন্যে এই প্রকল্পের আওতায় ১৪ টি স্ক্যানার ও ১৪ টি মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। যা বর্তমানে বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা মৎস্য দপ্তর, একটি বিভাগীয় মৎস্য দপ্তর একটি উপজেলা মৎস্য দপ্তর এবং ছয়টি জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৪.৯৯ লক্ষ টাকা। এই খাতে অর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ঙ) ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশোধিত প্রকল্প দলিলে ৭(সাত)টি ফটোকপিয়ার মেশিন ও ১৪ টি ফ্যাক্স মেশিন ক্রয় করার উল্লেখ ছিল। ক্রয়কৃত ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিনগুলি বরিশাল বিভাগের চারটি জেলা মৎস্য অফিসে, একটি জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে এবং একটি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ১৪টি ফ্যাক্স মেশিনের মধ্যে বরিশাল বিভাগের মৎস্য অধিদপ্তরের ছয়টি জেলা কার্যালয়ে ছয়টি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ছয়টি জেলা কার্যালয়ে ছয়টি, একটি বিভাগীয় কার্যালয়ে এবং একটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ১৫.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় হয়েছে ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এই খাতে অর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(চ) ঝালকাঠি এবং বরগুনা জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ:

মৎস্য অধিদপ্তরের সকল জেলায় নিজস্ব অফিস ভবন থাকলেও ঝালকাঠি ও বরগুনাতে কোন নিজস্ব অফিস ভবন ছিল না। জেলা পর্যায়ের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে ঝালকাঠি এবং বরগুনা জেলা কার্যালয়

নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়। এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ১৭৩.০০ লক্ষ টাকা। ব্যয় ১৭৩.০০ লক্ষ টাকা; অগ্রগতি ১০০%। বরগুনা জেলা অফিস ভবণ নির্মাণের জন্য ০.৩৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয় ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৩৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, ব্যয় হয়েছে ৩৩.০০ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

(ছ) সিডি ভ্যাট:

প্রকল্প দলিলে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা দপ্তর সমুহে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প সাহায্য হতে ১০০টি (একশত) ১০০ সিসি মটোরসাইকেল ক্রয় করা হয়। মটরসাইকেল ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাট জিওবি অর্থ হতে পরিশোধ করা হয়।

(জ) যানবাহন:

প্রকল্পের ডিপিএর (প্রকল্প সাহায্য) অর্থে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য ১০০টি ১০০সিসি মটরসাইকেল এবং মাঠ পর্যায়ের লোকাল ফেসিলিটেটরদের জন্য ৭৩টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়। বর্তমানে উল্লিখিত ১০০টি মটরসাইকেলের ৪০টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপজেলা দপ্তরসমুহে এবং অপর ৬০টি একই দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত **সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা** প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প দলিলে জিপ গাড়ি ক্রয়ের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী সময়ে দাতা সংস্থার অসম্মতির কারণে তা ক্রয় করা হয়নি। প্রকল্পে ব্যবহৃত দুইটি জীপ গাড়ি, দুইটি মাইক্রোবাস এবং তিনটি পিকআপ গাড়ি একই দাতা সংস্থা ডানিডার অর্থায়নে পরিচালিত **পটুয়াখালী বরগুনা এ্যকুয়াকালচার এক্সটেনশন প্রজেক্ট** হতে সংগৃহীত ছিল। গাড়িগুলির মধ্যে একটি জিপ গাড়ি, একটি মাইক্রোবাস এবং একটি পিকআপ মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে, যা বর্তমানে মৎস্য ভবন ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া বাকি গাড়িগুলি, একই দাতা সংস্থার অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত **সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে** ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ঝ) স্বতন্ত্র বেইজ লাইন সার্ভে:

অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প দলিলে মোট ২৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি বেইজ লাইন সার্ভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ছিল। প্রকল্পের শুরুতে, প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী সময়ে এবং প্রকল্প শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে নির্ধারিত সুফলভোগীদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও এই খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অর্জিত সাফল্যের মাত্রা নির্ধারণে মোট ২২.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালিত হয়েছে। এই খাতে অর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৭৪.৮৭% ও ১০০%।

(ঞ) ফিল্ড সাব কম্পোনেন্ট:

আঞ্চলিক মৎস্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০ উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। মাঠপর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম ৪০টি উপজেলা অফিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। এই খাতে মোট ছিল ৫৩৮.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এই খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৪৮৫.৫২ লক্ষ টাকা। মূলতঃ উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা এ ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক কর্মকতা চাকুরী থেকে চলে যাওয়ার কারণে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত বেতন-ভাতা ঐ সময়ে ব্যয় হয়নি। সেজন্য এই খাতে ব্যয় কম হয়েছে।

(ট) প্রায়োগিক গবেষণা:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অধিক উন্নয়ন এবং এই খাতে নতুন নতুন উৎপাদনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প দলিলে প্রকল্প এলাকার জন্য উপযুক্ত এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নের জন্য ৩৬৫.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ৩৬৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ উদ্যোগে এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা তরঙ্গ এর সহায়তায় যথাক্রমে "Mud Crab Culture As An Adaptive Measure For The Climatically Stressed Coastal Fisher-Folks Of Patuakhali District", "Off Flavor of fish Causes and remedy" ও "Sustainable Water rescues management and Utilization" শীর্ষক তিনটি প্রায়গিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

(ঠ) সিবিও:

সিবিও গঠন, সিবিও কর্তৃক কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা বর্ণিত প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অংগ। সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিলে মোট ৫২৬.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০৫টি সিবিও গঠন ও এর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল।

প্রকল্প শেষে ৬১২.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩২৮টি সিবিও গঠন ও তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।

(ড) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:

অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে ৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিবিওদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা সফর, ১০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাইভেট সেক্টরের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সফর এবং ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা সফর এর সংস্থান ছিল । প্রকল্প মেয়াদে ৪৭.১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি ব্যাচে মোট ৬০(ষাট) জন সিবিও সদস্য ভিয়েতনামে শিক্ষা সফর করেন এবং ১০.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি ব্যাচে ৬০(ষাট) জন বেসরকারী উদ্যোক্তার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা সফর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ২৬.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি ব্যাচে মোট ৬০ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভারত ও নেপালে শিক্ষা সফর করা হয়েছে।

(ঢ) জনবল:

আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন (বরিশাল কম্পোনেন্ট) শীর্ষক প্রকল্পটি টিএ (কারিগরী সহায়তা) পার্টের জনবল দিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট ১০৭ জন জনবল দিয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

(ণ) মুদ্রণ ও পাবলিকেশন:

প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩.৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাছ চাষ ম্যানুয়াল, সিবিও প্রোফাইল, জেন্ডার ইস্যু ইত্যাদি বিষয়ের উপর ৫টি বই প্রকাশ করা হয়েছে ।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন : প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুসারে।

অনুমোদতি	অর্জিত
১। দরিদ্র পরিবারসমূহের জন্য ফলপ্রসূভাবে বিকেন্দ্রিক, সমন্বিত ও চাহিদাভিত্তিক মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদান।	প্রকল্পটি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের ফলে বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০টি উপজেলার ২৮৭৫০০টি পরিবারকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকায় ৩২৮টি সিবিও'র অধিনে ৮৫১২টি কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দরিদ্র পরিবারগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
২। স্থানীয় বেসরকারি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চাহিদা অনুযায়ী সেবা পাওয়ার জন্য সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং চাষি সঙ্ঘ/ এসোসিয়েশন তৈরি।	প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদে ৩২৮টি সমাজ ভিত্তিক কৃষক সংগঠন এবং ৫টি জেলা পর্যায়ের কৃষক সংগঠন তৈরির মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রাপ্তি এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়েছে। ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।
৩। স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ (ইউনিয়ন পরিষদ) যেন মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে স্থানীয় সমাজের/জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে সে জন্য কাজ করা।	প্রকল্পটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যারা গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরী সম্পৃক্ত থেকে সহায়তা করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে ৬৬টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৩টি উপজেলা পরিষদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২৭৫৪ জন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যকে স্থানীয়ভাবে এবং এবং ৬০ জন চেয়ারম্যানকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্নকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	মোঃ ওহাহিদুন নবী চোধুরী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পূর্নকালীন	-	জুলাই ২০০৭	০২/১২/২০০৭	-
২.	শেখ মুস্তাফিজুর রহমানচোধুরী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পূর্নকালীন	-	০৩/১২/২০০৭	২৫/০৩/২০০৯	-
৩.	ম. কবির আহমেদ চোধুরী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পূর্নকালীন	-	২৫/০৩/২০০৯	১৭/১১/২০০৯	-
৪.	মোঃ মনোয়ার হোসেনচোধুরী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পূর্নকালীন	-	০১/০৮/২০১০	৩০/০৬/২০১৩	-

বিঃদ্রঃ- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনে প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল। সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তা সংশোধন করা হয়েছে।

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণঃ

১৬.১ আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয় প্রকল্প (বরিশাল কম্পোনেন্ট) এর কার্যক্রম বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ৪০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। জলোচ্ছাস, ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ প্রকল্প এলাকায় সিবিওর মাধ্যমে বাস্তবায়িত বসতবাড়ী ভিত্তিক কার্যক্রম পরিবেশ বান্ধব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, ঝড় প্রভৃতি মোকাবেলায় সময় উপযোগী। বিশেষ করে Climate Change Adaptation এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটি টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করেছে বলে মনে হয়েছে;

১৬.২ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্পের অন্যতম অংগ সিবিওর মোট সুফলভোগীর অধিকাংশ মহিলা। বরিশাল অঞ্চলে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রকল্পের বিরাট সাফল্য। সিবিও পর্যায়ে পুষ্টির উপর অধিবেশন থাকায় গর্ভবতী মহিলা, শিশুদের পুষ্টি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। সুফলভোগীদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বহুমুখী উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি মহিলাদের আয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পূর্বের অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়;

১৬.৩ টেকসই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি অব্যবহৃত ভূমি ও জলাশয়সমূহে (চরাঞ্চল সহ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা চাষীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে চাষীদের সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন সমন্বিত খামারে তাদের যুক্ত করার মাধ্যমে এসকল অব্যবহৃত মুক্ত ভুমি ও জলাশয়সমূহ ইজারা নিতে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে অনেক মুক্ত ভূমি ও জলাশয় এখনো সমন্বিত খামারের মাধ্যমে চাষীরা ব্যবহার করছে;

১৬.৪ প্রকল্প এলাকার মুরগি বাচ্চা উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে সহায়তা করার জন্য বরিশালের আমানতগঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরগী খামারে একটি হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। এতে একটি ইনকিউবেটর ও একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়। যদিও বিদ্যমান খামারে উৎপাদিত ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর লক্ষ্যে এখানে হ্যাচারিটি স্থাপন করা হয় কিন্তু খামারটি প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব এবং অবকাঠামোর সমস্যার কারনে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী হাঁসমুরগি এবং ডিম - পাদিত হয় না মর্মে পরিদর্শনকালেউৎ জানা যায়। যেহতেু খামারটি পুরোপুরি সচল নয় সেজন্য যেই লক্ষ্যে হ্যাচারিটি স্থাপন করা হয়েছে তা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও খামারটিতে কিছু সমস্যা বিদ্যমান। খামারের জমি সরকারের ১নম্বর খাস খতিয়ানভুক্ত। জমিটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নামে এখনও রেকর্ডভুক্ত হয় নাই। খামারটি মোট ১৮ একর জমির উপর অবস্থিত। এর মধ্যে ছয় একর ভূমি এবং বাকি ১২ একর একটি অশ্বখুড়াকৃতির লেক যা ভূমিকে তিনদিকে বেষ্টন করে আছে। এই কারণে Bio-security বিবেচনায় এই খামারটিকে খুবই যুগোপযোগী। খামারটিতে আংশিক সীমানা প্রাচীর রয়েছে; যার কারণে ফাঁকা অংশ দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জমির মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে খামারের পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের কারও কারও দ্বারা বা ভূমি দস্যুদের দ্বারা খামারের জমি দখলের সুযোগ রয়েছে;

১৬.৫ এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সুফলভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার - মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হলেওপ্রকল্প শেষ হয়ে যাবার কারণে তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য Logistic সহায়তা পাচ্ছেন না। তাঁরা মনে করেন তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদী Logistic সহায়তা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সিবিও ও সিবিও এ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমসমূহ প্রকল্প পরবর্তী সময়ে Sustainable করার বিষয়ে Project Design এ উল্লেখ নেই;

১৬.৬ ডানিডার আর্থিক সহায়তা ও সরাসরি তত্বাবধানে বাস্তবায়নকৃত এ প্রকল্পের সুফল পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে ডানিডা সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। যদিও ডানিডা অন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে;

১৬.৭ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। তবে পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি। বিভিন্ন বিষয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে;

১৬.৮ পিসিআর-এ বর্ণিত ব্যয়ের হিসাব হতে দেখা যায় ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় প্রতিটি খাতে বরাদ্দের সমান ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন করাই প্রকল্প পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ব্যত্যয় হলে অডিট আপত্তিসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জবাবদিহি করতে হয়। সে কারণে বাস্তবতার নিরিখে এবং ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেই খাত অনুযায়ী পূর্ণ টাকা খরচের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়। আইএমইডি মনে করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত গুণগত মানসহ ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করাই মূল উদ্দেশ্য। কোন প্রকল্পের গুণগত মানসহ ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করার পরও যদি ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় হয়, তাহলে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এতে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত হবে;

১৬.৯ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিবিও এ্যাসোসিয়েশনের তালিকা সংবলিত জেলা ভিত্তিক বই ডানিডা কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোন Database তৈরী করা হয়নি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রায় প্রকল্পেই প্রশিক্ষণ সঙ্ক্রান্ত Component থাকে। কিন্তু প্রশিক্ষনাণার্থীদের ছবি, নাম, পেশা, বয়স, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রশিক্ষণের ধরন ও মেয়াদ ইত্যাদি সংবলিত কোন Database না থাকার কারণে কোন ধরনের ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন সেই তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না। তাছাড়া একই ব্যক্তির প্রকল্প মেয়াদে একই বিষয়ে একাধিকবার প্রশিক্ষণের বিষয়টিও ঘটতে পারে;

১৬.১০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রায় প্রকল্পেই মাছ চাষমুরগী ও গবাদি পশুপালন এবং -হাঁস , ট্রেনিংম্যানুয়াল তৈরীর অংগ থাকে। বাস্তবে একই ধরণের ম্যানুয়াল একাধিক প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। সেজন্যে ম্যানুয়াল তৈরীতে যে গবেষণার প্রয়োজন হয় তা প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য অলাদাভাবে করার প্রয়োজন হয় না। তাই প্রত্যেক প্রকল্পে ম্যানুয়াল তৈরীতে গবেষণা সংক্রান্ত ব্যয় রাখা যৌক্তিক নয়;

১৬.১১ প্রকল্প মেয়াদে চার জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবে যৌক্তিক কারণে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং

১৬.১২ এডিপিভুক্ত যেসব প্রকল্প দাতা সংস্থার আংশিক বা সম্পূর্ণ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয় সেসব প্রকল্প সমাপ্তির সাথে সাথেই দাতা সংস্থা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে তাদের লোকবলসহ অন্যান্য কার্যক্রম প্রত্যাহার করে। কিন্তু সেই সময় প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কিছু কাজ বাকী থেকে যায়। সে কারণে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রকল্প সাহায্য অংশের তথ্যসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য দাতা সংস্থার কাউকে পাওয়া যায়না। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগকৃত একজন প্রকল্প পরিচালক থাকলেও দাতাসংস্থার সাথে সম্পাদিত MoU/ Prodoc এ দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়ের হিসাব প্রকল্প পরিচালককে দেওয়ার শর্ত না থাকবার কারণে প্রকল্প পরিচালক দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের বিস্তারিত তথ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন না। এছাড়া, একই কারণে দাতা সংস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগেও (আইএমইডি) কোন তথ্য প্রদান করে না। ফলে আইএমইডি দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের অঙ্গভিত্তিক বিভাজনসহ অন্যান্য বিষয়ে অবগত থাকে না। সেজন্য প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় আইএমইডিকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইএমইডি যেন অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন না হয় সে জন্য দাতাসংস্থার সাথে সম্পাদিত MoU/ Prodoc এ প্রত্যেক প্রকল্পের

বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়ন শেষে দাতাসংস্থার অংগ ভিত্তিক ব্যয় নির্বাহের বিবরণী প্রদান এবং আইএমইডির নির্ধারিত Format এ আইএমইডিতে নিয়মিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক মর্মে শর্তারোপ করার জন্য ERD পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যথাযথভাবে প্রকল্পের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা না থাকায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সুচারু রূপেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৮। সুপারিশমালা :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ ডানিডার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারে;

১৮.২ প্রকল্প শেষ হবার পরও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকল্প স্থানে অথবা প্রকল্পের নিকটস্থ প্রকল্প নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা দপ্তরে সংরক্ষণ করা জরুরী;

১৮.৩ বরিশালের আমানতগঞ্জ সরকারী হাঁস মুরগি খামারে-স্থাপিত হ্যাচারিটিকে সারা বছর উৎপাদনমুখী রাখতে এবং উৎপাদিত মুরগির বাচ্চা বিপণনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া জরুরি। এজন্য খামারের জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে;

১৮.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খামারের জমির মালিকানা খামারের অনুকূলে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৫ বরিশালের আমানতগঞ্জ সরকারী হাঁসমুরগি খামারে-র সীমানা প্রাচীর নির্মাণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে;

১৮.৬ প্রকল্পের অব্যয়িত ৬) লক্ষ টাকা ০৯.জিওবি(যথাযথভাবে সমর্পণ করা হয়েছে কিনা তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে;

১৮.৭ প্রকল্প চলাকালীন যেসব অর্থ বছরে অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে সেটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়নসহ পিসিআর এ সংযুক্ত করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে;

১৮.৮ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়ের পাশাপাশি ডিপিপি অনুসারে গুণগত মানসম্পন্ন ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে পারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়বিভাগ / ;প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে

১৮.৯ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য যে কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল নাম্বার ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সহ পূর্ণাঙ্গ Database তৈরী করা আবশ্যক;

১৮.১০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাগুলি প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন ম্যানুয়াল তৈরীর সময় তাতে গবেষণা সংক্রান্ত ব্যয় রাখার যৌক্তিকতা যাচাই করবে;

১৮.১১ যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা যাবে না;

১৮.১২ সরকারি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি যেভাবে এডিপিভুক্ত ও জিওবি অর্থে বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পসমূহের তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / বিভাগ ও আইএমইডিতে প্রেরণ করে সেইরূপে দাতাসংস্থা কর্তৃক তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয় শর্তারোপ করার বিষয়ে ERD পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে; এবং

১৮.১৩ প্রকল্পের External Audit দ্রুত সম্পাদন করে এর কপি আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

১৯। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)"
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নামঃ ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর

৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ ৭ টি বিভাগের ১৯ টি জেলাধীন ২০ টি উপজেলার ২০ টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার

৫। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে মৎস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মৎস্য চাষের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে মৎস্য বীজ বা মাছের পোনা অন্যতম প্রধান উপকরণ। অতীতে প্রাকৃতিক উৎস্য থেকেই দেশীয় কার্প জাতীয় মাছের রেণু সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদন করা হতো। বিভিন্ন কারণে প্রাকৃতিক উৎসের প্রজনন ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় দেশের ক্রমবর্ধমান মাছ চাষ কার্যক্রম হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে দেশের পোনা উৎপাদনের জন্য রেণুর চাহিদা মেটানোর নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় নয় শতাধিক মৎস্য হ্যাচারি গড়ে উঠে এবং ক্রমবর্ধমান হারে রেণু-পোনা উৎপাদিত হচ্ছে। এতে দেশে রেণু-পোনার চাহিদা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হলেও পোনার গুণগতমান ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। হ্যাচারিসমূহের রেণু ও পোনা উৎপাদনে পরিমাণগত অগ্রগতি হলেও এর গুণগত মানের অবনতি ঘটেছে। গুণগত বৈশিষ্ট্যের অবক্ষয়ের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- ব্রুড মাছের লাগসই প্রযুক্তিভিত্তিক নির্বাচন ও পরিচর্যার অভাব, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অধিক মুনাফা লাভের প্রত্যাশায় ইচ্ছাকৃতভাবে অনাকাঙ্খিত সংকরায়ণ।

হ্যাচারীতে মাছের অন্তঃপ্রজনন, অপরিকল্পিত সংকরায়ণ, অপরিণত ছোট আকার ও কম বর্ধনশীল মাছের প্রজনন ইত্যাদি কারণে চাষযোগ্য মাছের কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) অবক্ষয় ঘটছে। ফলে পোনার দৈহিক বৃদ্ধির হার, ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। যা সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম টেকসই করা এবং সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ১২টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারিতে সরকার প্রথম পর্যায়ে এ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের ফলে হ্যাচারি/নার্সারি মালিক এবং মৎস্য চাষিদের মধ্যে সরকারি মৎস্য খামারে উৎপাদিত ব্রুড ও রেণু-পোনার ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয় এবং হ্যাচারি মালিকগণ কর্মশালা/সেমিনারসহ অন্যান্য মতবিনিময় সভায় গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুডের গুরুত্ব ও চাহিদার কথা তুলে ধরেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালনাধীন ১৯টি জেলার ২০টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বাছর মেয়াদে (২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১২-২০১৩) এ ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১। দেশের মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসন ও হ্যাচারি মালিকদের নিকট গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সরবরাহকরণ;
২। কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গুণাগুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
৩। অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূরীকরণের লক্ষে খামারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত মানের পোনা সরবরাহকরণ;
৪। মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার আধুনিক কলাকৌশল প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, হ্যাচারি ও নার্সারি মালিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং
৫। উন্নত ব্রুড মাছ ও পোনা সবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

৭। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

মূল অনুমোদনঃ ০৬/০২/২০০৮
অন্তঃখাত সমন্বয়ঃ ০৫/০৪/২০১২

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১২৪৯.৮০	১৩৭০.০০	১৩৬৪.৫৪	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৩	-	২০ %

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত বাস্তবায়ন (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়নের হার (%)
রাজস্ব					
১।	অফিসারদের বেতন	৭ জন	৬৯.০০	৬৮.৯৯	৯৯.৯৯
২।	কর্মচারীদের বেতন	৬ জন	৬.৭০	৬.২৬	৯৩.৪৩
৩।	ভাতাদি	১৩ জন	৭০.৫৬	৬৯.৩০	৯৮.২১
৪।	উৎপাদন খরচ				
	(১) রেণু	৫.১০ মে.টন	৪৭.৮০	৪৭.৮০	১০০
	(২) পোনা	৫০.০০ লক্ষ টি	২২.৫০	২২.৫০	১০০
	(৩) ব্রুড মাছ	১০০.০০মে.টন	৭৯.৭০	৭৯.৭০	১০০
	উল্লিখিত ব্যয়ের বিপরীতে ৫.৩৬ মে.টন রেণু, ৫০.৭৫ লক্ষ পোনা ও ১০২ মে.টন ব্রুড মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত সকল রেণু ও পোনা বিক্রয় করা হয়েছে এবং উৎপাদিত ব্রুড মাছ হতে সরকারি খামারগুলোর চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্রুড রেখে অবশিষ্ট ব্রুড মাছ বিক্রয় করা হয়েছে। সর্বমোট বিক্রয় মূল্য ১৫০.০ লক্ষ টাকা।				
৫।	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	থোক	১৫.৩৩	১৫.৩৩	১০০
৬।	প্রশিক্ষণ	১৬৫০ জন	৪৪.২০	৪৪.২০	১০০
৭।	অফিস আনুষাংগিক	থোক	২৫.০০	২৫.০০	১০০
৮।	তেল/ গ্যাস	থোক	৪৭.০০	৪৭.০০	১০০
৯।	ভ্রমণ	থোক	৫০.০০	৫০.০০	১০০
১০।	আনুষাংগিক (ডে-লেবার, বিদ্যুৎ বিল, ওভার টাইম, মৎস্য মেলা)	থোক	৫৯.৯৮	৫৯.৯৮	১০০
১১।	প্রকল্প পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন, ওয়ার্কসপ / সেমিনার / গবেষণা	থোক	২০.০০	১৬.৩১	৮১.৫৫
	প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নে ৩.০০ লক্ষ টাকা ও ওয়ার্কশপ/সেমিনার (কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে মোট ৯টি)- ১৩.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।				
১২।	গবেষণা	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০
১৩।	প্রচার-প্রচারণা	থোক	১৫.০০	১৪.৯৯	১০০
১৪।	প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামারসমূহের উৎপাদন খরচ	থোক	৪৪.২০	৪৪.২০	১০০
	১০.০ লক্ষ টাকা ১.৩৬ মে.টন রেণু উৎপাদনের জন্য, ২.৫ লক্ষ টাকা ৭.২৫ লক্ষ পোনা উৎপাদনের জন্য ও ৩১.৭ লক্ষ টাকা ২০.১২ মে.টন ব্রুড মাছ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।				
১৫।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২০.০০	২০.০০	১০০
মূলধন					

১৬।	কম্পিউটার ক্রয়	৩ সেট	২.৬০	২.৬০	১০০
১৭।	ফটোকপিয়ার	১টি	১.০০	১.০০	১০০
১৮।	টেলিফোন	২টি	০.১৮	০.১৮	১০০
১৯।	জাল ক্রয়	২০ সেট	১২.০০	১২.০০	১০০
২০।	পাম্প মেশিন	২০ সেট	৭.৭৮	৭.৭৮	১০০
২১।	কিট-বক্স	২০টি	৭.২৯	৭.২৯	১০০
২২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি	১.২০	১.২০	১০০
২৩।	ডিজিটাল ক্যামেরা	১টি	০.৪০	০.৪০	১০০
২৪।	ফ্যাক্স মেশিন	১টি	০.৬০	০.৬০	১০০
২৫।	মোটরসাইকেল	২০টি	২৫.৬৬	২৫.৬৬	১০০
২৬।	রেফ্রিজারেটর, এরিয়েটর / পিলেট মেশিন (বৈদ্যুতিক/ডিজেল), জেনারেটর, ট্রান্সফরমার	২০টি	৩৩.৮৮	৩৩.৮৫	৯৯.৯১
	রেফ্রিজারেটর (২০টি, প্রতিটি ০.৩০ লক্ষ টাকা) = ৬.০০ লক্ষ টাকা, পিলেট মেশিন (২০টি, প্রতিটি ০.৬৯২৫ লক্ষ টাকা) = ১৩.৮৫ লক্ষ টাকা ও জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার = ১৪.০০ লক্ষ টাকা।				
২৭।	ক্যানভাস ট্যাঙ্ক ফ্রেমসহ	৩২টি	১৪.৪০	১৪.৪০	১০০
২৮।	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০	১০.০০	১০০
২৯।	নির্মাণ ও পূর্ত	থোক	৫৯৬.০৪	৫৯৬.০২	৯৯.৯৯
		সর্বমোট =	**১৩৭০.০০**	**১৩৬৪.৫৪**	**৯৯.৬০**

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ১৩৭০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ১৩৬৪.৫৪ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬০%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, কুমিল্লা জেলার জাঙগালিয়া ও গাজীপুর জেলার বোর্ড বাজারে অবস্থিত মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগাম বিভাগ, সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে উক্ত এলাকাসমূহে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.১ প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) জনবলঃ

আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৭ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন কর্মচারীর (১ জন কম্পিউটার অপারেটর সরাসরি নিয়োগ) সংস্থান রয়েছে। উক্ত ৭ জন কর্মকর্তা মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ প্রকল্পে ৬ জন কর্মচারীর মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হতে ৫ জনকে প্রেষণে ও ১ জন কম্পিউটার অপারেটরকে প্রকল্প মেয়াদের জন্য সরাসরি নিয়োগ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এ প্রকল্পে ৭ জন কর্মকর্তার বেতন বাবদ ৬৯.০০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল এবং খরচ হয়েছে ৬৮.৯৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৯%), ৭ জন কর্মচারীর বেতন বাবদ ৬.৭০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল এবং খরচ হয়েছে ৬.২৬ লক্ষ টাকা (৯৩.৪৩%)। একই ধারাবাহিকতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাতা বাবদ ৭০.৫৬ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৯.৩০

লক্ষ টাকা (৯৮.২১%)। সার্বিক বিবেচনায়, সঠিকভাবে এ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ করার ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবল সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

খ) রেণু / পোনা / ব্রুড মাছ উৎপাদনঃ

এক দিন বয়সের মাছের রেণু

ব্রুড মাছ (জাংগালিয়া খামার, কুমিল্লা)

আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে ব্রুড ব্যাংক স্থাপন। আলোচ্য প্রকল্পে ২০টি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে উন্নতমানের ৬১০০ কেজি রেণু, ৫৫ লক্ষ পোনা ও ১২০ মে. টন ব্রুড মাছ উৎপাদনের জন্য যথাক্রমে ৪৭.৮০, ২২.৫০ ও ৭৯.৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে ও এ খাতে কোন টাকা অব্যয়িত নেই। সরেজমিন পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপকদের সাথে কথা বলে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাজীপুর-এ ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ৩৮৩.০৫ কেজি বিভিন্ন মাছের রেনু, ৫৫৩৬ কেজি ব্রুড মাছ এবং ১৮৬৫০০ টি প্রাকৃতিক উৎসের পোনা উৎপাদন করা হয়েছে। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ প্রকল্পের আওতায় ৪০২ কেজি রেনু, ৩৮৬৪০০০ টি প্রাকৃতিক উৎসের পোনা উৎপাদন এবং ৪৫০০ কেজি ব্রুড মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। এই খামারে হালদা নদীর প্রাকৃতিক উৎস্য থেকে ২ কেজি রেনু ও ৩৫৫০০টি পোনা সংগ্রহ বাবদ ১২৩০০০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাংগালিয়া, কুমিল্লা-তে প্রকল্প মেয়াদে হালদা নদীর প্রাকৃতিক উৎস থেকে ১.৬৫ কেজি রেনু সংগ্রহ করে তা থেকে ৩৮৪২ কেজি ব্রুড মাছ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৫৫০০০টি প্রাকৃতিক উৎসের পোনা ও ২৫৬.৬৫ কেজি রেনু উৎপাদন করা হয়েছে। উপরিউক্ত ৩টি খামার হতে রেনু, ব্রুড মাছ এবং প্রাকৃতিক উৎসের পোনা সংগ্রহকারী মাছ চাষি এবং মাছ চাষে সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তারা এসব খামার থেকে সংগৃহীত রেনু, ব্রুড মাছ এবং প্রাকৃতিক উৎসের পোনা ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন।

গ) প্রশিক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গুণসম্পন্ন রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে বেসরকারি হ্যাচারি/নার্সারি মালিক/অপারেটরদের মোট ১৬৫০ জনকে (পরিদর্শনকৃত ৩টি খামারে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের তালিকা রয়েছে) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে ৪৪.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রশিক্ষণ বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে জানা যায়, টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার-এ প্রকল্প মেয়াদে ২টি ব্যাচে ৫০ জনকে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ ৪টি ব্যাচে মোট ১০০ জনকে ৫দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাংগালিয়া, কুমিল্লা-তে একটি ব্যাচে ২৫ জনকে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

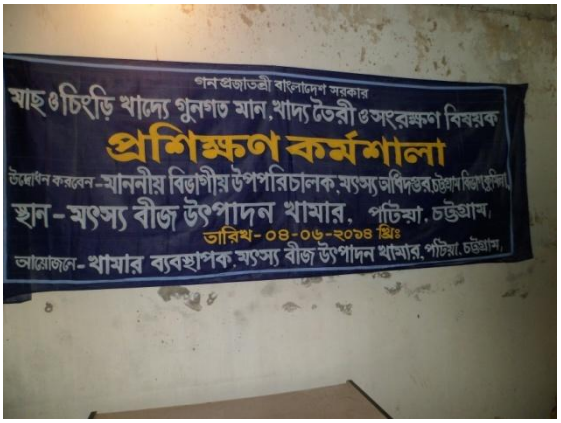

নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা: পটিয়া, চট্টগ্রাম

মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাংগালিয়া, কুমিল্লা-তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

এ বিষয়ে বেসরকারি হ্যাচারি/নার্সারি মালিক/অপারেটরদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রশিক্ষণের ফলে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে তাঁরা উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গুণসম্পন্ন রেণু/পোনা/ব্রুড উৎপাদনের মাধ্যমে চাষিদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট পোনা চাষি ও মৎস্যচাষিগণ বেসরকারি হ্যাচারি হতে রেণু-পোনা সংগ্রহে আস্থা ফিরে পেয়েছেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত মৎস্য কর্মকর্তাগণ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন যে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি বেসরকারি হ্যাচারি/নার্সারি মালিক/অপারেটরদের জন্য সময়োপযোগী হয়েছে।

ঘ) প্রকল্পভুক্ত খামারে উপকরণ বিতরণঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন রকম উপকরণ নিম্নলিখিত ছক অনুয়ায়ী বিতরণ করার কথা ছিল।

ক্রমিক নং	বিতরণকৃত উপকরণ	সংখ্যা	বিতরণ
১.	মাছ ধরার বিভিন্ন জাল	২০ সেট	২০ টি খামার
২.	আসবাবপত্র	থোক বরাদ্দ	২০ টি খামার
৩.	পিলেট ফিড মেশিন	২০টি	২০ টি খামার
৪.	রেফ্রিজারেটর	২০টি	২০ টি খামার
৫.	পাম্প মেশিন	২০টি	২০ টি খামার
৬.	ওয়াটার এনালাইসিস কিট বক্স	২০টি	২০ টি খামার
৭.	মোটর সাইকেল	২০টি	২০ টি খামার
৮.	ফ্রেমসহ ব্রুড পরিবহনণের ক্যানভাস ট্যাংক (প্রথম পর্যায়ের ১২টি খামারসহ)	৩২টি	৩২টি খামার

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত রেফ্রিজারেটর

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মটর সাইকেল

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পিলেট ফিড মেশিন

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জেনারেটর

এছাড়া টঙ্গী খামারের জন্য একটি জেনারেটর স্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় পরিদর্শিত তিনটি খামারেই মোটর সাইকেল, পানির পাম্প, রেফ্রিজারেটরসহ অনান্য প্রদানকৃত সামগ্রী চালু অবস্থায় রয়েছে। তবে পিলেট মেশিনের সাথে সংযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনটি পুকুরে পানি সরবরাহের কাজে ব্যাবহার করা হচ্ছে। মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত সাবমারসিবল পাম্পটি অব্যাবহৃত আছে। কারণ হিসেবে খামার ব্যবস্থাপক জানান, ভূ-গর্ভস্ত পানির স্তর নেমে যাবার জন্য নতুন করে বোরিং না করলে এই পাম্পটি ব্যাবহার করা যাচ্ছে না। টঙ্গী খামারে জেনারেটর স্থাপনের ফলে রেণু উৎপাদনের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক থকার কারণে রেণু উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে না। জেনারেটর স্থাপনের পূর্বে রেণু উৎপাদনের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে রেণু উৎপাদনের কাজে ব্যাবহৃত বৈদ্যুতিক সামগ্রী (যেমন: পাম্প, এরিয়েটর ইত্যাদি) সচল না থাকার কারণে ডিম/রেণু নষ্ট হওয়ায় খামারের অনেক টাকার আর্থিক ক্ষতি হতো।

ঙ) আসবাবপত্রঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে অসবাবপত্র সরবারহের জন্য ১০.০০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ ছিল। এই অর্থের সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাজীপুর ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য বিভিন্ন অসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীদের বসার সংস্থান হয়েছে। তবে ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত চেয়ারগুলিতে লিখার জন্য হাতল নেই।

প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র:

জ) নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারে অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৫৯৬.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ৫৯৬.০২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি খামারের ১১৮ টি পুকুরের পুনঃখনন, সংস্কার, রক্ষনাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজের জন্য ১৯৬.৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এই খাতে ব্যয় হয়েছে ১৯৬.৪০ লক্ষ টাকা। পুকুরে পানির লাইন সংযোগ, পুকুরের পানি নিষ্কাশন, গভীর নলকূপ স্থাপন/মেরামত এবং পানির ট্যাংকি নির্মাণ/সংস্কার বাবদ মোট ১৬৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এসব খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৩.৮৮ লক্ষ টাকা। আভ্যন্তরীণ সংযোগ সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, হ্যাচারি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, বিদ্যমান ভবন বর্ধিতকরণ/পুনঃনির্মাণ, ডরমেটরি কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন/সংস্কার বাবদ মোট ২৩২.১৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এসব খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২৩৫.৭৪ লক্ষ টাকা।

নবনির্মিত হ্যাচারী সেড: টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাজীপুর

হ্যাচারী সেড: মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাংগালিয়া, কুমিল্লা

সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, জাংগালিয়া, কুমিল্লা-তে খামারের প্রবেশদ্বার থেকে মূল ভবন পর্যন্ত আনুমানিক ২০০ মিটার এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া দুটি পুকুরের Retaining Wall নির্মাণ এবং অন্যান্য পুকুরে পুনঃখনন করা হয়েছে। একই ধরনের কাজ টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাজীপুর ও মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ করা হয়েছে। এছাড়া পরিদর্শনকৃত খামারগুলিতে ট্রেনিং সেন্টার মেরামত / সম্প্রসারণ, ডরমেটরি কাম অফিস ভবন মেরামত করা হয়েছে। টঙ্গী মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, গাজীপুর-এ পূর্ব পার্শ্বের সীমানা প্রাচীরের প্রায় ৪০ ফুট এবং হ্যাচারি সেড পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	আইএমইডির মন্তব্য
১। দেশের মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসন ও হ্যাচারি মালিকদের নিকট গুনগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ সরবরাহ করা।	ব্রুড ব্যাংক প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বমোট ১২৭ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে তা বেসরকারি পর্যায়ের হ্যাচারি মালিকদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।	ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত মানের ব্রুড উৎপাদন কার্যক্রম একটি পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা। এ কাজ করার জন্য দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। সরকারি এ উদ্যোগের সাথে বেসরকারি পর্যায়ের হ্যাচারি মালিক/মৎস্য চাষিরা জড়িত।তাই বেসরকারি পর্যায়ের হ্যাচারি মালিক/মৎস্য চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন করা জরুরী।
২। মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, আধুনিক কলাকৌশল প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, হ্যাচারি ও নার্সারি মালিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা	উক্ত প্রকল্পটির আওতায় ১৬৫০ জন বেসরকারি হ্যাচারি মালিক ও নার্সারি অপারেটরদের মাছের কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) উন্নয়ন ও ব্রুড ব্যবস্থাপনা/নার্সারি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হ্যাচারী মালিক ও নার্সারী অপারেটরগণের প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলোআপের প্রয়োজন।
৩। উন্নত ব্রুড মাছ ও পোনা সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ২৫০০০ জন মৎস্যচাষি/ মৎস্যজীবী, দরিদ্র ও ভূমিহীন বেকার যুবক ও যুবমহিলার সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের মাধ্যমে আরো অনেকের খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যা দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।	উন্নত ব্রুড মাছ ও পোনা সরবরাহের কারণে যেহতেু মাছের গুণগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সেহেতু বলা যায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ফলে দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবে কী পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য প্রয়োজন।

৪। অন্তঃপ্রজনন সমস্যা দূর করার লক্ষে খামারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত মানের পোনা সরবরাহ করা ও কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গুনাগুণ সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন প্রায় ৬.০০ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়েছে।	৬.০০ লক্ষ মে.টন উৎপাদন বৃদ্ধি কি বাৎসরিক নাকি প্রকল্পকালীন। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তর।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	ড. মোঃ আবুল হাসনাত	পূর্ণকালীন	-	০২-০৩-২০০৮	০৫-০৩-২০০৯	-
২।	মোঃ ওয়াহিদুজ্জামন	পূর্ণকালীন	-	০৫-০৩-২০০৯	৩০-০৬-২০১৩	-

১৫। সার্বিক বিশ্লেষণঃ

১৫.১ পরিদর্শনকালে দেখা যায় বিভিন্ন সরকারি খামারে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছের বিক্রয় মূল্য বিভিন্ন এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা বেসরকারি হ্যাচারি হতে বেশি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপক ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, সরকারি খামারের রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ বিক্রিসহ সকল কার্যক্রমের জন্য একটি বাৎসরিক উৎপাদন পরিকল্পনা মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিভাগীয় উপ-পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট খামার ব্যবস্থাপক এলাকার চাহিদা, খামারের উৎপাদন ক্ষমতা, ব্রুড মাছের মান ও পরিমাণ, খামারের সার্বিক অবস্থা, বিক্রয়ের সময়, চাষের মৌসুম ইত্যাদি বিবেচনা করেই উক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। উক্ত নির্ধারিত মূল্যমানের চাইতে বেশি বা কমে কোন রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ বিক্রয়ের সুযোগ খামার ব্যবস্থাপক এর নেই। এছাড়া সরকারি খামারে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছের বিক্রয় মূল্য বেসরকারি হ্যাচারি অপেক্ষা বেশি হবার কারণ হিসাবে তাঁরা জানান, নিম্ন মানের এবং ছোট ব্রুড মাছ থেকে রেণু উৎপাদনের খরচ অনেক কম। হ্যাচারি পরিচালনার প্রটোকল (Protocol) যথাযথভাবে না মানায় উৎপাদন খরচ কমে আসে। নদী থেকে ব্রুড সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজের খামারের একই মাছ থেকে বার বার রেণু সংগ্রহ করে ব্রুড উৎপাদনের খরচ অনেক কম। যেমন- এক কেজি হালদা নদী হতে সংগৃহীত রেণুর দাম ৫০-৬০ হাজার টাকা। অথচ এক কেজি বেসরকারি হ্যাচারি রেণুর দাম প্রজাতি ভেদে ১.৫-৪ হাজার টাকা। উৎপাদন খরচের তুলনা মূলক চিত্র নিম্নরূপ:

বিবরণ	সরকারী খামার	বেসরকারী খামার
রেণু	১০০০ টাকা প্রতি কেজি	৬০০-৭০০ টাকা প্রতি কেজি
পোনা (৩ - ৪ ইঞ্চি সাইজ)	১.৫০ টাকা প্রতি পোনা	০.৭০- ১.০ টাকা প্রতি পোনা
ব্রুড মাছ	১০০-১২০ টাকা প্রতি কেজি	৭০-৮০ টাকা প্রতি কেজি

সূত্রঃ মৎস্য অধিদপ্তর।

মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় এই বিষয়টি প্রতিয়মান হয়েছে যে, গুণগত মান বজায় রেখে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছের উৎপাদন মূল্য কমানোর কোন অবকাশ নেই। বরং বেসরকারি খামার মালিকদের কে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও সচেতন করে তাদের ব্রুড মাছের গুণগতমান বজায় রাখা এবং সর্বোপরি হ্যাচারি আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন করার বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫.২ বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায় ১২৮টি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রায় নয় শতাধিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র/হ্যাচারি আছে। বেসরকারি হ্যাচারি ব্যবস্থাপকদের অনেকেই কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ নয়। তাছাড়া কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ অনেক হ্যাচারি মালিকগণও অধিক মুনাফা লাভের জন্য মাছের কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণের ওপর গুরুত্ব প্রদান না করে মাছের পোনা উৎপাদনের দিকেই বেশি আগ্রহী। হ্যাচারির উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী যে পরিমাণ ব্রুড মাছ প্রতিপালন করা প্রয়োজন তা অনেক হ্যাচারিতেই করা হয় না এবং মাছের বংশগতিধারা সম্পর্কিত তথ্যাদিও সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। বেসরকারি হ্যাচরি মালিক/ব্যবস্থাপকগণ মাছের আকার স্বাস্থ্য, বয়স ও বংশগতি কোন কিছুই বিবেচনা না করে প্রায়শই আশেপাশের মাছ চাষের পুকুর থেকে তাৎক্ষণিকভাবে মাছ সংগ্রহ করে প্রজনন ঘটায়ে থাকে। ফলে উৎপাদিত পোনার কৌলিতাত্ত্বিক নানা অবক্ষয় দেখা দেয় এবং সার্বিকভাবে মাছের উৎপাদন আশানুরুপ পাওয়া যায় না। গবেষণার ফলাফল

থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হ্যাচারিতে বর্তমানে প্রতিপালিত ব্রুডষ্টক হতে উৎপাদিত পোনার চেয়ে প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত রেণু ও পোনা থেকে উৎপাদিত মাছের বৃদ্ধিহার বেশি। তাছাড়া প্রাকৃতিক উৎস থেকে সংগৃহীত রেণু পোনার কৌলিতাত্ত্বিক শুদ্ধতাও প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

১৫.৩ এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামার সমূহে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে ৪৪.২০ লক্ষ টাকা আর্থিক বরাদ্দ ছিল, যা রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই ব্যয় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩.২৪ ভাগ। কোন প্রকল্পের যদি Sustainability না থাকে তাহলে সেই প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করার যৌক্তিকতা থাকে না। বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্রুড ব্যাংক প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হলো রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছের উৎপাদন এবং এই বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করা বাঞ্চনীয়। সুতরাং রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছের উৎপাদনের জন্য যদি একই খামারে একাধিক বার প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায় হতে অর্থায়ন করা হয় তাহলে প্রকল্পের Sustainability স্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামার সমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে এবং রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন বাবদ মোট ১৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ মোট ১৫০.০০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, উৎপাদিত ব্রুড মাছ হতে সরকারি খামারগুলোর চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্রুড রেখে অবশিষ্ট ব্রুড মাছ বিক্রয় করা হয়েছে। এ থেকে বলা যায় প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামার সমূহ রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন করার বিষয়ে Sustainability অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামারগুলোতে যেহেতু চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ব্রুড রেখে অবশিষ্ট ব্রুড মাছ বিক্রয় করা হয়েছে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে, সেহেতু এই খামারগুলিতে রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন করার জন্য পরবর্তীতে প্রকল্প হতে সহায়তার প্রয়োজন নেই। সে কারণে এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামারসমূহে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় হতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হলেও পরবর্তীতে এই প্রকল্পের কোন Phase গ্রহণ করা হলে সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামারগুলোতে অর্থায়ন করা সমীচীন হবে না।

১৫.৪ পিসিআর-এ বর্ণিত ব্যয়ের হিসাব হতে দেখা যায় ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় প্রতিটি খাতে বরাদ্দের সমান ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন করাই প্রকল্প পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ব্যত্যয় হলে অডিট আপত্তিসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জবাবদিহি করতে হয়। সে কারণে বাস্তবতার নিরিখে এবং ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেই খাত অনুযায়ী পূর্ণ টাকা খরচের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়। আইএমইডি মনে করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করাই মূল উদ্দেশ্য। কোন প্রকল্পের গুণগত মানসহ ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করার পরও যদি ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ ব্যায় হয়, তাহলে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে মূল্যায়িত করা প্রয়োজন। এতে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত হবে।

১৫.৫ প্রকল্পের আওতায় উন্নত কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গুণসম্পন্ন রেণু, পোনা ও ব্রুড মাছ উৎপাদন, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ে বেসরকারি হ্যাচারি/নার্সারি মালিক/অপারেটরদের মোট ১৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত ৩টি খামারে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের তালিকা রয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষনার্থীদের কোন Database তৈরী করা হয়নি। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের Database তৈরী করা আবশ্যক।

১৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা না থাকায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৭। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম দু'টি পর্যায়ে বিগত ১০ বছর (২০০২-২০০৬ খ্রিঃ ও ২০০৭-২০১৩ খ্রিঃ) যাবত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় মাছের কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) বৈচিত্র্য সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদনের নিমিত্ত প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ রেণু সংগ্রহ করার বিষয়ে বেসরকারি

হ্যাচারি/নার্সারি মালিক/অপারেটর ও মৎস্য চাষিদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে। এই কার্যক্রম দেশের অন্যান্য স্থানে গ্রহণ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় / মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৭.২ প্রকৃত পক্ষে ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের যৌক্তিকতা ও এর পরিচালনার বিষয়টি বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়। মাছের পোনা পুকুরে ছাড়লেই লাভবান হওয়া যাবে তা কিন্তু নয়। সফল হওয়ার জন্য গুণগতমান সম্পন্ন পোনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য এ বিষয়ে সকল মৎস্য চাষির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। যুগপৎভাবে মৎস্য হ্যাচারি আইন এবং মৎস্য ও পশুখাদ্য বাস্তবায়ন আইনের প্রয়োগ জোরদার করতে হবে।

১৭.৩ সরকারি উদ্যোগ দিয়ে সারা দেশের পোনার চাহিদা পূরণ করা কঠিন। সে ক্ষেত্রে সরকারি/ বেসরকারি পর্যায়ে উন্নত ব্রুড ব্যাবহারের বিষয়টি বাধ্যবাধকতায় আনতে হবে। সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ গ্রহণ করে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও এ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

১৭.৪ দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৭.৫ পরবর্তীতে এই প্রকল্পের কোন Phase গ্রহণ করা হলে সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত খামারগুলোতে অর্থায়ন করা সমীচীন হবে না।

১৭.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুসারে গুণগত মানসম্পন্ন ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে পারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

১৭.৭ প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করা হলে প্রশিক্ষনার্থীদের মোবাইল নাম্বার ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সহ Database তৈরী করার উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭.৮ মাছের রেণু উৎপাদনের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতিটি খামারে উপযুক্ত ক্ষমতার জেনারেটর স্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৭.৯ টঙ্গী খামারের উত্তর ও পশ্চিম দিকের দেয়াল হেলে গেছে। এটি জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এছাড়া পশ্চিম দিকের দেয়ালের সমান্তরালে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের বড় ড্রেন থাকায় সেখানে গাইড ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন। তা নাহলে দেয়াল পুনঃনির্মাণের পরও তা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

১৭.১০ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এ সরবরাহকৃত সাবমারসিবল পাম্পটি ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭.১১ পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করা হলে প্রকল্পের ট্রেনিং সেন্টারের জন্য ক্রয়কৃত আসবাবপত্র যেন প্রশিক্ষণার্থীদের লিখবার উপযোগী হয়।

১৭.১২ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি। বিশেষতঃ স্থাপনাসমূহের সঠিক সীমানা নির্ধারণপূর্বক (যে সকল স্থানে প্রয়োজন) মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১৮। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, নোয়াখালী কম্পোনেন্ট"

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
২।	**(ক)বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
৩।	**সহায়ক (খ)বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	মৎস্য অধিদপ্তর।
	প্রকল্পের অবস্থান	:	বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার (ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী) ২০ টি উপজেলা ও চটগ্রাম জেলার ৩টি উপজেলা (মীরশরাই, ফটিকছড়ি ও সন্দ্বীপ উপজেলা)
৪।	**প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৫।	**প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি**	:	

আমাদের দেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, দারিদ্র্য হ্রাস করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিখাতের যোগানের ১৭.৩২% এর মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ২.৯৫% (ইকোনোমিক রিভিউ ২০০৫-০৬)। প্রকল্প আরম্ভের প্রাক্কালে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল ২৫%, যার মধ্যে ৩% প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি হতে এবং ৬% মৎস্য খাত হতে আসতো। দেশের কর্মসংস্থানের প্রায় তিনভাগের দুইভাগ এবং রপ্তানী আয়ের চার ভাগের একভাগ প্রাণিসম্পদ খাত হতে আসে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপখাতের চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) একাই দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানী আয়ের খাত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় বাৎসরিক ৬-৭% অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অজর্নের সহায়ক হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রতে (পিআরএসপি) কৃষিখাতে প্রতিবছর ৪% প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। যেটি বাংলাদেশে দারিদ্রতার সীমা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে এনে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমজিডি) অর্জনের জন্যে খুবই প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০ বছরে কৃষিখাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হারের চেয়ে বেশী।

২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পিআরএসপিতে মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের জাতীয় কৌশলপত্র উল্লেখ রয়েছে। পিআরএসপিতে দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসের জন্যে কৃষিখাতের উন্নয়ন ও গ্রামীণ উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রধিকার খাত হিসিবে চিহ্নিত করেছে। হতদরিদ্র উন্নয়ন কৌশলে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মুখ্য চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারের নীতিমালা হচ্ছে উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা ও সহায়ক ভুমিকা পালন করা। পিআরএসপির বর্ণনা অনুযায়ী কৃষিখাতে বিশেষ করে মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্যে যাবতীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ, ঋণ সহায়তা প্রদান, কারিগরি সহায়তা প্রদান, উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরণসহ নীতিমালাসমুহকে সহজিকরণে সরকার নীতিগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের হতদরিদ্র কর্মসূচীর পাশাপাশি ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থাসমূহ এখাতের উন্নয়নের জন্যে তথা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো সক্রিয়ভাবে সহায়তা বৃদ্ধি করবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের মৎস্যখাত উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। নববই এর দশকে বাংলাদেশের সামগ্রিক মৎস্য উৎপাদন ৬-৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ২০০০/০১ সালের পর এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে মিঠা পানিতে চিংড়ী চাষ, ধান ক্ষেতে মিশ্র মৎস্য চাষ ইত্যাদির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো উন্মুক্ত এবং অব্যবহৃত জলাশয়সমূহ তাদের মাছ চাষের আওতায় নিয়ে এসেছে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের একটি বড় অংশ এখাত হতে অর্জন করা শুরু করেছে। যার ফলে দ্রুত কৃষিখাতের সম্প্রসারণ হয়েছে। দারিদ্রতা দূরীকরণ লক্ষমাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য উপাদান হিসাবে মৎস্য উপখাত সাম্প্রতিককালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

দারিদ্রতা দুরীকরণে সম্প্রতি হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ খাতও বৃহৎ এবং গুরুত্বপুর্ণ খাত হিসেবে ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র কৃষকদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে পিআরএসপিতে দুগ্ধ খামার ও হাঁস-মুরগি উৎপাদনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। গ্রামে হাজার হাজার দরিদ্র পরিবারের নারী পুরুষ শিশুরা মিলে ক্ষুদ্র পর্যায়ে সহজ ও পরিবেশ বান্ধব চর্চার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত আছে, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে সফলভাবে সমন্বিত মৎস্য খামার কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে পারে। মৎস্য উৎপাদনের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগির খাতের উৎপাদন চাহিদা ও অধিক আয়ের কথা বিবেচনায় এখাতের উন্নয়ন ধারা অব্যহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত Agriculture Sector Program Support প্রথম পর্যায় (ASPS-I) জুলাই ২০০০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ মেয়াদে সমাপ্ত হয় এবং ৫ বছর মেয়াদি Agriculture Sector Programme

Support ২য় পর্যায় (ASPS-II) শুরু করার জন্য দুই দেশের মধ্যে ১৫-১০-২০০৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পিআরএসপিতে বর্ণিত দেশের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ASPS-II সহায়তা প্রদান করছে। প্রথম পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ASPS-II এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। যা বিকেন্দ্রীকরণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দেশীয় মালিকানা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ASPS-II এর ৩টি কম্পোনেন্ট এর অন্যতম কম্পোনেন্ট Regional Fisheries and Livestock Development (RFLD) এর আওতায় বিবেচ্য প্রকল্পটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আবার দুটি অংশে Regional Fisheries and Livestock Development Project, Noakhali Component & Regional Fisheries and Livestock Development Project, Barishal Component হিসেবে প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত Regional Fisheries and Livestock Development Project, Noakhali Component প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে মোট ৭৭.১০৮৩ কোটি টাকা (জিওবি ৭.১০৮৩ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৭০.০০ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ পরবর্তীতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং মোট ৯৭.৪৮২৮ কোটি টাকা (জিওবি ৯.৩৭৪৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৮৮.১০৮০ কোটি) ব্যয় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হয় ৯৫.৭১১৫ কোটি টাকা (জিওবি ৯.০০৮৯ কোটি টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ৮৬.৭০২৬ কোটি টাকা)।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) প্রকল্প এলাকায় মৎস্য ও গবাদি পশু পালনের জন্য উন্নততর এবং টেকসই উৎপাদন ব্যাবস্থা এবং তা হতে আয়বৃদ্ধি করণের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনমান উন্নয়ন করা;
খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্য তথা দরিদ্র চাষীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে এডাপ্টিভ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং এগুলোর অর্জিত শিক্ষা প্রকল্প এলাকার চাষীদের মধ্যে প্রদান করা;
গ) পোল্ট্রি রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ;
ঘ (উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র (ইউএলডিসি) ও হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ।

৭। প্রকল্পের অনুমোদন এবং মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন:

মুল অনুমোদন: ৭৭১০লক্ষ টাকা ৮৩.

প্রকল্প সংশোধন: ৯৭৪৮২৮. লক্ষ টাকা

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়:

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব
	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.সমন্বিত কৃষক মাঠ স্কুল								
১.১ মাস্টার ফ্যাসিলিটেটরের প্রশিক্ষণ	-	৩২.৫৭	৩২.৫৭	৭০ জন	-	৩২.৫৭	৩২.৫৭	৭০ জন
১.২ পাঠ্যসূচী ও উপকরণ উন্নয়ন	-	৮.৯৫	৮.৯৫	থোক	-	৮.৯৫	৮.৯৫	পরামর্শক ৩জনমাস, কর্মশালা, মুদ্রণ
১.৩ স্থানীয় ফ্যাসিলিটেটরের প্রশিক্ষণ	-	১৩৪.১৪	১৩৪.১৪	৭৫০ জন	-	১৩১.৭৯	১৩১.৭৯	৭৫০ জন

১.৪ পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ								
১.৪.১ কর্মশালা	-	১৯.৪০	১৯.৪০	৬০ কর্মশালা	-	১৯.৪০	১৯.৪০	৬০ কর্মশালা
১.৪.২ পরামর্শক	-	০.৭১	০.৭১	৩ জনমাস	-	০.৭১	০.৭১	৩ জনমাস
১.৫ মানবাধিকার, সুশাসন ও এইচআইভি সংক্রান্ত প্রচারাণা	-	১৭.৮২	১৭.৮২	থোক	-	১৭.০৬	১৭.০৬	গভেষণা ১টি, ও অনেকগুলো দলীয় প্রচারণা
১.৬ কৃষক মাঠ স্কুল								
১.৬.১ কৃষক মাঠ স্কুল	-	১,৯৯২.৯৯	১,৯৯২.৯৯	৫৯২৬ টি	-	১,৯৮১.৪৭	১,৯৮১.৪৭	৫৯২৬ টি
১.৬.২ মাঠদিবস/ক্রস ভিজিট	-	১৪.৭৫	১৪.৭৫	৫০০ কর্ম	-	১২.০০	১২.০০	৫০০ কর্ম
১.৭ ঋণ তহবিল	-	-	-	-	-	-	-	
১.৮ আঞ্চলিক পরামর্শ	-	১০.৪১	১০.৪১	৩ জনমাস	-	১০.৪১	১০.৪১	৩জনমাস
উপ-মোট আউটপুট ১		**২,২৩১.৭৪**	**২,২৩১.৭৪**			**২,২১৪.৩৬**	**২,২১৪.৩৬**	
২. সিবিও গঠন ও উন্নয়ন								
২.১ শিক্ষা ও মুল্যায়ন		০.৩৪	০.৩৪	১ জনমাস		০.৩৪	০.৩৪	১জনমাস
২.২ সিবিও'র দক্ষতা উন্নয়ন								
২.২.১ প্রশিক্ষণ ও উপকরণ	-	১২.৩২	১২.৩২	থোক	-	১২.৩২	১২.৩২	সিবিও ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, সিবিও প্রোপাইল বই ও অন্যান্য উপকরণ উন্নয়ন ও মুদ্রণ
২.২.২ সিবিও ও সিবিও এ্যাসোসিয়েশনের দক্ষতা উন্নয়ন	-	৩৮৩.৫৯	৩৮৩.৫৯	২৩০ টি	-	৩৭৮.৩০	৩৭৮.৩০	২০৬ টি
২.৩ বৈদেশিক শিক্ষা সফর	-	৪০.০০	৪০.০০	৩ টি	-	৪০.০০	৪০.০০	৩ টি
উপ-মোট আউটপুট ২		**৪৩৬.২৫**	**৪৩৬.২৫**			**৪৩০.৯৬**	**৪৩০.৯৬**	
৩. বেসরকারী খাতে সহায়তা ও সংযোগ স্থাপন								
৩.১ কমোডিটি শিক্ষা ও কর্মশালা	-	৯০.৪১	৯০.৪১	৯ জনমাস	-	৯০.৪১	৯০.৪১	৯জনমাস
৩.২ বেসরকারী খাতে কারিগরি সহায়তা	-	৯১.৮৮	৯১.৮৮	২০০ জনমাস	-	৯০.৫৫	৯০.৫৫	২০০ জনমাস
৩.৩. দেশী ও বৈদেশিক শি শিক্ষা সফর	-	৪১.০০	৪১.০০	৩ টি	-	৪১.০০	৪১.০০	৩ টি
উপ-মোট আউটপুট ৩		**২২৩.২৯**	**২২৩.২৯**			**২২১.৯৬**	**২২১.৯৬**	
৪. ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি								
৪.১ বেইজলাইন সার্ভে	-	৫.০৯	৫.০৯	৫ জনমাস	-	৫.০৯	৫.০৯	৫জনমাস
৪.২ ইউনিয়ন/উপজেলা পরিষদের দক্ষতা উন্নয়ন	-	৩৩.৯৪	৩৩.৯৪	৮০টি ইউপি ও ৪টি উপজেলা	-	৩৩.৯৪	৩৩.৯৪	১২৯টি ইউপি ও ৪টি উপজেলা

৪.৩ থোক অনুদান	-	১,০৭৫.০৭	১,০৭৫.০৭	৮০টি ইউপি ও ২৩০টি সিবিও	-	১,০৭৫.০৭	১,০৭৫.০৭	১৩৩টি ইউপি ২০৬টি সিবিও
৪.৪ শিক্ষা সফর		৫৫.০০	৫৫.০০	১০ সফর		৫৩.৫৯	৫৩.৫৯	১০ সফর
উপ-মোট আউটপুট ৪		**১,১৬৯.১০**	**১,১৬৯.১০**			**১,১৬৭.৬৯**	**১,১৬৭.৬৯**	
৫. স্থানীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণের দক্ষতা উন্নয়ন								
৫.১ উপজেলা উন্নয়ন কর্মসুচী	-	৫০.০১	৫০.০১	থোক	-	৪৭.৬৬	৪৭.৬৬	৪৪টি উপজেলা
৫.২ মানবসম্পদ উন্নয়ন	-	২.০৫	২.০৫	থোক	-	২.০৫	২.০৫	২২৮ জন (১০.৬ জনমাস)
৫.৩ পিআরটিসি								
৫.৩.১ পিআরটিসিতে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ	-	৫০৯.২৩	৫০৯.২৩	থোক	-	৪৭৩.৩৯	৪৭৩.৩৯	১৯৫.৮৩ জনমাস
৫.৩.২ পিআরটিসি কর্মকর্তা/কর্মচারীদে ও প্রশিক্ষণ	-	১২৮.২৪	১২৮.২৪	থোক	-	১২৮.২৪	১২৮.২৪	৩৬ জনমাস
৫.৩.৩ পিআরটিসি গবেষণা ও সম্প্রসারণ	-	৮০.২৮	৮০.২৮	থোক	-	৮০.২৮	৮০.২৮	১টি গবেষণা, ১৭জন শিক্ষার্থীর থিসিস, ৩টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন, ১৪৭ জন শিক্ষানবীশ
৫.৪ উপজেলা পরিচালন ব্যয়	-	৯৪.১৮	৯৪.১৮	৫০ কার্যালয়	-	৯৩.৫৪	৯৩.৫৪	৪৪ কার্যালয়
উপ-মোট আউটপুট ৫		**৮৬৩.৯৯**	**৮৬৩.৯৯**			**৮২৫.১৬**	**৮২৫.১৬**	
৬. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা								
৬.১ বৈদেশিক পরামর্শক								
৬.২.১ কারিগরী সহায়তা কর্মী ও পরামর্শক	-	২,২৮৯.৩৯	২,২৮৯.৩৯	৬ বছর	-	২,২৭৬.৬৯	২,২৭৬.৬৯	৬ বছর
৬.২.২ আঞ্চলিক পরামর্শক পুল	-	১.৬৩	১.৬৩	২ জনমাস	-	১.৬৩	১.৬৩	২ জনমাস
৬.৩ আউটরিচ কার্যক্রম	-	১৫.৫৭	১৫.৫৭	থোক	-	১৫.৫৭	১৫.৫৭	-
৬.৪ বেইজলাইন ও ইমপেক্ট সার্ভে	-	৩৪.৩৮	৩৪.৩৮	৩ টি সার্ভে	-	২৩.৩৩	২৩.৩৩	৩ টি সার্ভে
৬.৫ নিরীক্ষা	-	১০.০৮	১০.০৮	৬ বছর	-	১০.০৮	১০.০৮	৬ বছর
৬.৬ যানবাহন								
৬.৬.১ গাড়ী	-	৫৭.০১	৫৭.০১	৩ টি	-	৫২.৫১	৫২.৫১	৩ টি
৬.৬.২ মটরসাইকেল	-	৪৪.৯২	৪৪.৯২	৬৪ টি	-	৪৪.৯২	৪৪.৯২	৬৪ টি
৬.৬.৩ বাইসাইকেল	-	১০.৩৮	১০.৩৮	৫০০ টি	-	১০.৩৮	১০.৩৮	৫০০ টি
৬.৭ পরিচালন ব্যয়	-	৭৫২.৪৬	৭৫২.৪৬	৬ বছর	-	৭৪১.৪২	৭৪১.৪২	৬ বছর
৬.৮ অফিস যন্ত্রপাতি	-	৯২.৯৮	৯২.৯৮	৬ বছর	-	৯২.৬৬	৯২.৬৬	৬ বছর
৬.৯ গেস্ট হাউজ ব্যয় *		১০০.৪৫	১০০.৪৫	৬ বছর		১০১.৭৫	১০১.৭৫	৬ বছর
উপ-মোট আউটপুট ৬		৩,৪০৯.২৫	৩,৪০৯.২৫			৩,৩৭০.৯৪	৩,৩৭০.৯৪	
৭. গবেষণা								
৭.১ অনানুষ্ঠানিক গবেষণা	-	১৭৩.৫১	১৭৩.৫১	থোক	-	১৭৩.৫১	১৭৩.৫১	-
৭.১ এএসপিএস-২ এর এডাপটিভ গবেষণা	-	৩০৩.৬৭	৩০৩.৬৭	৮ প্রকল্প	-	২৬৫.৬৫	২৬৫.৬৫	৮ প্রকল্প
উপ-মোট আউটপুট ৭	-	৪৭৭.১৮	৪৭৭.১৮	-	-	৪৩৯.১৬	৪৩৯.১৬	-

মোট (১-৭)		**৮,৮১০.৮০**	**৮,৮১০.৮০**			**৮,৬৭০.২৩**	**৮,৬৭০.২৩**	
বিবিধ (১+২+৩+৪+৫+৬+৭) ১০% হারে	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
সর্বমোট ড্যানিডা প্রকল্প সাহায্য (১-৭)		**৮,৮১০.৮০**	**৮,৮১০.৮০**			**৮,৬৭০.২৩**	**৮,৬৭০.২৩**	
* এটি বিদেশী উপদেষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিলো এবং এর থেকে কিছু আয় হতো যা ডেনমার্ক দূতাবাসের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।								
৮. অন্যান্য ব্যয়								
৮.১ জনবল	৪১.৩২	-	৪১.৩২	৬ বছর	৩২.১৮	-	৩২.১৮	৫.৫ বছর
৮.২ সরকারী কমকর্তা কর্মচারীদেও টিএডিএ	৪.০০	-	৪.০০	৬ বছর	৩.৪৭	-	৩.৪৭	৫.৫ বছর
৮.৪ পরামর্শক	-	-	-		-	-	-	-
৮.৫ মাটি পরীক্ষা	-	-	-	-	-	-	-	-
৮.৬ আনুষঙ্গিক ব্যয় ও অন্যান্য	৫৪.৩৮	-	৫৪.৩৮	৬ বছর	৫৪.৩৮	-	৫৪.৩৮	৬ বছর
৮.৭ প্রকল্প পরিচালক, ডিএও, ডিএফও, ও মুরগি খামারের জ্বালানি	৩৩.৩৩	-	৩৩.৩৩	৭ টি	২৮.৯৮	-	২৮.৯৮	৭ টি
৮.৮ যানবাহন রক্ষাণাবেক্ষণ	৩০.০০	-	৩০.০০	৬ টি	২৩.৯৯	-	২৩.৯৯	৬ টি
উপ-মোট	**১৬৩.০৩**		**১৬৩.০৩**		**১৪৩.০১**		**১৪৩.০১**	
৯. ইউএলডিসি উন্নয়ন নির্মাণ ব্যয়								
৯.১ ভুমি অধিগ্রহণ	৫২.২৩	-	৫২.২৩	২.৫ একর	৫২.২৩	-	৫২.২৩	২.০৪ একর
৯.২-৯.১১ ভুমি উন্নয়ন, ভিত্তিস্থাপন, উপরি কাঠামো, ডরমেটরি, প্রাণিচিকিৎসা শেড, লাইম ট্রেসিং, সেনিটারি ও বৈদ্যুতিক কাজ, আভ্যন্তরীণ সড়ক, বহিঃবৈদ্যুতিক কাজ, সীমানা প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার	৫৬০.০০	-	৫৬০.০০	৫টি ইউএলডিসি	৫৪৮.৩২	-	৫৪৮.৩২	৫টি ইউএলডিসি
উপ-মোট	**৬১২.২৩**		**৬১২.২৩**		**৬০০.৫৫**		**৬০০.৫৫**	
১০. হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ	-		-		-		-	
১০.১ -১০.৫ হ্যাচারি নির্মান, ভিত্তি স্থাপন, উপরিকাঠামো, লাইম ট্রেসিং, আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, পানি সরবরাহ, মেঝে মোজাইক, বাথরুম টাইলস, এ্যালুমুনিয়াম স্লাইডিং দরজা ও জানালা	৪৫.৭১	-	৪৫.৭১	১ টি হ্যাচারী	৪১.১৮	-	৪১.১৮	১ টি হ্যাচারী
১০.৬ ইনকিউবেটর	২৯.৯২	-	২৯.৯২	১ টি	২৯.৯২	-	২৯.৯২	১ টি

১০.৭ জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার	১০.০১	-	১০.০১	১ টি	১০.০১	-	১০.০১	১ টি জেনারেটর
১০.৮ কম্পিউটার	৮.২৫	-	৮.২৫	১৩ টি	৭.৯৫	-	৭.৯৫	১৩ টি
১০.৯ অফিস আসবাবপত্র	১০.০০	-	১০.০০	৫ টি ইউএলডিসি ও অন্যান্য অফিস	৯.৯৪	-	৯.৯৪	৫টি ইউএলডিসি
উপ-মোট	**১০৩.৮৯**		**১০৩.৮৯**		**৯৯.০০**		**৯৯.০০**	
	৭১৬.১২		৭১৬.১২		৬৯৯.৫৫		৬৯৯.৫৫	
১১.কাস্টম ডিউটি ও মূল্য সংযোজন কর	৫৮.৩৩	-	৫৮.৩৩	থোক	৫৮.৩৩	-	৫৮.৩৩	৩টি গাড়ি ও ৬৪টি মটরসাইকেল
উপ-মোট	**৯৩৭.৪৮**	**-**	**৯৩৭.৪৮**	**-**	**৯০০.৮৮**	**-**	**৯০০.৮৮**	
মোট জিওবি	**৯৩৭.৪৮**	**-**	**৯৩৭.৪৮**	**-**	**৯০০.৮৮**	**-**	**৯০০.৮৮**	
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়	**৮,৮১০.৮০**	**৮,৮১০.৮০**	**৯,৭৪৮.২৮**		**৯০০.৮৮**	**৮,৬৭০.২৩**	**৯,৫৭১.১১**	

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: প্রকল্পের আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব লক্ষমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। এরমধ্যে প্রকল্পে ডানিডার প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ ছিল ৮৮১০.৮০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি অর্থ বরাদ্দ ছিল ৯৩৭.৪৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ডানিডার প্রকল্প সাহায্যের ৮৬৭০.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা প্রায় শতভাগ এবং সরকারী ব্যয় বরাদ্দের ৯০০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা: প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর চট্টগ্রামনোয়াখালী ও ফেনী , জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৩ পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

ক) পোল্টি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার:স্থাপন (পিআরটিসি)

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ভেটেনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডানিডার অর্থায়নে ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে ৭০৭৩৫. লক্ষ টাকা ব্যয়ে পোল্টি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয় এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় শেষে মূল কার্যক্রম শুরু হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় পিআরটিসি স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি গবেষণা উন্নয়ন ও পোল্ট্রি এবং প্রাণিসম্পদ খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। পিআরটিসিতে মূলত গবাদিপশুর রোগ নির্ণয় এবং খাদ্যমান বিশ্লেষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা সেবা প্রদান করা হয়। এখানকার Animal Disese Diagonstic Laboratory তে PCR & RT-PCR, ELISA Test, HA & HI Test, Serum Plate Agglutination Test, Rapid Test(Lateral flow device), Antibiotic Sensivity Test, Culture of Organism, Water Test(Bacteriological & Chemical), Chick Culture Test, Faces Examination, Postmortem Examination করা হয়।

(এফএসএস) ফার্মার ফিড স্কুল (খ)ও কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেসন :(সিবিও)

প্রকল্পের আওতায় ফার্মার ফিড স্কুল স্থাপনসিবিও গঠন ও অনুদান বিতরণ করা ছিল ছিল অন্যতম কম্পোনেন্ট ,। প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পে ৫৯২৬টি কৃষক মাঠস্কুল গঠন এবং এরসাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কার্যক্রমও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া ২৩০টি সিবিওর মধ্যে ২০৬টি সিবিও গঠন ও আরডিপিপি অনুযায়ী অন্যন্য উপ-অংগসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকল্প সময়কালে ১৩টি ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্পের target জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ স্থাপন করা প্রকল্প সময়কালে ১৩টি ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকল্পের target জনগোষ্ঠীর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং এদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে target জনেগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী কৃষিখামার বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ সরবরাহ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করা হয়েছে । এছাড়া তিনি আরও জানান ১৩৩টি ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকল্পের আওতায় এনে

আরডিপিপি অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ১৩৩টি সিবিওকে থোক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নে সাইবেণীখিল গ্রামে “জাগ্রত কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ” সিবিও, একই উপজেলার ভূজপুর ইউনিয়নের হেয়াকো বাজারে “সততা বহুমুখী কৃষি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা” এবং ফেণীতে “ফেণি ফার্মস এ্যাসোসিয়েসন কোঅপারেটিভ সোসাইটি”র কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টরা জানান প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। বিশেষত প্রত্যন্ত ও দূর্গম পাহাড়ি এলাকায় গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির চিকিৎসা ও ঔষধ হাতের নাগালে এসেছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। ফলে তারা পূর্বের অপেক্ষা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য পালন করে বেশী লাভবান হচ্ছে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে।

:উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ (গ)

প্রকল্পের বরাদ্দ অনুযায়ী সরকারী অর্থ ব্যয়ে ২একর ভুমি অ ০৪.ধিগ্রহণ করে তাতে ৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নির্মাণ (ইউএলডিসি)করা হয়েছে এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত কেন্দ্রসমূহে কম্পিউটারসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে প্রকল্প পরিচালক জানান। নোয়াখালী জেলার কবিরহাট ও সোনাইমুড়ি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। বাহ্যিকভাবে ভবন নির্মাণ মানসম্পন্ন বলে মনে হয়েছে। তবে সোনাইমুড়ি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মূল ভবন সংলগ্ন উত্তর পার্শের বাউন্ডারি ওয়াল বাহির দিকে

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র , কবিরহাট, নোয়াখালী

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র , সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালীর বাউন্ডারি ওয়াল হেলে গেছে এবং ভবনের এ্যাপ্রোচ বসে গিয়ে সৃষ্ট ফাটল

হেলে গিয়েছে এবং মূল ভবনের উত্তর ও পশ্চিম পাশের এ্যাপ্রোচ বসে গিয়ে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সোনাইমুড়ি উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেনকে অবহিত করা হলে তিনি তৎক্ষণাত সোনাইমুড়ি উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং জনান যেভবনটি নিচু জমিতে মাটি ভরাট করে , নির্মাণ করা হয়েছেও মাটি যথাযথভাবে কমপ্যাকসন না করবার কারণে এটি হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দেন। এই প্রতিবেদন তৈরী করার সময় সোনাইমুড়ি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানানবাউন্ডারি ওয়াল ও এর সংলগ্ন এ্যাপ্রোচ মেরামত শুরু করা হয় ,েছে তবে বর্ষাকালের জন্য কাজ বন্ধ আছে।

(ঘ)হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ:

নোয়খালী জেলার সরকারী হাঁসমুরগী খামারে প্রকল্পের আওতায় হ্যাচারি বিল্ডিং নির্মাণ এবং হ্যাচারির জন্য - ইনকিউবেটর ও জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে হ্যাচারিতে মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন বন্ধ ছিল। এ বিষয়ে খামার ব্যপস্থাপক জানান প্রয়োজনীয় ডিমের অভাব এবং উৎপাদিত বাচ্চা সুষ্ঠুভাবে বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় সারা বছর ধারাবাহিকভাবে বাচ্চা উৎপাদন

ইনকিউবেটর

জেনারেটর

করা সম্ভব হয়না। যদিও স্থাপনকৃত ইনকিউবেটরটির মাধ্যমে সপ্তাহে প্রায় ১৪ হাজার ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো সম্ভব। হ্যাচারি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ আপাতদৃষ্টিতে মানসম্মত মনে হলেও ভবনের কোথাও কোথাও hair crack সৃষ্টি হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	অর্জিত
মুল উদ্দেশঃ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য মৎস্য ও গবাদিপ্রাণি পালনের ক্ষেত্র হতে উন্নততর এবং টেকসই উৎপাদন এবং এর মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণের দ্বারা দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবনমান উন্নয়ন করা।	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে প্রকল্প বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যেমন- প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষণ, দেশীয় ও বৈদেশীক বিভিন্ন শিক্ষা সফর, ক্রস ভিজিট, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ধারণমুলক গবেষণা। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক দেশী ও বিদেশী পরামর্শ নিয়োগ করেছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন আউটপুটের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
আউটপুট-১: বিকেন্দ্রীত, সমন্বিত এবং চাহিদা ভিত্তিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সুযোগের (কৃষক মাঠ স্কুল) মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কার্যকর সেবা প্রদান।	এ আউটপুটের আওতায় প্রকল্প ৮টি মডিউল হাঁস-মুরগি পালন, প্রাণিসম্পদ পালন, মৎস্য চাষ, শাকসবজি চাষ, পুষ্টি, দরিদ্র চাষীদের সম্পদের পরিকল্পনা, বাজারজাত করণ ইত্যাদিও উপর ৪ মাস ব্যাপী ''মৌসুমমেয়াদী'' প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ৭০ জন মাস্টার সহায়ক তৈরী করেছে। এতে প্রায় ১১২ ব্যাক্তিমাস সময় ব্যয় করা হয়েছে।
আউটপুট-২: কমিউনিটি বেইজড অরগানাইজেশন বা সিবিও (সমাজ ভিত্তিক সংগঠন) এবং কৃষক এ্যাসোসিয়েশন গঠন ও ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা সফলভাবে চাষীদের চাহিদা সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কাছে তুলে ধরতে পারে।	ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে দরিদ্র চাষীদের বিভিন্ন উপকরণ চাহিদা সঠিকভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং দরিদ্র চাষীদের খামার ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নসেবা নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় মোট ২০৬টি সংগঠনের দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সংগঠনগুলোর মধ্যে ১৯৯টি সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) ও ৭টি সিবিওদের সমন্বয়ে গঠিত সিবিও এসোসিয়েশন।
আউটপুট-৩: ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষকদের সংযোগ স্থাপন করা, যাতে কৃষকগণ ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে মানসম্পন্ন উপকরণ পায় এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারে।	প্রকল্পের আওতায় ১৩টি ব্যক্তিমালিকানাধীন উপকরণ উৎপাদন প্রতিষ্ঠাকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে- চিংড়ি ও সাদা মাছের পোনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, তেলাপিয়াপোনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্লাকবেঙ্গাল ছাগলের বাচ্চা উৎপাদকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সর্বোপরি ব্যাক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে এ্যাসোসিয়েশন গঠন ও বিভিন্নসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সেবা, মুনাফা অর্জন ও অধিকার আদায়ে যৌক্তিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছে।
আউটপুট-৪: প্রকল্প এলাকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা চিহ্নিত করণ ও এর সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে (ইউনিয়ন পরিষদ) সামর্থবান করে তোলা।	ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও স্থায়ী কমিটির দায়দায়িত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
আউটপুট-৫: জনসেবা প্রদানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন।	উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। ডানিডা ফেলোশীপ সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণে সুযোগ প্রদান করা হয়।
পিআরটিসি	পিআরটিসি প্রকল্প এলাকাধীন পোল্টি ওয়ার্কার ও সমাজভিত্তিক প্রাণিসম্পদ ওয়ার্কাদের জন্যে শর্টকোর্সের আয়োজন করে। এছাড়াও ৮টি কর্মশালাটি১ , আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে।
গবেষণা কার্যক্রম	প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের জন্যে তথা দরিদ্র চাষীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮টি এডাপ্টিভ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং এগুলোর অর্জিত শিক্ষা প্রকল্প এলাকার চাষীদের জীবনমান উন্নয়নে অধিক উৎপাদন ও আয় বর্ধনের জন্যে গ্রহণ করা হয়।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকেন্দ্র (ইউএলডিসি) ও হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ	প্রকল্পের সরকারী বরাদ্দ ব্যয়ে প্রকল্প এলাকায় নবগঠিত ৫টি উপজেলায় ২.০৪ একর জায়গা ভুমি অধিগ্রহণ করে ৫টি উপজেলা প্রাণিম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ইউএলডিসি) নির্মাণ (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামোসহ), বিদ্যুৎ সংযোগ এবং যাবতীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। নোয়াখালী সরকারী হাঁস-মুরগি খামারে একটি হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়; এতে একটি ইনকিউবেটর ও একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়।
ব্যবস্থাপনা	প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বরাদ্দ অনুযায়ী পরিমাণমত শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরি কর্মকর্তা/কর্মচারি ও পরামর্শক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় মটরযান, মটরসাইকেল, বাইসাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্নকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ডা: মো:আব্দুস সোবহান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টক্সিকোলজি শাখা প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ৪৮ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	পূর্নকালীন	-	২০-০৮-২০০৭	৩০-০৬-২০১৩	

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণঃ

১৬.১ আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয় প্রকল্প নোয়াখালী কম্পোনেন্ট এর কার্যক্রম উপকুলীয় ৪টি জেলার ২৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। জলোচ্ছাস, ঝড় ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ প্রকল্প এলাকায় কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বসতবাড়ী ভিত্তিক কার্যক্রম পরিবেশ বান্ধব। প্রাকৃতিক দূর্যোগ যেমন বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, ঝড় প্রভৃতি মোকাবেলায় সময়োপযোগী বিশেষ করে Climate Change Adaptation এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটি টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করেছে বলে মনে হয়েছে।

১৬.২ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্পের অন্যতম অংগ কৃষক মাঠ স্কুলের মোট সুফলভোগীর শতকরা ৯৭% জন মহিলা। নোয়াখালী অঞ্চলে মহিলাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রকল্পের বিরাট সাফল্য। কৃষক মাঠ স্কুলের সাপোর্ট অধিবেশনে পুষ্টির উপর ৪টি অধিবেশন থাকায় গর্ভবতী মহিলা, শিশুদের পুষ্টি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। সুফলভোগীদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বহমুখী উৎপাদন ও উন্নয়ন বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি মহিলাদের আয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পূর্বের অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আলোচনায় জানা যায়।

১৬.৩ টেকসই সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকারী বেসরকারী অব্যবহৃত ভুমি ও জলাশয়সমূহে (চরাঞ্চল সহ) দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা চাষীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সমাজ ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে চাষীদের সমন্বয় সাধন, বিভিন্ন সমন্বিত খামারে তাদের যুক্ত করার মাধ্যমে এসকল অব্যবহৃত মুক্ত ভুমি ও জলাশয়সমূহ ইজারা নিতে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে অনেক মুক্ত ভুমি ও জলাশয় এখনো সমন্বিত খামারের মাধ্যমে চাষীরা ব্যবহার করছে।

১৬ ৪.প্রকল্প এলাকার মুরগি বাচ্চা উৎপাদন ও সরবরাহ কাজে ব্যবহার হচ্ছে নোয়াখালী সরকারী হাঁসমুরগি খামারে - একটি হ্যাচারী বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। এতে একটি ইনকিউবেটর ও একটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়।

১৬.৫ এই প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের সুফলভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার - মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও প্রকল্প শেষ হয়ে যাবার কারণে তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য লজিস্টিক সহায়তা পাচ্ছেন না। তাঁরা মনে করেন তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদী লজিস্টিক সহায়তা প্রয়োজন।

১৬.৬ ডানিডার আর্থিক সহায়তা ও সরাসরি তত্বাবধানে বাস্তবায়নকৃত এ প্রকল্পের সুফল পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে ডানিডার সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট নয়। যদিও ডানিডা অন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে বর্তমানে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

১৬.৭ প্রকল্প পরিচালকের দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে অব্যয়িত টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। তবে পিসিআরে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি। এ বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে বলে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬.৮ পিসিআর-এ বর্ণিত ব্যয়ের হিসাব হতে দেখা যায় ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় প্রতিটি খাতে বরাদ্দের সমান ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন করাই প্রকল্প পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ব্যত্যয় হলে অডিট আপত্তিসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জবাবদিহি করতে হয়। সে কারণে বাস্তবতার নিরিখে এবং ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেই খাত অনুযায়ী পূর্ণ টাকা খরচের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়। আইএমইডি মনে করে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করাই মূল উদ্দেশ্য। কোন প্রকল্পের গুণগত মানসহ ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করার পরও যদি ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় হয়, তাহলে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এতে সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যাবহার নিশ্চিত হবে।

১৬.৯ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিবিও এ্যাসোসিয়েসনের তালিকা সম্বলিত জেলা ভিত্তিক বই ডানিডা কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনের সময় প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি এবং প্রশিক্ষনাণার্থীদের কোন Database তৈরী করা হয়নি।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

প্রকল্প পরিচালক জানান আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা না থাকায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৮। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার অলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সময়োপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

১৮২. ডানিডাকে পুনরায় এ ধরনের প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উদ্যোগ নিতে পারে।

১৮.৩ প্রকল্প শেষ হবার পরও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকল্পস্থানে অথবা প্রকল্পের নিকটস্থ প্রকল্প নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা দপ্তরে সংরক্ষণ করা জরুরী।

১৮.৪ নোয়াখালী সরকারী হাঁস মুরগি খামারে-স্থাপিত হ্যাচারীটিকে সারা বছর উৎপাদনমুখী রাখতে এবং উৎপাদিত মুরগীর বাচ্চা বিপনণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া জরুরি। তা নাহলে ইনকিউবেটর ও জেনারেটর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৮.৫ প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ যথাযথভাবে সমর্পণ করা হয়েছে কিনা তা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।

১৮.৬ প্রকল্প চলাকালীন যেসব অর্থ বছরে অর্থ সমর্পণ করা হয়েছে সেটির মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রত্যয়ন পিসিআর এ সংযুক্ত করার বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে।

১৮৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়ের পাশাপাশি ডিপিপি অনুসারে গুণগত মানসম্পন্ন ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জন করতে পারাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এই বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়বিভাগ / প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতেপারে।

১৮৮. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবার জন্য যে কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল নাম্বার ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর সহ Database তৈরী করা আবশ্যক।

১৯। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রো প্রজেনি টেস্ট (২য় পর্যায়)"

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৩)

১। প্রকল্পের নামঃ ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রো প্রজেনি টেস্ট (২য় পর্যায়)

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র আছে দেশের এমন ২২টি বৃহত্তর জেলা এবং সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং এন্ড ডেইরি ফার্ম, সাভার, ঢাকা।

৫। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশুসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে দেশীয় গাভীর দুধ উৎপাদন খুবই কম এবং জেনেটিক গুণাবলীও নিম্নমানের। এই অনুন্নত গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯৫৮ সালে সর্ব প্রথম এদেশে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সারা দেশ ব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয় ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ক্রস ব্রিডিং এর ফলে বিগত ২৫-৩০ বছরে দেশে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে এই কর্মসূচীর যথার্থ মূল্যায়ন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন ব্যবস্থা ও সিলেকশন/কালিং পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে ইতিমধ্যে সংকর জাতের গবাদি পশুর উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলীতে অনিবার্য নিম্নমূখীতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সমস্যা দূরীকরণে সুপিরিয়র প্রজনন ষাঁড় ও গাভী নির্বাচনপূর্বক পরিকল্পিত প্রজনন কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। প্রকৃত অর্থে গবাদি পশুর ধারাবাহিক ও স্থায়ী জাত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় **"প্রজেনি টেস্টিং"** বিশ্বব্যাপী বহুল প্রচলিত ও অপরিহার্য বিজ্ঞানভিত্তিক পশু প্রজনন কৌশল। ব্রিড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট প্রকল্পটি তাই এদেশের গবাদিপশুর স্থায়ী ও টেকসই জাত উন্নয়নে সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়পোযোগী পদক্ষেপ। এটি একটি Specialized 'Animal Breeding' কার্যক্রম। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম জুলাই ২০০৩-এ শুরু হয়ে জুন ২০০৭-এ সমাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত পর্যায় সমাপনান্তে Proven Bull ঘোষণা করার জন্য ৫টি Candidate Bull পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং দেশীয় জাতের গবাদি পশুর জীন সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আলোচ্য প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) সুপিরিয়র প্রুভেন ষাঁড় (Bull) উৎপাদন;

খ) দেশীয় জাতের গবাদি পশুর জীন সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;

গ) প্রুভেন ষাঁড় উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্বাচিত কন্ট্রাক্ট খামারীদের সংগঠিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

৭। প্রকল্পের অনুমোদন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধনঃ

মূল অনুমোদনঃ ০৪/০৫/২০০৮

প্রথম সংশোধন ০৯/০৫/২০১০

অন্তঃখাত সমন্বয়ঃ ২৯/১১/২০১২

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১০৫২.৫৩	১১৩৮.৬৯	১০৯২.২৭২	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৩	-	জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০১৩	-	-

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক

আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হ'লঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
রাজস্বঃ						
১।	**বেতন-ভাতাদি**					
ক)	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	১৪৭.০০	২৩জন	১৩৬.১৯ (৯৩%)	১০০%
খ)	কর্মচারীদের বেতন	জন	৩.৫৮	০১জন	২.৮৮ (৮০%)	১০০%
গ)	ভাতাদি	জন	১০৪.৪৫	২৪জন	৯৯.৯৮১ (৯৬%)	১০০%
ঘ)	আউটসোর্সিং	জন	১৩২.৬০	৩৫জন	১২৭.৫৭৫ (৯৬%)	১০০%
	উপমোটঃ বেতন-ভাতাদি		**৩৮৭.৬৩**	**-**	**৩৬৬.৬২৬**	_
২।	**সরবরাহ ও সেবা**					
ক)	প্রশিক্ষণ	জন	১৪৪.৮৮	৫৫৫৫জন	১৪৪.২৮ (১০০%)	৪৯৩০জন (৮৯%)
খ)	সেমিনার/ওয়ার্কস	সংখ্যা	৬.০০	০২টি	৬.০০ (১০০%)	১০০%
গ)	জ্বালানী	এল,এস	৪২.৫০	এল,এস	৪২.৪৯৩ (১০০%)	১০০%
ঘ)	ষাঁড়ের খাদ্য	এল,এস	৪৭.০০	এল,এস	৪৬.৯৩১ (১০০%)	১০০%
ঙ)	ষাঁড় বাছুরের জন্য ইনসেনটিভ	এল,এস	৪.০০	এল,এস	২.১৬ (৫৪%)	১০০%
চ)	কৃষক ইনসেনটিভ	জন	৮০.০০	৪০০০জন	৮০.০০ (১০০%)	১০০%
ছ)	ষাঁড় বাছুর কমপেনসেসন	এল,এস	৩.০০	এল,এস	১.৭৪৫ (৫৮%)	১০০%
জ)	পরিবহণ ব্যয়	এল,এস	৯.১০	এল,এস	৬.১৭৭ (৬৭.৮৮%)	১০০%
ঝ)	কেমিক্যাল ও রি-এজেন্ট	এল,এস	৬.০০	এল,এস	৫.৯৭ (৯৯.৫০%)	১০০%
ঞ)	পুস্তকাদি	এল,এস	২.০০	এল,এস	২.০০ (১০০%)	১০০%
ট)	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	এল,এস	১৩.০০	এল,এস	১২.৯১ (৯৯%)	১০০%
ঠ)	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	এল,এস	৯.০০	এল,এস	৮.৬৫৪ (৯৬%)	১০০%
ড)	টিএ/ডিএ	এল,এস	৩৬.০০	এল,এস	৩৫.৯৫ (১০০%)	১০০%
ঢ)	টেলিফোন ও ডাক	এল,এস	৪.৫০	এল,এস	১.৬৭৯ (৩৭%)	১০০%
ণ)	ঔষধ/ ভিটামিন/ ভ্যাকসিন	এল,এস	১৩৬.০০	এল,এস	১৩৫.৯৯৯ (১০০%)	১০০%
ত)	ডাটা এনালাইসিসি	এল,এস	৪.৫০	এল,এস	৩.৩৯৫	১০০%

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
					(৭৫%)	
থ)	প্রজেনি শো	৪টি	৭.০০	৪টি	৬.৯৮ (১০০%)	১০০%
দ)	কনসালটেন্সি	Man-day	১০.৯০	৪০০ ম্যান-ডে	১০.৭৮ (৯৯%)	৩৭৯ ম্যান-ডে (৯৫%)
ধ)	সম্মানী ভাতা	এল,এস	৫.০০	এল,এস	৪.৮৭৬ (৯৮%)	১০০%
ন)	ওভারটাইম ভাতা	এল,এস	১.০০	এল,এস	০.৭৫ (৭৫%)	১০০%
প)	মূল্যায়ন	এল,এস	৪.০০	এল,এস	৩.৫৭৪ (৮৯%)	১০০%
ফ)	ওসিসি	এল,এস	২৬.৫০	এল,এস	২৬.৫০ (১০০%)	১০০%
	উপমোটঃ সরবরাহ ও সেবা	**-**	**৬০১.৮৮**	**-**	**৫৮৯.৮০৩**	**-**
৩।	**মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ**					
ক)	যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ (২৩টি মটরসাইকেল, ১টি জীপ, প্রথম পর্যায় হতে প্রাপ্ত)	এল,এস	১১.৫০	এল,এস	১১.৫০ (১০০%)	১০০%
খ)	আসবাবপত্র রক্ষনাবেক্ষণ	এল,এস	৩.০০	এল,এস	৩.০০ (১০০%)	১০০%
গ)	কম্পিউটার রক্ষনাবেক্ষণ	এল,এস	১৩.৫০	এল,এস	১৩.৫০ (১০০%)	১০০%
ঘ)	যন্ত্রপাতি রক্ষনাবেক্ষণ	এল,এস	১.০০	এল,এস	১.০০ (১০০%)	১০০%
ঙ)	অফিস বিল্ডিং রক্ষনাবেক্ষণ	এল,এস	৪.০০	এল,এস	৩.৯৯৪ (১০০%)	১০০%
	উপমোটঃ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		**৩৩.০০**	**-**	**৩২.৯৯৪**	**-**
উপমোট (রাজস্ব)ঃ			**১০২২.৫১**		**৯৮৯.৪২৩ (৯৭%)**	**১০০%**
মূলধনঃ						
৪।	**যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র ক্রয়**					
ক)	টেলিফোন সংযোগ	এল,এস	০.৩৬	এল,এস	০.২১২ (৫৯%)	৬৭%
খ)	ষাঁড় বাছুর ক্রয়	৪০	২৯.৫০	৪০	১৭.৪৫২ (৫৯%)	১০০%
গ)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	এল,এস	৩.৫০	এল,এস	৩.৫০ (১০০%)	১০০%
ঘ)	আসবাব পত্র					
	১. ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	০২	০.৪৮২	০২	০.৪৮২ (১০০%)	১০০%
	২. কাঠের আলমারি	০১	০.১৪৮	০১	০.১৪৮ (১০০%)	১০০%

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	৩. রিভলভিং চেয়ার	০১	০.১৮০	০১	০.১৮০ (১০০%)	১০০%
	৪. হাতলসহ কুশন চেয়ার	০৭	০.২৬০	০৭	০.২৫৯ (১০০%)	১০০%
	৫. হাতলছাড়া কুশন চেয়ার	২৩	০.৬৪৫	২৩	০.৬৪৪ (১০০%)	১০০%
	৬. প্লাস্টিক টুল	৩০	০.১৩৫	৩০	০.১৩৫ (১০০%)	১০০%
ঙ)	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**					
	১. দুধ পরিমাপক যন্ত্র	১০০০	৬.০০	১০০০	৫.৯০ (১০০%)	১০০%
	২. চেইনসহ সনাক্তকরণ নম্বর প্লেট	১৫০০০	১৩.২০	১৫০০০	১৩.২০ (১০০%)	১০০%
	৩. আনুসঙ্গিক সহ ল্যাকটোমিটার	৫০০	৪.৪৮	৫০০	৪.৪৭৫ (১০০%)	১০০%
	৪. ডেইরি থার্মোমিটার	৬০	০.৩০	৬০	০.২৯৭ (৯৯%)	১০০%
	৫. রেফ্রিজারেটর	০১	০.৩৫	০১	০.৩৪৫ (৯৯%)	১০০%
	৬. ক্রায়োক্যান (৫০-৫৫ লি:)	২০	১৩.০০	২০	১২.৭১ (৯৮%)	১০০%
	৭. ক্রায়োক্যান (১০-১২ লি:)	১৫	৫.১০	১৫	৪.৯১২ (৯৬%)	১০০%
	৮. সিমেন স্টোরেজের জন্য ক্রায়োবায়োলজিক্যাল ক্যান (৩০-৪০)	২০	২০.০০	২০	১৯.৯০ (১০০%)	১০০%
	৯. থার্মোফ্লাস্ক	৫০	০.৫০	৫০	০.৪৮৮ (৯৮%)	১০০%
	১০. ওজন পরিমাপক যন্ত্র	২৫	১.২৫	২৫	১.২৪৫ (১০০%)	১০০%
	১১. কালার টেলিভিশন	০১	০.৩৪	০১	০.৩৩৫ (৯৯%)	১০০%
	১২. ফটোকপিয়ার	০১	৩.৫০	০১	৩.৪০ (৯৭%)	১০০%
	১৩. আনুসংগিক সহ কম্পিউটার	০২	২.০০	০২	১.৯৬ (৯৮%)	১০০%
	১৪. ডিজিটাল ক্যামেরা	০১	০.৫০	০১	০.৪৭ (৯৪%)	১০০%
	১৫. ল্যাপটপ	০১	১.০০	০১	০.৯৮ (৯৮%)	১০০%
	১৬. ভিডিও ক্যামেরা	০১	০.৮০	০১	০.৭৫ (৯৪%)	১০০%
	১৭. এয়ার কন্ডিশনার	০২	২.০০	০২	১.৯২	১০০%

ক্রমিক নং	কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	একক/ পরিমাণ/ সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
					(৯৬%)	
	১৮. ফ্যাক্স	০১	০.৪০	০১	০.৩৬৫ (৯১%)	১০০%
	১৯. কম্পিউটারের ইউ,পি,এস	১০	১.৫০	১০	১.৪৭ (৯৮%)	১০০%
	২০. কম্পিউটার প্রিন্টার	০৫	১.২৫	০৫	১.২৪ (৯৯%)	১০০%
	২১. জেনারেটর	০১	১.৫০	০১	১.৫০ (১০০%)	১০০%
চ)	বাইসাইকেল	২৫	২.০০	২৫	১.৯৭৫ (৯৯%)	১০০%
	উপমোট (মূলধন)ঃ	**-**	**১১৬.১৮**	**-**	**১০২.৮৪৯ (৮৯%)**	**১০০%**
	সর্বমোট	**-**	**১১৩৮.৬৯**	**-**	**১০৯২.২৭২ (৯৬%)**	**১০০%**

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ১১৩৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত প্রকল্পটির মোট ব্যয় হয়েছে ১০৯২.২৭২ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৯৬%। অন্যদিকে, প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট স্বল্পতার কারণে ৬২৫জন সংযোগ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব না হলেও প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০% হিসেবে অনুমিত।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্প পরিচালকের দেয়া তথ্য মতে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং এন্ড ডেইরি ফার্ম, সাভার, ঢাকা; ঢাকা মহানগরীর মিরপুর ও কল্যাণপুর এলাকা, ময়মনসিংহের সদর ও মুক্তাগাছা উপজেলা এবং বগুড়া সদর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২.১ প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

ক) জনবলঃ

আলোচ্য প্রকেল্পর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রেষণে ১জন প্রকল্প পরিচালক, ১জন টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, ১জন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর এবং ১জন উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগের উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ৪টি পদের মধ্যে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য ৩টি পদে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রেষণে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্প অফিসটি সাভারস্থ সেন্ট্রাল ক্যাটেল ব্রিডিং এন্ড ডেইরি ফার্ম এ হওয়ায় উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে কর্মকর্তা পদায়ন না করায় প্রকল্পের কার্যক্রমে তেমন কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ১জন একাউন্টেন্ট কাম অফিস সহকারীকে সরাসরি নিয়োগ এবং ২৩ জন ডাটা-কালেকটরসহ মোট ৩৫জন কর্মচারীকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সমগ্র প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সরাসরি নিয়োগে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে কর্মরতদের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়োগে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে। এ সকল জনবলের বেতন-ভাতা বাবদ অনুমোদিত ডিপিপি ৩৮৭.৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ৩৬৬.৬২৬ লক্ষ টাকা (৯৫%)।

খ) প্রশিক্ষণ, সেমিনার ওয়ার্কশপঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ব্রিড আপগ্রেডেশন বিষয়ে ৩৫১ জন কর্মকর্তাকে দেশে Methodology in Progeny and Dairy Hard Improvement Techniques ও Computer Database management and Analytical Procedure এবং ১০জন কর্মকর্তাকে Prgeny Testing Methodoloy বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৯৪ জন কর্মচারীকে Collection, Accumulation & Management of Data বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ৫,০০০ জন সংযোগ চাষীকে Modern Cattle Rairing Based on Progeny Testing Principles বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা ৫,৫৫৫ জন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ৩৫৩ জন কর্মকর্তাকে Methodology in Progeny and Dairy Hard Improvement Techniques ও Computer Database management and Analytical Procedure এবং ৮ জন কর্মকর্তাকে অস্ট্রেলিয়ায় Progeny Testing Methodoloy বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৯৪ জন কর্মচারীকে Collection, Accumulation & Management of Data বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ৪,৩৭৫ জন সংযোগ চাষীকে Modern Cattle Rairing Based on Progeny Testing Principle বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়, প্রশিক্ষণ খাতের অর্থের অপ্রতুলতার কারণে সংযোগ চাষী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে এর ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বা উদ্দেশ্য অর্জনে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি, কেননা, যে সমস্ত সংযোগ চাষীর খামারে ক্যান্ডিডেট বুলের বীজ দেয়া হয়েছে, তাদের সকলেই প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত ছিলেন। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংযোগ চাষীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রশিক্ষণকালে তাঁরা ভাতা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সামগ্রী যেমন প্যাড, কলম ইত্যাদি পেয়েছেন। তবে যে সকল কৃষক/খামারী এখনও প্রশিক্ষণের আওতায় আসেননি, লাভজনকভাবে খামার পরিচালনার জন্য Modern Cattle Rairing-এ প্রশিক্ষণ গ্রহণে তাদের মাঝে প্রচন্ড আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রশিক্ষণ বাবদ মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৪৪.৮৮ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৪.২৮ লক্ষ টাকা (১০০%)। প্রশিক্ষণের বাস্তব অগ্রগতির পরিমাণ ৮৯%।

অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট Stakeholder-দের নিকট প্রকল্পের কার্যক্রম ও অর্জন তুলে ধরার জন্য ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপখাতের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ১০০%।

গ) ষাঁড় বাছুর সংগ্রহঃ

প্রকল্পের আওতায় ৪০টি ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন জেলার কৃষকদের নিকট উন্নত জাতের মা (ফেনোটাইপিক জাত, মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা, দৈহিক ওজন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে) হতে ৬৩টি ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী ১০০টি ষাঁড় বাছুর সংগ্রহের কথা থাকলেও তার প্রয়োজন হয়নি মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। অনুমোদিত ডিপিপির Modality অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে কৃষকদের নিকট হতে চুক্তিনামার মাধ্যমে ষাঁড়গুলো সংগ্রহ করা হয় এ শর্তে যে, নির্দিষ্ট কিছু টেস্টে/ট্রায়াল-এ (সংগৃহীত সিমেনের গুণগত মান) বাছুরটি টিকে গেলে তা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে এ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বোর্চ ৭৫,০০০/- হারে মূল্য পরিশোধ করা হবে। পক্ষান্তরে, ষাঁড় বাছুরটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট কৃষক/খামার মালিককে ১০,০০০/-টাকা ইনসেনটিভসহ বাছুরটি ফেরত প্রদান করা হবে।

মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত ৬৩টি ষাঁড় বাছুর হতে চূড়ান্তভাবে ৩৩টি ষাঁড় বাছুরকে Candidate Bull হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ বাবদ মোট ১৭.৪৫২ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৫৯%) পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায় হতে প্রাপ্ত ৭টি Candidate Bull দ্বারা অনুমোদিত ডিপিপির Candidate Bull এর লক্ষ্যমাত্রা (৪০টি) পূরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ষাঁড় বাছুরসমূহ নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কৃষক/খামার মালিককে ফেরত প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু, যে সকল বাছুরকে অসুস্থতা বা দূর্ঘটনার কারণে ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচনের পূর্বেই বাতিল করতে হয়েছে, ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কৃষক/খামার মালিককে এ ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ঢাকার কল্যাণপুরের জনাব মোঃ মাহবুব চৌধুরীর আল-আমান দুগ্ধ খামার হতে সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14001), মিরপুরের জনাব আফজাল এইচ. খান এর এ. জেড.ডেইরি ফার্ম হতে সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14014), বগুড়া সদর উপজেলার মাটিডালী এলাকার জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ এর খামার হতে সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14502) এবং নাড়ুয়ামালা এলাকার জনাব অখিল চন্দ্র এর নিকট থেকে সংগৃহীত Candidate Bull (ID No. 14503) এর Pedigree সম্পর্কে তথ্য যাচাই করে বুলসমূহের মায়ের উন্নত জাত সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া গেছে। এ সকল Candidate Bull এর জন্য প্রকল্প হতে সংশ্লিষ্ট খামারীগণকে কমিটির সুপারিশ

অনুযায়ী যথাযথভাবে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

ঘোষিত Proven Bull (JR-1)

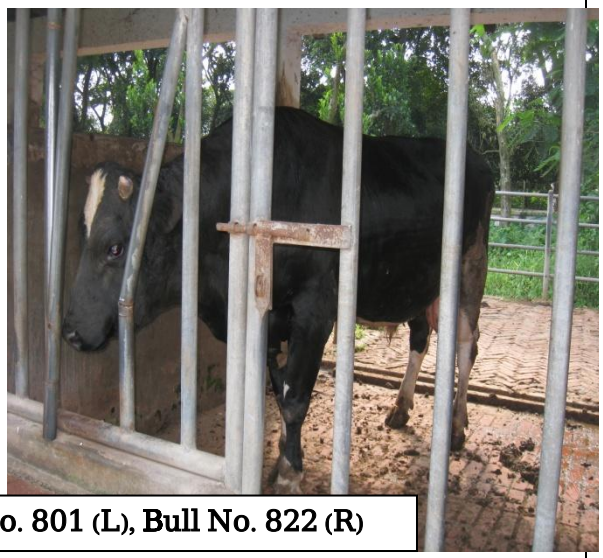

Candidate Bull: Bull No. 801 (L), Bull No. 822 (R)

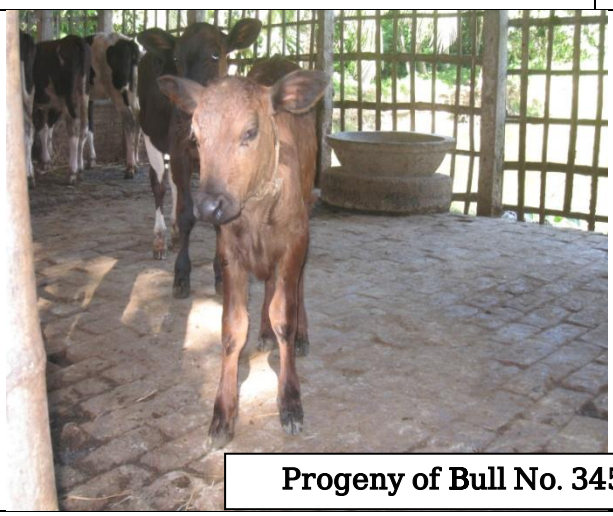

Progeny of Bull No. 345 (L) and Bull No. 850 (R)

ঘ) ষাঁড় বাছুরের খাদ্য সরবরাহঃ

প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/ক্রয়কৃত ষাঁড় বাছুরসমূহ কেন্দ্রীয় গো-প্রজজন ও দুগ্ধ খামারে প্রতিপালন করা হয়েছে। এ সকল ষাঁড়ের খাদ্য ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে ৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ক্রয় কৃত ষাঁড় বাছুরসমূহ প্রতিপালনের জন্য খাদ্য ক্রয় করা হয়েছে মোট ৪৬.৯৩১ লক্ষ টাকার। প্রকল্প হতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গো-প্রজজন ও দুগ্ধ খামারের উপ-পরিচালক বরাবর ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয় করে ব্যয়ের হিসাব প্রকল্প অফিসে দাখিল করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে ঐ সকল ষাঁড়কে কেন্দ্রীয় গো-প্রজজন ও দুগ্ধ খামারের রাজস্ব বাজেট হতেই খাবার প্রদান করা হচ্ছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে জানা গেছে।।

ঙ) কৃষক ইনটেনসিভঃ

প্রকল্পের আওতায় খামারী প্রতি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা হারে ৪০০০জন খামারীকে তাদের খামার ব্যবস্থাপনার জন্য অনুদান প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ইনসেনটিভ প্রদানের নীতিমালার আলোকে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত এবং গাভীতে Candidate Bull এর সিমেন ব্যবহার করতে দেয়া হবে এমন খামারীদের মধ্য হতে ইনসেনটিভ প্রদানের জন্য খামারী নির্বাচন করা হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। তবে ইনসেনটিভ হিসেবে ২০০০/- টাকা খুবই অপ্রতুল বলে খামারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

চ) ঔষধ/ভিটামিন/ভ্যাকসিন/কৃষক ইনটেনসিভঃ

প্রকল্পের আওতায় সংযোগ খামারীদের গাভী, বকনা, ষাঁড় বাছুরের যথাযথ বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিরাময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঔষধ, ভিটামিন, কৃমিনাশক, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় গো-প্রজজন ও দুগ্ধ খামারে রক্ষিত ষাঁড় বাছুর ও ক্যান্ডিডেট বুলের প্রয়োজনানুসারে এ সকল ঔষধ, ভিটামিন, কৃমিনাশক, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প অফিস পরিদর্শনকালে ক্রয় পদ্ধতির পরিক্ষান্তে দেখা যায়, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে এ সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে খামারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, সংযোগ খামারীগণ প্রকল্প হতে অন্ততঃ একবার করে ঔষধ, ভিটামিন, কৃমিনাশক, ভিটামিন-মিনারেল ইত্যাদি পেয়েছেন। তবে এটিও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বলে খামারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায়, অধিকাংশ খামারীর গাভীর সংখ্যা ৪-৫টি বা তারও অধিক। সে হিসেবে প্রকল্প হতে প্রদত্ত ঔষধ অপ্রতুল হলেও প্রকৃত অর্থে তাঁরা এর উপরে খুব একটা নির্ভরশীল নন। নিজ উদ্যোগেই তাঁরা খামারের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, কৃমিনাশক ইত্যাদি ক্রয় করে থাকেন। এ খাতেরও আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ছ) কনসালটেন্সি ব্যয়ঃ

আলোচ্য প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য Proven Bull ঘোষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণ। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, আকাঙ্খিত জীনের আধিক্য সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত মেটিং প্ল্যান তৈরী করা সর্বোপরি কৌলিক উন্নয়ন নির্ণয় করার জন্য প্রকল্পের আওতায় একজন স্থানীয় ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মোট ৪০০ কর্মদিবসের (Man-day) জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হলেও পরামর্শক-এর প্রকৃত কর্মদিবস ৩৭৯ দিন। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ইতোমধ্যে একটি Proven Bull ঘোষণা হয়েছে। তবে প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে পরামর্শক নিয়োজিত না থাকায় ২০১৪ এবং পরবর্তী বছরগুলোতে Proven Bull ঘোষণায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। অনুমোদিত ডিপিপিতে পরামর্শক খাতের মোট বরাদ্দ ছিল ১০.৯০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১০.৭৮ লক্ষ টাকা। এ খাতের ভৌত অগ্রগতি ৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

জ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কোন নতুন যানবাহন ক্রয় করা হয়নি; প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ে ব্যবহৃত জিপ এবং ২৩টি মটর সাইকেল, কম্পিউটার, ক্রয়কৃত বিভিন্ন নতুন ও পুরাতন যন্ত্রপাতি, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ৩৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্প মেয়াদে এ উপখাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৩২.৯৯৪ লক্ষ টাকা (১০০%)। যানবাহন ও যন্ত্রপাতিসমূহ পুরাতন হওয়ায় মেরামত খাতের পুরো অর্থই ব্যয় হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে মেরামত খাতে অর্থের অভাবে প্রকল্প পরিচালনায় বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ঝ) আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ঃ

প্রকল্পের আওতায় মূলধন খাতে ৩০টি বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ১.৮৫ লক্ষ টাকা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৩.৫০ লক্ষ টাকা, প্রকল্প অফিসে ব্যবহার ও সংযোগ খামারীদের প্রদানের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য মোট ৮০.৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এর মধ্যে RFQ পদ্ধতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, সরঞ্জামাদি এবং OTM পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রায়োক্যানসমূহ ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলধন খাতে ৩টি টেলিফোন সংযোগের সংস্থান থাকলেও সংযোগ নেয়া হয়েছে ২টি। মূলতঃ মূলধন খাতের আওতায় সকল আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের সংস্থান ছিল। এ জন্য অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ ছিল মোট ৮৬.৬৮ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে মোট ৮৫.৩৯৭ লক্ষ টাকা। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯%।

১২.২ সার্বিক বিশ্লেষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী প্রকল্প। উন্নত জাতের গাভী হতে প্রাপ্ত বাচ্চা ষাঁড়কে Candidate Bull হিসেবে নির্বাচন, Candidate Bull এর সিমেন দ্বারা মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন করানো, কৃত্রিম প্রজজনের পর জন্ম নেয়া বকনা বাছুর এর Heat-এ আসা, উক্ত বকনার পুনরায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বাছুর জন্মের পর তার মায়ের (গাভীর) প্রথম ১০০ দিনের দুধ উৎপাদনের রেকর্ড নেয়া-এ সকল কার্যক্রম একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য (Superior Proven Bull Production) অর্জনের জন্য যে সকল Candidate Bull সংগ্রহ করা হয়েছে, প্রকল্প মেয়াদ শেষ হলেও অদ্যবধি তার একটিও Superior Proven Bull হিসেবে ঘোষনা করা সম্ভব হয়নি। এ সকল Candidate Bull এর মধ্যে ৬টি ২০১৪ সালে, ১২টি ২০১৫ সালে, ৮টি ২০১৫-২০১৬ সালে, ৮টি ২০১৬ সালে এবং ১টি ২০১৭ সালে Superior Proven Bull হিসেবে ঘোষনা করা হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো যথাযথভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ। ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ, Candidate Bull নির্বাচন এবং তা হতে সংগৃহীত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের পর জন্ম নেয়া কিছু বকনা বাছুরের তথ্য জানা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা প্রজজনক্ষম হয়ে ওঠেনি। ফলে প্রকল্পটির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখনও অর্জিত হয়নি। এমতাবস্থায়, জুন ২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত করা কোন ক্রমেই যৌক্তিক হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মেয়াদ ৫বছর নির্ধারণ তাই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অদূরদর্শীতারই নামান্তর।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	আইএমইডি'র মতামত
১) সুপিরিয়র প্রুভেন ষাঁড় (Bull) উৎপাদন;	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৪০টি ক্যান্ডিডেট বুল নির্বাচন করা হয়েছে। চূড়ান্তভাবে মূল্যায়নের জন্য এ সকল বুল হতে ৫টি দেশী-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের বুলের কন্যার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। মূল্যায়নকৃত এ সকল বুলকে প্রজেনি টেস্টেড বুল বা প্রুভেন বুল বলে। JR-01 বুলটিকে মূল্যায়নপূর্বক র‍্যাংকিং করে প্রুভেন বুল হিসেবে ঘোষণা করা হয়।	প্রকৃতপক্ষে চলতি প্রকল্পে অর্থাৎ প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ে সংগৃহীত ৬২টি Bull Calf হতে চূড়ান্তভাবে ৪০টি Candidate Bull নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে ৩৫টি জীবিত/চূড়ান্তভাবে Proven Bull হিসেবে ঘোষণার অপেক্ষাধীন রয়েছে। এ সকল Candidate Bull এর ৬টি হতে ২০১৪ সালে, ১২টি হতে ২০১৫ সালে, ৮টি হতে ২০১৫-২০১৬ সালে, ৮টি হতে ২০১৬ সালে এবং ১টি হতে ২০১৭ সালে Proven Bull ঘোষনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৩ সালে ঘোষিত Proven Bull টি (JR-01) প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ধারাবাহিকতা হতে নেয়া হলেও মাঠ পর্যায়ে গবেষণার কার্যক্রম শেষ হয়েছে প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ে।

২) দেশীয় জাতের গবাদি পশুর জীন সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;	বাংলাদেশ লাইভষ্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট (BLRI) এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU) রেড চিটাগাং এবং পাবনা জাতের গরুর জীন সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে । ভূলবশতঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হতে এই উদ্দেশ্যটি বাদ দেয়া হয়নি।	**প্রযোজ্য নহে।**
পরিকল্পিত	**অর্জিত**	**আইএমইডি'র মতামত**
৩) প্রুভেন ষাঁড় উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্বাচিত কন্ট্রাক্ট খামারীদের সংগঠিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	৪৩৭৫ জন সংযোগ খামারীকে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডেইরি খামার পরিচালনার আধুনিক কলা-কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৪০০০ জন খামারীকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তাদের বাছুর লালন-পালনের জন্য এবং ভবিষ্যতে প্রুভেন বুল তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদানের জন্য ইনসেনটিভ প্রদান করা হয়।	মোট ৫,৫৫৫ জনকে (কর্মকর্তা ৩৬১জন, কর্মচারী ১৯৪জন এবং সংযোগ চাষী ৫,০০০জন) প্রদানের জন্য ডিপিপির সংস্থান থাকলেও প্রশিক্ষণ খাতের বাজেট স্বল্পতার ৬২৫জন সংযোগ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

১৪। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	ড.মোঃ সাহেব আলী	পূর্ণকালীন	--	০১/০৭/২০০৮	০৭/০৬/২০১০	
২।	মোঃ আবুল ফায়েজ	পূর্ণকালীন	--	০৮/০৬/২০১০	৩০/০৬/২০১৩	

১৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অন্য একটি সমস্যা ছিল প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত। আলোচ্য প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মোট ২৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে সরাসরি নিয়োগ এবং ২৩ জন ডাটা-কালেকটরকে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের আওতায় ২-৩টি উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি কৃত্রিম প্রজজন কেন্দ্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা থাকলেও প্রকল্পের মনিটরিং কাজে তাদের তেমন কোন সম্পৃক্ততা ছিল না মর্মে জানা গেছে। প্রকল্পের মনিটরিং কাজে জেলা কৃত্রিম প্রজজন কেন্দ্রে রাজস্ব খাতের জনবলের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

১৫.২ আলোচ্য প্রকল্পটির অন্যতম কার্যক্রম হলো খামারীদের নিকট হতে উন্নত জাতের ষাঁড় বাছুর (Bull Calf) সংগ্রহ করা, যা হতে পরবর্তী পর্যায়ে Candidate Bull এবং Proven Bull নির্বাচন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের Modality অনুসারে খামারীদের নিকট হতে চুক্তিনামার মাধ্যমে ষাঁড় বাছুর (Bull Calf) সংগ্রহ করা হয় এ শর্তে যে, নির্দিষ্ট কিছু টেস্টে/ট্রায়াল-এ (সংগৃহীত সিমেনের গুণগত মান) বাছুরটি টিকে গেলে তা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে এ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সর্বোর্চ ৭৫,০০০/- হারে মূল্য পরিশোধ করা হবে। পক্ষান্তরে, ষাঁড় বাছুরটি চূড়ান্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট কৃষক/খামার মালিককে ১০,০০০/-টাকা ইনসেনটিভসহ বাছুরটি ফেরত প্রদান করা হবে। কিন্তু অধিকাংশ খামারীই এ বিষয়টিতে আপত্তি করে বাছুরটি একেবারে কিনে নিতে বলেন। তাছাড়া, কোন ষাঁড় বাছুর Candidate Bull এর উপযুক্ত বিবেচিত না হলে খামারীগণ তা ফেরত নিতেও অনীহা প্রকাশ করেন। এমতাবস্থায়, Candidate Bull নির্বাচনের জন্য খামারীদের নিকট হতে একেবারে ষাঁড় বাছুর ক্রয় করা প্রয়োজন মর্মে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

১৫.৩ প্রকল্পটির বাস্তবায়নে খামারীদের যে ইনসেনটিভ এবং ঔষধ, কৃমিনাশক ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপর্যাপ্ত মর্মে খামারীদের নিকট হতে জানা গেছে। প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায় গ্রহণ করা হলে এ বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক।

১৬। সুপারিশমালাঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডি'র সুপারিশ নিম্নরূপঃ

১৬.১ আলোচ্য প্রকল্পটির সুফলভোগ তথা Candidate Bull সমূহকে Superior Proven Bull হিসেবে ঘোষণা করা এবং একই সাথে জাতীয় ভাবে সিমেনের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ৩০০টি Superior Proven Bull উৎপাদনের জন্য অবিলম্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য জনবলকে প্রয়োজনে বয়স শিথিল করে এ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী এ ধরণের প্রকল্পের মেয়াদ বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করা দরকার।

১৬.২ প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায় গ্রহণ করা হলে প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতির (কতটি উপজেলায়) ওপর নির্ভর করে ডাটা-কালেকটর এর সংখ্যা নির্ধারণ করা বাস্তবানুগ হবে। এছাড়া, ষাঁড় বাছুর সংগ্রহের মূল্য এবং সংযোগ চাষীদের জন্য ইনসেনটিভ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা বাস্তবানুগ হবে। অধিকন্তু, কৃষক/খামারীদের নিকট ভিটামিন-প্রিমিক্স, কৃমির ঔষধ ইত্যাদির সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬.৩ প্রকল্পটির মনিটরিং কাজে প্রকল্পের জনবলের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কৃত্রিম প্রজজন কেন্দ্রসমূহের রাজস্ব খাতের জনবলের সম্পৃক্ততা বাড়ানো প্রয়োজন।

১৬.৪ উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

"এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স (২য় পর্যায়)"

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

০১। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

০২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

০৩। **প্রকল্পের অবস্থান** : সমগ্র বাংলাদেশ

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের (%)
মূল মোট টাকা প্রকল্প সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রকল্প সাঃ	মোট টাকা প্রকল্প সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৪০০.০০ ২১০০.০০ ১৩৩০০.০০	১০৮৯৭.৩১ ১১৯৮.০০ ৯৬৯৯.৩১	৯৭৭৫.৫৭ ৮৪৫.০৬ ৮৬৩০.৫১	মার্চ, ২০০৭ হতে জুন, ১১	মার্চ, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩	মার্চ, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩	-	২বছর (৫০%)

০৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** জিওবি ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি: পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত।**

০৭। **কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পরীক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

০৮। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্যে ও মূল কার্যক্রমঃ**

৮.১ এভিয়ান ইনফ্লুয়েনঞ্জা হাঁস-মুরগী ও মানুষে সংক্রমণযোগ্য একটি মারাত্মক রোগ। ২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৬০টিরও অধিক দেশে এ রোগের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী আতংক সৃষ্টি হয় । এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ হাঁস-মুরগী এ রোগে আক্রন্ত হয়ে মারা গেছে বা মেরে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু বিদেশ থেকে মুরগীর বাচ্চা ও খাদ্য সামগ্রী আমদানী করা হয় সেহেতু আমাদের দেশেও এ রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পোল্ট্রি সম্পদ দেশের পুষ্টি অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এ সম্পদকে ভয়াবহ এভিয়ান ইনফ্লুয়েনঞ্জা রোগ হতে রক্ষার জন্য রোগসনাক্তকরণ এবং রোগের বিস্তার রোধে পূর্ণপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। দেশের প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান এবং কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্পকে এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৮.২ **উদ্দেশ্যেঃ**

(ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েনঞ্জা রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ, প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) রোগের উপস্থিতি নির্ণয়, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং ভাইরাস নিয়ে গবেষণা জোরদারকরণ;

(গ) পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতিতে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং

(ঘ) পোল্ট্রি রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আতংকিত ভাব কমিয়ে আনা।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৯/০৩/২০০৭ তারিখে ১৫৪০০.০০ লক্ষ টাক ব্যয়ে মার্চ,২০০৭ থেকে জুন,২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম, মেরামত ও সংস্কার, জেনারেটর ও ইনসেনেরেটর কক্ষ নির্মাণ, ক্ষতিপূরণ খাতে ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি, চট্টগ্রাম এফডিআইএল নির্মাণ ও দুইটি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়, প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১১/০৩/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। সংশোধন অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ১০৮৯৭.৩১ লক্ষ

টাকা এবং বাস্তবায়নকাল মার্চ, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৩। ০১/০৪/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়।

১০। ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অর্থ অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০০৭-০৮	৫০২.৩৬	১৮৪.৬৪	৩২০.৭২	৭০৫.০০	২৫০.০০	৪৫৫.০০	১২১.৬৪	৪৪২.৩৬	১২১.৬৪	৩২০.৭২
২০০৮-০৯	৬০৬.৩৫	৮১.৫৮	৫২৪.৭৭	১০০৫.০০	২২.০০	৯৮৩.০০	২১.৫৮	৫৩৯.৬৮	২১.৫৮	৫১৮.১০
২০০৯-১০	৭৭০.৪৩	৫৭.৭৯	৭১২.৬৪	১৪০০.০০	৫৮.০০	১৩৪২.০০	৫৭.৭৯	৯৮২.০৪	৫৭.৭৯	৯২৪.২৫
২০১০-১১	২১৬৪.৯০	১৮৪.৮৪	১৯৮০.০৬	২২০২.০০	১৯৬.০০	২০০৬.০০	১৮৪.৮৪	২৭২৩.৯৪	১৮৪.৮৪	১৯০৯.২৮
২০১১-১২	৪৭২৬.৪৪	৪৩৩.০০	৪২৯৩.৪৪	২৮৬৪.০০	৪১৬.০০	২৪৪৮.০০	৪১৫.৮০	২৪৪২.৩০	৪১৫.৮০	২৩৪৮.১৪
২০১২-১৩	২১২৬.৮৩	২৫৯.১৫	১৮৬৭.৬৮	২৭৮৪.০০	৮৪.০০	২৭০০.০০	৬৩.০০	২৬৯৩.৪৩	৪৩.৪১	২৬১০.০২
সর্বমোট	**১০৮৯৭.৩১**	**১১৯৮.০০**	**৯৬৯৯.৩১**	**১০৯৬০.০০**	**১০২৬.০০**	**৯৯৩৪.০০**	**৮৬৪.৬৫**	**৯৪৭৫.৫৭**	**৮৪৫.০৬**	**৮৬৩০.৫১**

- **জিওবি ইনকাইন্ড এর ৩০০.০০ লক্ষ টাকা যেহেতু নগদ অর্থে নয় তাই এখানে দেখানে হয়নি। অব্যয়িত অর্থ যথাযথ ভাবে সরকারী কোষাগারে ফেরত প্রদান করা হয়েছে মর্মে নথিপত্র বিশ্লেষণে জানা যায়।**

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনঃ	কর্মকর্তার নাম, পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১.	ডা. মোঃ ইব্রাহিম হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	পূর্ণকালীণ	১০/০৬/০৭ হতে ০১/১০/০৯
২.	ডা. এস.এম নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক	পূর্ণকালীণ	০১/১০/০৯ হতে ১২/০৯/১২
৩.	ডা. এ.কে.এম আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক	পূর্ণকালীণ	১২/০৯/১২ হতে ৩০/০৬/১৩

১২। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০/১১/২০১৪ তারিখে গাজীপুর জেলায় ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সাভার এবং ২১/১১/২০১৪ তারিখ যশোহর জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন।

১৩। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ**

১৩.১। **এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত খামার পরিদর্শনঃ** পরিদর্শনকালে গাজীপুর জেলায় জনাব মোকছেদ আলী ভূঁইয়ার মরিয়ম পোল্ট্রি ফার্ম পরিদর্শন করা হয়। ২০০৭ সালে এ খামারে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্ত করা হয় এবং ২১০০ মুরগী ধ্বংস করা হয়। তিনি এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এই ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে তিনি পরবর্তীতে আবার পোল্ট্রি ফার্মের কাজ শুরু করেন। বর্তমানে এ খামারে ৩৪০০টি মুরগী রয়েছে।

১৩.২। **বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরির উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনঃ** পরিদর্শনকালে বিএলআরআই এর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রেফারেন্স ল্যাবটেরিটি পরিদর্শন করা হয়। এ ল্যাবের অবকাঠামো নির্মাণ, ইকুইপমেন্ট ও রিএজেন্ট এ প্রকল্প হতে সরবরাহ করা হয়েছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এর ফাইনাল ডায়াগনোসিস এবং এর রেকর্ড সংরক্ষণ এ ল্যাবরেটরিতে করা হয়। এ ল্যাবরেটরি হতে, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার ভ্যাকসিন তৈরির জন্য এন্টিজেন সরবরাহসহ ডিএলএস এর অধীন অন্যান্য ল্যাবরেটরির প্রয়োজনীয় সার্পোট দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরির পরিচালক ল্যাবরেটরিটিকে বিশ্বমানের Bio-Safety Level (II) Standard Certified বলে জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, এখানে কর্মরত জনবলের চাকুরী বদলীযোগ্য এবং পদোন্নতির সুযোগ কম থাকায় তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযুক্ত করার পরে তারা অন্যত্র বদলী হয়ে যান ফলে এ ল্যাবরেটরিতে কাজ করার মত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে।

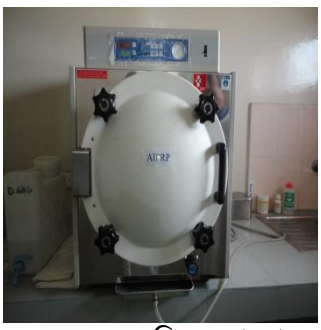

চিত্র-১, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা কেন্দ্রে (বিএলআরআই) সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি।

১৩.৩। **আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র যশোর পরিদর্শনঃ** যশোরে নবনির্মিত আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। কেন্দ্রটিতে কিছু আসবাবপত্র থাকলেও কোন ল্যাব ইকুইপমেন্ট, ইনসিনারেটর এবং জেনারেটর নেই। জানা যায়, এগুলো ক্রয়ের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া চলমান থাকতেই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর রাখার জন্য কোন জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ নেই। বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

এফডিআইএলটি যশোর কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের আওতাভুক্ত জায়গাতে নির্মিত। এই দ্বিতল ভবনটির পিছনের কিছু জায়গা বেদখল হয়ে গিয়েছিল যা পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার হলেও বরাদ্দ না থাকায় বাউন্ডারি ওয়াল করা যায় নাই। ফলে এ মূল্যবান জায়গা পুনরায় বেদখল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবনটির সংলগ্ন কিছু নীচু জায়গা থাকায় সেখানে পানি জমে থাকায় একদিকে যেমন সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে মশা-মাছির উপদ্রব দেখা দিয়েছে।

চিত্র-২, এফডিআইএল, যশোর এবং এর পিছনের বাউন্ডারি বিহীন খালি জায়গা।

চিত্র-৩, এফডিআইএল, যশোর এর অভ্যন্তরে নিঁচু জায়গায় জমে থাকা পানি।

১৩.৪। **প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্তকাজ পরিদর্শনঃ** যশোর আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ের চতুর্থ তলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ, দুইটি আবাসিক কক্ষ এবং টয়লেট সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ভবনটির একতলা হতে চতুর্থ তলা পর্যন্ত টাইলস এর কাজও প্রকল্পের আওতায় করা হয়।

চিত্র-৪, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত যশোর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং আরএফএলডিতে সরবরাহকৃত গাড়ি।

১৩.৫। **Live Bird Market, Demonstration Farm এবং Adaptor Farm পরিদর্শনঃ** যশোর শহরে সরকারী সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী Live Bird Market পরিদর্শন করা হয়। মার্কেটটির ছাদ টিনের, দেয়াল পাকা এবং মেঝে টাইলস নির্মিত । এখানে মুরগী পালন, ড্রেসিং ও বিক্রয়ের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ রয়েছে। প্রকল্প চলাকালে নির্ধারিত কক্ষ Maintain করেই Live Bird ক্রয়-বিক্রয় হলেও প্রকল্প সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রায় সকল কক্ষেই মুরগীর ড্রেসিং ও বিক্রয় চলছে। ফলে Hygiene Maintain এবং Contamination রোধ এর যে উদ্দেশ্যে এই মডেলটি তৈরী করা হয়েছিল তা ব্যহত হচ্ছে।

এ মার্কেটে Demonstration Farm *(যে সকল ফার্মে বায়োসিকিউরিটি বজায় রেখে কিভাবে মুরগী পালন করা যায় তা প্রদর্শণ করা হবে)* এবং Adaptor Farm (*Demonstration Farm দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল ফার্মে বায়োসিকিউরিটি বজায় রাখার পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে)* হতে মুরগী সরবরাহের জন্য ইঞ্জিন চালিত ডেলিভারি ভ্যানের ব্যবস্থাও আলোচ্য প্রকল্প হতে করা হয়েছে। Transporter, Dresser, Seller, Demonstration এবং Adaptor খামারীগণ এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

পরবর্তীতে Demonstration Farm-মালিহা এ্যাগ্রো ফার্ম এবং Adaptor Farm-অনুপ পোল্ট্রি ফার্ম পরিদর্শন করা হয়। Demonstration Farm-এ অফিস, পোশাক পরিবর্তন কক্ষ, ফুট বাথ, পোল্ট্রি সেড, ফেন্সিং, বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং পানির ট্যাংক প্রকল্প হতে তৈরী করে দেয়া হয়েছে। Adaptor Farm-এ অফিস, পোশাক পরিবর্তন কক্ষ, ড্রেন, পোল্ট্রি সেড ও ফেন্সিং প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে।

চিত্র-৫, লাইভ বার্ড মার্কেট, যশোর এবং মার্কেটে মুরগী পরিবহণের জন্য ক্রয়কৃত ভ্যান।

চিত্র-৫, ডেমোনেস্ট্রেশন ফার্ম (মালিহা এ্যাগ্রো ফার্ম)

চিত্র-৬, এডাপটার ফার্ম (অনুপ পোল্ট্রি ফার্ম)।

১৪। **ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্তঃ** বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর হতে প্রকল্পটির এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন কোন ইস্যু নেই। তবে, কিছু কিছু প্যাকেজের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক হতে Misprocurement এর অভিযোগ আনা হয়েছে। ৬ আগষ্ট,২০১৩ তারিখে নিম্নবর্ণিত তিনটি Contract-এর বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং এ বাবদ ব্যয়কৃত ৩০৫,১৩৪ ইউএস ডলার Refund করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী উক্ত অর্থ বিশ্বব্যাংকের অনুকূলে Refund করা হয়। উক্ত অর্থ ফেরত পাবার পর বিশ্বব্যাংক প্রকল্প সহায়তা হতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে ১লা জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের অনুকূলে Closure Letter ইস্যু করে।

S.L	Contract reference Number	Description	Contract Amount (BDT)
01.	G8.4; Date: October 10, 2010	Procurement of computers and accessories	6,490,000
02.	W5; Date: November 2, 2010	Repairs, renovation and extension of PCU building	4,278,118
03.	W7; Date: July 12, 2011	Construction of 2 stiried Field Disease Investigation Laboratory (FDIL) building.	13,017,091
		Total Amount (BDT)	**23,785,209**
		Total in equivalent USS (1 US$ = BDT 77.95) (as of July 30, 2013)	**305,134**
		Cancel Amount in equivalent US$	**305,134**

২৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে পুনরায় বিশ্বব্যাংক হতে নিম্নবর্ণিত Contract সমূহে Misprocurement এর অভিযোগ আনা হয় এবং এ বাবদ ব্যয়কৃত ৩৫৫,৯১৯.৩৯ ইউএস ডলার Refund করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

S.L	Contract reference Number	Description	Contract Amount (BDT)
01.	W11.4(a); Date: August 13, 2012	Construction/reconstruction/repair of Live Bird Market at Tungipara, Gopalgonj District	6,58,106.95
02.	W12; Date: August 8, 2012	Construction of Two Storied Field Disease Investigation Laboratory building in Chittagong	13,695,298.12
03.	G2; Date: January 10, 2012	Procurement of Disinfectant	4,995,936.00
04.	G24.4.1;Date:March 22, 2012	Procurement of Surveillance Reporting Forms for Field Offices	2,028,950.00
05.	G37; May 16, 2012	Procurement of Furniture	299,825.00
		Total Amount (BDT)	**27,605,116.07**
		Total in equivalent USS (1 US$ = BDT 77.95) (as of July 30, 2013)	**355,919.39**

১৫. প্রকল্পের মুল কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবঃ

১৫.১ সর্ভিলেন্স কার্যক্রম:

সর্ভিলেন্স কার্যক্রমের আওতায় ১০০৫ জন A.I.W এবং ৬৪ জন A.V.S ৩০৬ টি উপজেলায় নিয়োজিত ছিলেন। কোথাও কোন পাখির অস্বাভাবিক মৃত্যু দেখা দিলে A.I.W গণ সাথে সাথে S.M.S Gate Ways এর মাধ্যমে সংবাদ প্রদান করতেন। এ সংবাদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ রোগ শনাক্তকরণ থেকে মুরগী নিধন ও সেফ ডিসপোজালের ব্যবস্থা পর্যন্ত দ্রুততার সাথে কাজ করতেন। এই সিস্টেম চালুর পূর্বে যেখানে রোগের তথ্য প্রাপ্তির পর থেকে মুরগী নিধন পর্যন্ত সময় লাগত ৪ দিন সেখানে এই ৫-সিস্টেম চালুর পরে এ সময় লেগেছে গড়ে মাত্র ১দিন। ৪.

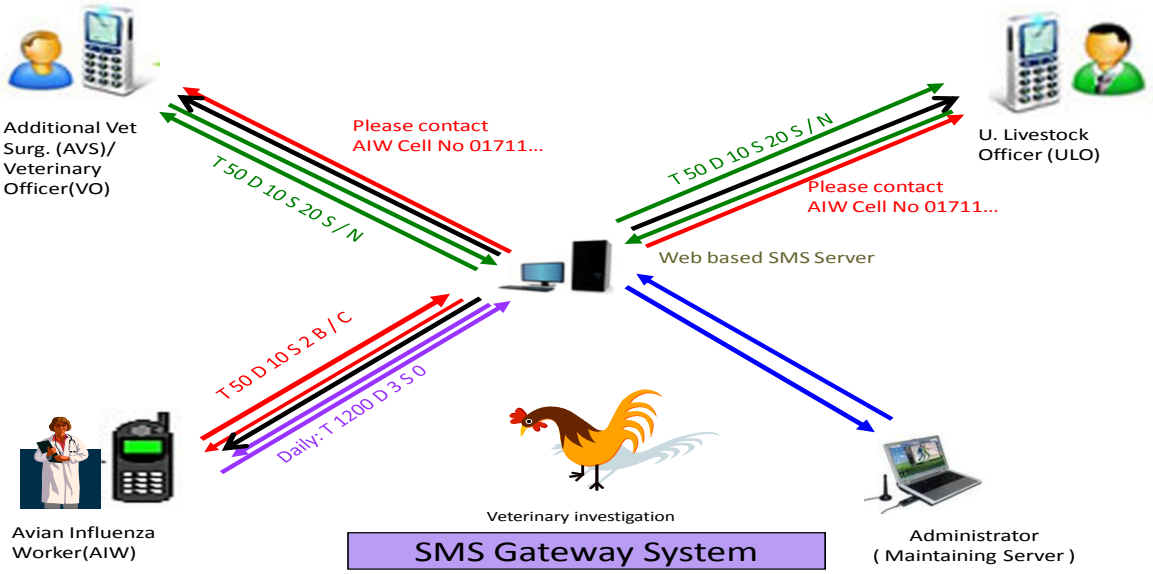

১৫.২ **প্রচার কার্যক্রমঃ:**

জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন প্রদান, TV Scroll তৈরী করে টিভিতে প্রচার, অডিও-ভিডিও সিডি তৈরী করে জেলা উপজেলায় সরবরাহ, জনবহুল স্থান সমূহে বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট পোস্টার হ্যান্ডবিল বিতরণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

চিত্র-৭, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বিলবোর্ড এবং পোস্টার।

১৫.৩ **প্রশিক্ষণ ও স্টাডি ট্যুর:**

লিডফার্মার, বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী, নিউজ রির্পোটার, মসজিদের ইমাম, চৌকিদার,দফাদার, স্কুলের ছাত্র শিক্ষক, মুরগী ও মুরগীজাত দ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেকে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিষয়ে অবহিত

করণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় । ওয়ার্কশপে ৪৪১৬৫ জন এবং প্রশিক্ষণে ১৭২৯০ জন অংশগ্রহণ করেণ। এছাড়া, নাইজেরিয়া, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডের চারটি ব্যাচে ১৯ (উনিশ) জনের বৈদেশিক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫.৪ **বিভিন্ন পর্যায়ের ল্যাব রিপেয়ার এন্ড রেনোভেশন এবং নতুন ল্যাব স্থাপন:**

বিএলআরআইতে ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপন (বায়োসেফটি লেভেল-২ প্লাস) ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। যার ফলে বিএলআরআইতে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নির্ণয়ের সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা (PCR RTPCR ও Gene Sequencing) করা সম্ভব হয়েছে। ৭টি এফডিআইএলকে রিপেয়ার ও রেনোভেশন এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ অন্যান্য সকল প্রাণির রোগ ব্যাধি নির্ণয় ও রির্পোট প্রদানে ল্যাবগুলি সক্ষমতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, যশোর এবং চট্রগ্রাম অঞ্চলে এফডিআইএল না থাকায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লিখিত জায়গায় ০২টি নতুন ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.৫ **পোল্ট্রি মার্কেট চেইন বায়োসিকিউরিটি (PMCB):**

রোগ বিস্তার রোধকল্পে মুরগী ও ডিম উৎপাদনকারী খামার এবং পোল্ট্রি ট্রেডের বিভিন্ন পর্যায়ে ও জীবিত মুরগীর বাজারের (LBM) জৈবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রকল্পে পোল্ট্রি মার্কেট চেইন বায়োসিকিউরিটি (PMCB) অংগ সংযোজন করা হয়েছিল। এর আওতায় পাইলট প্রোগ্রাম হিসেবে ৯টি জেলাতে ৯টি লাইভ বার্ড মার্কেট নির্মাণ, প্রতিটির সাথে ২টি করে প্রদর্শনী ফার্ম এবং ১০টি করে এডাপ্টার ফার্ম ডেভেলপ করা হয়েছে। এ সমস্ত খামারের বায়োসিকিউরিটি, ম্যানেজমেন্ট, ফিডিং সিস্টেম ও ওয়েস্ট ডিসপোজাল সিস্টেম উন্নততর করা হয়। উন্নত বায়োসিকিউরিটি সম্পন্ন এসব প্রদর্শনী খামারের ম্যানেজমেন্ট ও ফিডিং সিস্টেম দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এডাপ্টার খামারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরো অধিক সংখ্যক খামার এরুপ বায়োসিকিউরিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এসব খামারগুলি থেকে তাদের উৎপাদিত মুরগী ও ডিম নিজস্ব ভ্যানে করে ঐ নির্দিষ্ট মার্কেটে বাজার জাত করা হয়। ফলে জীবিত মুরগীর বাজার গুলো (LBM) থেকে রোগ জীবানু বিস্তার কমে গেছে এবং সারাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে ।

১৫.৬ **ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের ক্ষতিপুরণ প্রদান:**

এ প্রকল্পে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারীদের ক্ষতিপুরণ প্রদানের ব্যবস্থা ছিল । এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিস্তার রোধকল্পে রোগ সনাক্তকরণের সাথে সাথে সেই খামারের সকল মুরগী, ডিম, অবশিষ্ট খাবার ইত্যাদি নিধন করা হতো এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ করা হয়। সে উদ্দেশ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের একটা গাইডলাইনও তৈরী করা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে এই ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করা হয়। এই সকল কার্যক্রমের ফলে ঐ খামারের রোগ জীবাণু ঐ খামারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত অধিকাংশ খামারী নতুন উদ্যমে মুরগী পালন অব্যহত রাখেন। ।

জীবন্ত মুরগীর বাজার সহ পোল্ট্রির অন্যান্য ট্রেডিং এ বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থা, জীবানুনাশক ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থা ইত্যাদি জোরদার করার মাধ্যমে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার বহুলাংশে বন্ধ হয়েছে এবং এ রোগের অযথা আতংক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যার কারণে ২০০৭ সালে ৬৯টি, ২য় বছরে ২২৬টি HPAI আউটব্রেকের তুলনায় ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, অর্থবছরে ধীরে ধীরে প্রাদুর্ভাবের মাত্রা কমে যায় এবং ২০১৪-তে মাত্র ২টি আউটব্রেক হয়।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত		উদ্দেশ্য অর্জন
(ক)	এভিয়েন ইনফ্লুয়েনঞ্জা রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ, প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ এবং রোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;	অনুচ্ছেদ ১৫ তে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাব হতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য সন্তোষজনক পর্যায় অর্জিত হয়েছে
(খ)	রোগের উপস্থিতি নির্ণয়, সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়, ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং ভাইরাস নিয়ে গবেষণা জোরদারকণ;	
(গ)	পোল্ট্রি উৎপাদন ও বিপণন পদ্ধতিতে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নতকরণ এবং	
(ঘ)	পোল্ট্রি রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ রোগ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আতংকিতভাব কমিয়ে আনা।	

১৭। **<u>উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে তবে কিছু বাস্তবায়ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে যা অনুচ্ছেদ ১৮-তে উল্লেখ করা হলো।

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৮.১। যশোরে নবনির্মিত আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্রটিতে কিছু আসবাবপত্র থাকলেও কোন ল্যাব ইকুইপমেন্ট, ইনসিনারেটর এবং জেনারেটর নেই। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যকর রাখার জন্য কোন জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ নেই। বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এই দ্বিতীয়তল ভবনটির পিছনের কিছু জায়গায় বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় এ মূল্যবান জায়গা বেদখল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবনটির সংলগ্ন কিছু নিঁচু জায়গা রয়েছে সেখানে পানি জমে থাকায় একদিকে যেমন সৌন্দর্য্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে মশা-মাছির উপদ্রব দেখা দিয়েছে;

১৮.২। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রেফারেন্স ল্যাবরেটরি, সাভারে কর্মরত জনবলের চাকুরী বদলীযোগ্য হওয়ায় এবং পদোন্নতির সুযোগ কম থাকায় তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের উপযুক্ত করার পরে তারা অন্যত্র বদলী হয়ে যান ফলে এ ল্যাবরেটরিতে কাজ করার মত দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে;

১৮.৩। প্রকল্পের আওতায় Live Bird Market এ Live Bird পালন, ড্রেসিং এবং সরবরাহের জন্য নির্ধারিত কক্ষের ব্যবস্থা করা হলেও প্রকল্প সমপ্তির পর বর্তমানে প্রায় সকল কক্ষেই মুরগীর ড্রেসিং ও বিক্রয় চলছে। ফলে Hygiene Maintain এবং Pathogenic Contamination রোধ এর যে উদ্দেশ্যে নিয়ে এই মডেলটি তৈরী করা হয়েছিল তা ব্যাহত হচ্ছে; এবং

১৮.৪। আলোচ্য প্রকল্পে দুই বার বিশ্বব্যাংক কর্তৃক Misprocurement এর অভিযোগ আনা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন ক্রয় কার্যক্রমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব প্রতীয়মান হয়, অন্যদিকে বারংবার অভিযোগ উত্থাপনের ফলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সংগে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

১৯। **<u>সুপারিশঃ</u>**

১৯.১। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জনবল ও আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে যশোর এফডিআইএলকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং ভূমি উন্নয়ন ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ;

১৯.২। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে যাদের পদায়ন করা হয় তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করার পর তাঁরা যেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কমপক্ষে ০৫ বছর) উক্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন তা নিশ্চিত করা আবশ্যক এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে জনবল তৈরির করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে ;

১৯.৩। Hygiene Maintain এবং Pathogenic Contamination রোধ এর যে উদ্দেশ্যে নিয়ে Live Bird Market মডেলটি তৈরী করা হয়েছিল তা যেন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মনিটরিং এবং উদ্বুদ্ধকরণ জোরদার করা সমীচীন হবে ; এবং

১৯.৪। বিশ্বব্যাংক আনীত Misprocurement এর অভিযোগ তদন্ত করে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে ।

ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর- ২০১২)

০১। প্রকল্পের নামঃ ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।

০২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

০৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

০৪। প্রকল্পের অবস্থানঃ ঝিনাইদহ জেলা।

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়ঃ

	আরম্ভ	**সমাপ্তি**
ক) মুল (অনুমোদিত):	জুলাই ২০০৬	জুন ২০০৯
খ) প্রথম সংশোধিতঃ	জুলাই ২০০৬	জুন ২০১১
গ) ২য় সংশোধিতঃ	জুলাই ২০০৬	ডিসেম্বর ২০১২
ঘ) সর্বশেষ সংশোধিতঃ	জুলাই ২০০৬	ডিসেম্বর ২০১২

০৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)**
মুল	**সর্বশেষ সংশোধিত**		**মুল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৭৪৭.৫০	৩৪৮৮.১৮	৩৪৭৪.৪৮	জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯	জুন ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১২	জুন ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০১২	৯৯.৬১%	১১৬%

০৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		**একক**	**প্রক্কলিত ব্যয়**	**আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা**		**প্রকৃত বাস্তবায়ন**	
				আর্থিক	**বাস্তব**	**আর্থিক (%)**	**বাস্তব (%)**
(১)		(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	রাজস্ব						
১।	বেতন ভাতা (১ জন কর্মকর্তা, ৪ জন কর্মচারী)	৫জন	২০.০০	২০.০০	৫জন	১৯.৯৯ (৯৯.৯৫%)	৫ জন (১০০%)
২।	টিএ/ডিএ	৪জন	৩.০০	৩.০০	৪জন	৩.০০ (১০০%)	৪ জন (১০০%)
৩।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ	২টি	৭.০০	৭.০০	২টি	৬.৫০ (৯২%)	২টি (১০০%)
৪।	কেমিক্যাল ও রি-এজেন্ট	থোক	২০.০০	২০.০০	থোক	২০.০০ (১০০%)	থোক
৫।	কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার ফি	থোক	৪০.০০	৪০.০০	থোক	৩৮.৬৭ (৯৬%)	থোক
৬।	বিবিধ (টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল, ইন্টারনেট বিল, জ্বালানী, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি)	থোক	৭৫.০০	৭৫.০০	থোক	৭৫.০০ (১০০%)	থোক
	উপমোট=	-	**১৬৫.০০**	**১৬৫.০০**	-	**১৬৩.০৩**	-
৭।	ভূমি অধিগ্রহণ	১০.১৭ একর	৮০.০০	৮০.০০	১০.১৭ একর	৮০.০০ (১০০%)	১০.১৭ একর (১০০%)
৮।	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৬০.০০	৬০.০০	থোক	৫৯.৩৫	থোক

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	প্রক্কলিত ব্যয়	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)		(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
						(৯৮%)	
	উপমোট =	-	১৪০.০০	১৪০.০০	-	১৩৯.৩৫	-
৯।	একাডেমিক ভবন	৬৯০০ বঃমিঃ	৯৬৬.০১	৯৬৬.০১	৬৯০০ বঃমিঃ	৯৬৫.৯৭ (৯৮%)	৬৯০০ বঃমিঃ (১০০%)
১০।	মসজিদ	২০০ বঃ মিঃ	২৩.৬৬	২৩.৬৬	২০০ বঃমিঃ	২৩.৬৫ (৯৯.৯৯%)	২০০ বঃমিঃ (১০০%)
১১।	ভেটেরিনারী হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী	২৫০ বঃমিঃ	৩৯.৭০	৩৯.৭০	২৫০ বঃমিঃ	৩৯.৬৮ (৯৯.৯৯%)	২৫০ বঃমিঃ (১০০%)
১২।	ক্যাফেটিরিয়া, শিক্ষক ডররিটরী এবং গেস্ট হাউজ	১৪০০ বঃমিঃ	১৭৭.৭৮	১৭৭.৭৮	১৪০০ বঃমিঃ	১৭৭.২৫ (৯৯.৯৯%)	১৪০০ বঃমিঃ (১০০%)
১৩।	গ্যারেজ	৩২০ বঃমিঃ	৪৫.২১	৪৫.২১	৩২০ বঃমিঃ	৪৫.২০ (৯৯.৯৯%)	৩২০ বঃমিঃ (১০০%)
১৪।	ছাত্র হোস্টেল	২৫৫০ বঃমিঃ	৩১৩.৭৪	৩১৩.৭৪	২৫৫০ বঃমিঃ	৩১৩.২৮ (৯৯.৯৯%)	২৫৫০ বঃমিঃ (১০০%)
১৫।	ছাত্রী হোস্টেল	১০০০ বঃমিঃ	১২৩.৬৮	১২৩.৬৮	১০০০ বঃমিঃ	১২৩.৬৭ (৯৯.৯৯%)	১০০০ বঃমিঃ (১০০%)
১৬।	ছাত্রী হোস্টেল সীমানা প্রাচীর	১৮৩ মিঃ	১৫.০০	১৫.০০	১৮৩ বঃমিঃ	১৪.৯৯ (৯৯.৯৯%)	১৮৩ বঃমিঃ ১০০%
১৭।	অধ্যক্ষের বাসভবন	৩০০ বঃমিঃ	৪৯.৪৯	৪৯.৪৯	৩০০ বঃমিঃ	৪৮.২০ (৯৯%)	৩০০ বঃমিঃ (১০০%)
১৮।	অধ্যক্ষের বাসভবনের সীমানা প্রাচীর	১০৭ রাঃমিঃ	৫.৮৫	৫.৮৫	১০৭ বঃমিঃ	৩.৯১ (৬৭%)	১০৭ বঃমিঃ (১০০%)
১৯।	শিক্ষকদের বাসভবন	৮৯৬ বঃমিঃ	১৫৯.৬৩	১৫৯.৬৩	৮৯৬ বঃ মিঃ	১৫৯.৬১ (৯৯.৯৯%)	৮৯৬ বঃমিঃ (১০০%)
২০।	৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের বাসভবন	৮৭৫ বঃমিঃ	১১৮.৪৬	১১৮.৪৬	৮৭৫ বঃমিঃ	১১৮.৪৬ (১০০%)	৮৭৫ বঃমিঃ (১০০%)
২১।	ফার্ম বিল্ডিং	৪৫০ বঃমিঃ	৫৬.২১	৫৬.২১	৪৫০ বঃমিঃ	৫৬.২০ (৯৯.৯৯%)	৪৫০ বঃমিঃ (১০০%)
২২।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, গেট, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সিস্টেম এবং অন্যান্য	থোক	৩৭২.৭৫	৩৭২.৭৫	থোক	৩৭০.৮৩ (৯৯%)	থোক
২৩।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ	থোক	৪৫.১১	৪৫.১১	থোক	৪৪.৫৬ (৯৯%)	থোক
২৪।	মাটি ভরাট এবং বৃক্ষ রোপণ	থোক	১৫.০০	১৫.০০	থোক	১৪.৯৫ (৯৯%)	থোক
২৫।	মসজিদের জন্য টয়লেট নির্মাণ	থোক	৫.০০	৫.০০	থোক	৪.৯৯ (৯৯.৯৯%)	থোক
২৬।	পোল্ট্রি ইউনিট স্থাপন	১৫০ বঃমিঃ	১৫.০০	১৫.০০	১৫০ বঃমিঃ	১৪.৯০ (৯৯.৯৯%)	১৫০ বঃমিঃ (১০০%)
২৭।	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	১টি	২০.০০	২০.০০	১টি	২০.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	প্রক্কলিত ব্যয়	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
(১)		(২)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৮।	খেলাধূলা সরঞ্জামাদি	থোক	৫.০০	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)	থোক
২৯।	মূল্য বৃদ্ধি	-	১.৫০	১.৫০	-	-	-
	মোট (নির্মাণ)		**২৫৭৩.৭৮**	**২৫৭৩.৭৮**	**-**	**২৫৬৫.৩১**	
৩০।	জীপ	১টি	৪৮.০	৪৮.০০	১টি	৪৮.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
৩১।	ডাবল কেবিন পিক-আপ ১টি	১টি	২২.০০	২২.০০	১টি	২২.০০ (১০০%)	১টি (১০০%)
৩২।	সোলার সিস্টেম	থোক	৪৯.০৭	৪৯.০৭	থোক	৪৮.৪৪ (৯৮%)	থোক
৩৩।	আসবাবপত্র(অধ্যক্ষ/প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর)	১সেট	২.০০	২.০০	১সেট	২.০০ (১০০%)	(১০০%)
৩৪।	আসবাবপত্র (শ্রেণী কক্ষ, ল্যাবরেটরী, ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল, মসজিদ ইত্যাদির জন্য)	থোক	৭০.০০	৭০.০০	থোক	৬৯.৯৯ (৯৯.৯৯%)	থোক
৩৫	কম্পিউটার (ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ)	১৫টি	১০.০০	১০.০০	১৫টি	১০.০০ (১০০%)	১৫টি (১০০%)
৩৬।	ফ্যাক্স	২টি	০.৮৩	০.৮৩	২টি	০.৮৩ (১০০%)	২টি (১০০%)
৩৭।	ফটোকপিয়ার	২টি	৪.০০	৪.০০	২টি	৩.৯৫ (৯৯.৯৯%)	২টি (১০০%)
৩৮।	টেলিফোন সংযোগ	১৮টি	১৩.০০	১৩.০০	১৮টি	১৩.০০ (১০০%)	১৮টি (১০০%)
৩৯।	ইন্টারনেট সংযোগ	১৪পিসি	১.৫০	১.৫০	১৪টি	১.৫০ (১০০%)	(১০০%)
৪০।	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	১২টি ল্যাব	২৯৯.০০	২৯৯.০০	১২টি ল্যাব	২৯৭.৬৯ (৯৯%)	
৪১।	ল্যাপটপ	১২টি	৮.০০	৮.০০	১২টি	৮.০০ (১০০%)	১২টি (১০০%)
৪২।	এসি, পিডি/প্রিন্সিপাল অফিসের জন্য	২টি	১.৫০	১.৫০	২টি	১.৫০ (১০০%)	২টি (১০০%)
৪৩।	লাইব্রেরী এসি স্থাপন	৫টি	৫.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০ (১০০%)	৫টি (১০০%)
৪৪।	আইপিএস	১সেট	০.৫০	০.৫০	১সেট	০.৫০ (১০০%)	১ সেট (১০০%)
৪৫।	অফিস রিনোভেশন, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, অস্থায়ী গ্যারেজ ইত্যাদি	থোক	১০.০০	১০.০০	থোক	৯.৫২ (৯৫%)	থোক
৪৬।	বই ক্রয় ও জার্নাল	থোক	৫০.০০	৫০.০০	থোক	৪৯.৮৪ (৯৯.৯৯%)	থোক
৪৭।	হোস্টেল ও গেস্ট হাউজের জন্য টেলিভিশন ও ক্রোকারিজ সামগ্রি ক্রয়	থোক	১৫.০০	১৫.০০	থোক	১৫.০০ (১০০%)	থোক
	উপমোট=		**৬০৯.৪০**	**৬০৯.৪০**		**৬০৬.৭৬**	
	মোট (মূলধন)=		**৩৩২৩.১৮**	**৩৩২৩.১৮**		**৩৩১১.৪২**	
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)=		**৩৪৮৮.১৮**	**৩৪৮৮.১৮**		**৩৪৭৪.৪৮**	

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

০৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৯.১। প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ

পশু সম্পদ খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারী খাতে ছোট আকারের অনেক ডেইরি ফার্ম স্থাপিত হচ্ছে। সরকারী পর্যায়েও পশুসম্পদ সেক্টরে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কাজের জন্য বিপুল সংখ্যক পশু চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী, ব্যাংক এবং এনজিও সমূহে পশু চিকিৎকের চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদা পূরণের জন্য দেশে এ সংক্রান্ত মাত্র ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, সিলেট, দিনাজপুর ও বরিশালে অবস্থিত। কিন্তু খুলনা বিভাগে কোন ভেটেরিনারি প্রতিষ্ঠান নেই। দেশের কৃষকদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, পশু সম্পদের জাত উন্নত, পশুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে খামার স্থাপন কার্যক্রমকে জোরদার ও গতিশীল করার জন্য দেশে দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে সমন্বিত ভেটেরিনারি সায়েন্স ওএ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ জেলায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়েছে।

৯.২.। **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী:**

১। ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রদান।
২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরী ।
৩। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯.৩। **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ১৭৪৭.৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২২-১০-২০০৬ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০১০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। মূল প্রকল্পটি প্রণয়নকালে নির্মাণ কাজে গণপূর্ত বিভাগের রেট শিডিউল ২০০৪ অনুসরণ করা হয়। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগের রেট শিডিউল ২০০৮ প্রকাশিত হলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গণপূর্ত বিভাগের রেট শিডিউল পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩২৮.৩৭ লক্ষ টাকা (৭৬%) বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়। ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি ৩০৭৫.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১১ বাস্তবায়ন মেয়াদে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ২০/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। সর্বশেষ, প্রকল্পে কিছু অঙ্গের নতুন অন্তর্ভুক্তি এবং অনুমোদিত কিছু অংগের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭২.৩১ লক্ষ টাকা (১২.১০%) বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি ৩৪৪৮.১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৩-১২-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনীর অনুমোদন কার্যক্রম বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ কাল আরো ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.৪। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** ভূমি উন্নয়ন, একাডেমিক ভবন, মসজিদ, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ক্যাফিটেরিয়া ও টিচার্স ডরমিটরি, গ্যারেজ ও ড্রাইভার ডরমিটরি, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, শিক্ষকদের বাসভবন, ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বাসভবন, ফার্মবিল্ডিং, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কালভার্টসহ এপ্রোচরোড নির্মাণ করাই প্রকল্পের মূল কার্যক্রম।

১০। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থাঃ** সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ১৩/০৩/২০১৩ তারিখে আইএমই বিভাগের কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের (আরডি সাব-সেক্টরের) সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক কর্তৃক সবেজমিনে পরিদর্শিত হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে পরিদর্শন বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে ছবিসহ তুলে ধরা হলোঃ-

১০.১। **৬তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ও একাডেমীক ভবনঃ** প্রকল্পের আওতায় ১০টি একাডেমীক ডিপার্টমেন্ট এর ১০টি অফিস কক্ষ, অধ্যক্ষের অফিস কক্ষ, সম্মেলন কক্ষ, উপাধ্যক্ষের চেম্বার, ১০ জন অধ্যাপকের চেম্বার, ১২ জন সহযোগী অধ্যাপকের চেম্বার, ১৮ জন সহকারী অধ্যাপকের চেম্বার, ২২ জন প্রভাষকের চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া, মাল্টিমিডিয়া ও প্রজেক্টর্রসহ ৫টি কক্ষ, ১২টি গবেষণাগার, ১টি গ্রন্থাগার ও ১টি আইটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল

৯৬৬.০১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৯৬৫.৯৭ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।

১০.২। **ক্যাফেটিরিয়া, শিক্ষক ডরমিটরি ও গেস্ট হাউজঃ** প্রকল্পের আওতায় ৬তলা ভিতসহ ৪তলা বিশিষ্ট একটি ক্যাফেটিরিয়া, শিক্ষক ডরমিটরি ও গেষ্ট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপিপিতে এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৭.৭৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৭৭.২৫ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য পিসিআরে এখাতে ১৭৭.৭৮ লক্ষ টাকা খরচ দেখানো হলেও ঠিকাদারের সাথে মূল কন্ট্রাক্ট চুক্তি হয়েছে ১৭৩.৭৭ লক্ষ টাকা। ভেরিয়েশন অব ওয়ার্ক এর কারণে এখাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক অনুমোদন থাকলেও উক্ত খাতের অতিরিক্ত ব্যয়ের কার্য্যাদেশের কোন চুক্তি নেই বলে জানা যায়।

১০.৩। **ছাত্র হোস্টেল নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজে ছাত্রদের আবাসন সুবিধার জন্য ৬তলা ভিতসহ ৪তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ৩১৩.৭৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩১৩.২৮ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।

১০.৪। **ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণঃ** ছাত্রীদের আবসান সুবিধার জন্য ৬তলা ভিতসহ ৩তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ১২৩.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৩.৬৭ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য যে, এখাতে পিসিআরে ১২৩.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখানো হলেও মূল কন্ট্রাক্ট চুক্তি হয়েছে ১২০.১৭ লক্ষ টাকা। ভেরিয়েশান অব ওয়ার্ক এর কারণে এখাতে অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। সংস্থা কর্তৃক উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুমোদন থাকলেও অতিরিক্ত কাজের কার্য্যাদেশের কোন চুক্তি পরিলক্ষিত হয়নি।

১০.৫। **প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপকদের বাসভবনঃ** প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে শিক্ষকদের জন্য ৬তলা ভিতসহ ৪ ইউনিট বিশিষ্ট ৪তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৫৯.৬১ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক। নির্মিতভবনটি ব্যবহার না হওয়ায় দরজা/জানালার গ্রিল মরিচায় আক্রান্ত হচ্ছে।

১০.৬। **৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের বাসভবনঃ** প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য ৬তলা ভিতসহ ৫তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখাতে ব্যয় হয়েছে ১১৮.৪৬ লক্ষ টাকা। নির্মাণ কাজের গুণগতমান বাহ্যিকভাবে সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে।

১০.৭। **গ্যারেজ ও চতুর্থশ্রেণী কর্মচারীদের ডরমিটরিঃ** ডিপিপিতে ৪তলা ভিতসহ ৪তলা গ্যারেজ ও চতুর্থশ্রেণী কর্মচারীদের ডরমিটরি নির্মাণ বাবদ ৪৫.২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে ব্যয় হয়েছে ৪৫.২০ লক্ষ টাকা যা পিসিআর হতে জানা যায়। নিচতলায় ৪টি রুম গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। বাকী তিনটি তলা কর্মচারীদের ডরমিটরি হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

১০.৮। **অন্যান্য ভবনঃ** প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য ভবন, যেমন- মসজিদ নির্মাণ, অধ্যক্ষের বাসভবন, চারদিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ফার্ম বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ডিপটিউবওয়েল, সোলারপ্যানেল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, বহিঃবৈদ্যুতিক সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

১০.৯ **গাড়ি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় ২টি যানবাহন যেমনঃ ১টি জিপ ও ১টি ডাবল পিক-আপ কেবিন সরবরাহ করা হয়েছে। এতে বরাদ্দ ছিল ৭০.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের পুরো টাকাই খরচ হয়েছে। গাড়ীগুলো সচল অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় উক্ত কলেজে মোট ৬৯.৯৯ লক্ষ টাকা মূল্যের আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণী-কক্ষের আরো আবসাবপত্রের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়েছে। আসবাবপত্রের গুণগতমান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

১০.১০ **গবেষণাগার যন্ত্রপাতি, বইপুস্তক ও ক্রোকারিজ সামগ্রীঃ** প্রকল্পের আওতায় মোট ২৯৭.৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের গবেষণাগার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ২৯৯.০০ লক্ষ টাকা। পিসিআরে মোট কতটি যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে তা বাস্তবে উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের সাথে টেলিফোনে কথোপকথনের মাধ্যমে জানা যায় যে এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় পুরো টাকা দিয়ে ১২টি ল্যাবের গুরুত্বপূর্ণ আংশিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি মোট দুইবার সংশোধন করা হলেও এখাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না রাখা অযৌক্তিক বলে মনে হয়। ক্রয়কৃত

যন্ত্রপাতিগুলো গুদামঘরে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। ক্লাশ শুরু হওয়া মাত্রই যন্ত্রপাতিগুলো গবেষণাগারে স্থাপন করা হবে বলে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেছেন। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় লাইব্রেরির জন্য ৪৯.৮৪ লক্ষ টাকা মুল্যের পুস্তক সরবরাহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হোস্টেল ও গেস্ট হাউজে ১৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের টেলিভিশন ও ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ**

নাম, পদবী এবং স্কেল	সার্বক্ষণিক	খন্ডকালীন	দায়িত্ব	তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
ডাঃ মোঃ লিয়াকত আলী, প্রকল্প পরিচালক ২২২৫০-৩১২৫০/-	✓	-	-	৭.৭.২০০৭	-	Deputed from DLS

১২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য	অর্জন
১। ভেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রদান।	প্রতিষ্ঠানটি চালু হলে ৩০০ জন শিক্ষার্থী ডেটেরিনারি সায়েন্স এবং এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রি বিষয়ে সমন্বিত ব্যাচেলার ডিগ্রী অর্জন করতে পারবে।
২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরি।	প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ ও জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরিতে প্রতিষ্ঠানটি অবদান রাখবে।
৩। দক্ষজনশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রতিষ্ঠানটি চালু হলে, দক্ষ জনবল সৃস্টি হবে। এ জনশক্তি প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

১3। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৩.১ **অতিরিক্ত নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ/কন্ট্রাক্ট না থাকাঃ** নির্মাণ কাজের কিছু অংগের অতিরিক্ত কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পায় বলে জানা যায়। এসব অতিরিক্ত ব্যয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলেও সম্পাদিত অতিরিক্ত কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে Contract Agreement পরিলক্ষিত হয়নি যা আর্থিক শৃঙ্খলার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। যেমন-ক্যাফেটিরিয়া, শিক্ষকদের ডরমিটরি ও গেস্ট হাউজভবন নির্মাণের মূল চুক্তি হয় ১৭৩.৭৭ লক্ষ টাকা কিন্তু পিসিআরে খরচ দেখানো হয়েছে ১৭৭.২৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে ৩য় শ্রেণী কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণ কাজের মূল চুক্তি হয়েছে ১০৭.৪৫ লক্ষ টাকা কিন্তু পিসিআরে খরচ দেখানো হয়েছে ১১৭.৪৬ লক্ষ টাকা। এ সমস্ত অতিরিক্ত ব্যয়ের কার্য্যাদেশ এবং ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও খরচের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানের অনুমোদন রয়েছে। উপরি উল্লিখিত বিষয়গুলো আর্থিক শৃংখলার ব্যত্যয় ঘটিয়েছে বলে মনে হয়।

১৩.২ **ডিপিপি বহির্ভূত কাজের টেন্ডার আহবানঃ** প্রকল্পের নির্মাণ কাজে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ টাকার নন টেন্ডার আইটেম আহবান করা হয়েছে যা আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে নেই। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, ব্যয়িত অর্থ দ্বারা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, কলেজ ক্যাম্পাসে একটি সাইকেল ষ্ট্যান্ড এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ভবনের দেয়ালের পেইন্টিং করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানের অনুমোদন থাকলেও যেহেতু ডিপিপি বহির্ভুত সেহেতু ইহা পরিকল্পনা সংস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় ।

১৩.৩ **টাইম ওভার রান ও কস্ট ওভার রানঃ** প্রকল্পটির টাইম ওভার রান হয়েছে ১১৬%। আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০০৯ সাল পর্যন্ত কিন্তু প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে ৭.৭.২০০৭ তারিখে। তাছাড়া যতদুর জানা যায় যে, ভূমি নির্বাচন না করেই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভূমি অধিগ্রহণে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। এ সমস্ত কারণে প্রকল্পটির টাইম ওভার রান হয়েছে। টাইম ওভার রানের কারণে কস্ট ওভার রান হয়েছে ৯৯.৬১%।

১৩.৪ **জনবলের অভাবঃ** প্রকল্পটি সমাপ্ত হলেও পর্যাপ্ত জনবলের নিয়োগের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালু করা যাচ্ছে না। নির্মিত প্রতিষ্ঠানটির ৬টি বিভাগসহ ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মেডিকেল সেন্টার, ডায়াগনেস্টিক ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য প্রশাসনিক দপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মেডিকেল অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম এখনও চুড়ান্ত হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি চালু না হওয়ায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভবনের দরজা জানালা বন্ধ

থাকায় এগুলো মরিচায় আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাটির একাডেমিক কার্যক্রম শুরু না হলেও ন্যূনতম মাসিক বিদ্যুৎ বিল ৪৮০০০/- টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। এতে দিন দিন সরকারের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।

১৩.৫। **উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাঃ** সংশোধিত ডিপিপিতে ৭৮০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন বাবদ ৪৯.০৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে খরচ হয়েছে ৪৮.৪৪ লক্ষ টাকা যা পিসিআর থেকে জানা যায়। সোলার প্যানেলের ১৩৪টি ব্যাটারি রয়েছে। প্রতিটি ব্যাটারিতে মাসিক ১৫০/- হারে পানি সরবরাহ করতে হয় বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। সে হিসেবে মাসিক পানি সরবরাহের খরচ (১৩৪×১৫০=২০১০০/-)। ব্যাটারিগুলোর গ্যারান্টি পিরিয়ড সর্বোচ্চ ২ বছর এবং প্রতিটি ব্যাটারির মুল্য প্রায় ২০০০/-, সে হিসেবে ১৩৪ টি ব্যাটারির মুল্য (১৩৪× ২০০০=২৬৮০০০/-)। । গ্যারান্টি পিরিয়ড উর্ত্তীণ হলে বা প্রকল্প শেষ হলে সোলার প্যানেলের খরচ কিভাবে নির্বাহ করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। যদিও এ বিষয়টি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী বলে অনুমোদিত হয়েছে। বিষয়টি ব্যয়বহুল ও উচ্চাভিলাষী বলে মনে হয়।

১৩.৬। **আসবাবপত্রের অভাবঃ** প্রকল্পের আওতায় ৭০.০০ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করা হলও অনেক ক্ষেত্রে আবসাবপত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন- প্যারাসিটলজি ল্যাব, পোল্ট্রি ও নিউট্রিসন ল্যাব, জেনেটিক্স ও ব্রিডিং ল্যাব- এ পর্যাপ্ত পরিমাণ আসবাবপত্র নেই।

১৩.৭ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করাঃ আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপিতে ভেটেরিনারি কলেজের মোট ১২টি ল্যাবের জন্য ৯৬ সেট ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ২৯৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এখাতে খরচ হয়েছে ২৯৭.৬৯ লক্ষ টাকা । মোট কত সেট যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে এবিষয়ে কোন তথ্য পিসিআরে উল্লেখ করা হয়নি। সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, এ খাতে বরাদ্দ পর্যাপ্ত না হওয়ায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি অতি প্রয়োজন সে সমস্ত যন্ত্রপাতি ১২টি ল্যাবের জন্য আংশিকভাবে ক্রয় করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি মোট দুইবার সংশোধন করা সত্ত্বেও ডিপিপির গুরুত্বপূর্ণ এ অংগে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না রাখা যৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়নি।

১৪। সুপারিশমালাঃ

১৪.১। অতিরিক্ত নির্মাণকাজের কার্য্যাদেশ/কন্ট্রাক্ট চুক্তি (অনুচ্ছেদ-১৩.১) বর্ণিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক খতিয়ে দেখে তা আইএমইডিসহ প্রকল্প অনুমোদনও প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ২০ কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

১৪.২ ডিপিপিতে নেই অথচ ডিপিপি বহির্ভূত নন টেন্ডার আইটেম কীভাবে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ টেন্ডার ডকুমেন্ট এর কাগজপত্র প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষ করবে।

১৪.৩। ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প হাতে নিলে যাতে টাইম ওভার রান ও কস্ট ওভার রান না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সজাগ থাকা উচিত। যথাসময়ে জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালকে আরো তৎপর হতে হবে।

১৪.৪। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রতিষ্ঠানটি চালুর লক্ষ্যে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথার্থ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ব্যাহত হবে।

১৪.৫। ভবিষ্যতে প্রকল্প হাতে নিলে উচ্চাভিলাসী ও ব্যয়বহুল অংগের (১৩.৫) পরিবর্তে অর্থনৈতিক ভাবে সাশ্রয়ী/টেকসই পরিকল্পনা হাতে নেয়া বাঞ্চনীয়।

১৪.৬। বাস্তবায়িত ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য সংস্থা কর্তৃক উদ্যোগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৪.৭। স্থাপিত কলেজ ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অনেক বড় ধরনের গর্ত রয়েছে যা ছোট ছোট জলাশয় আকারের মত এগুলো ভরাট করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে।

১৪.৮। প্রকল্পের আওতায় ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক খাতিয়ে দেখে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

"পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)"প্রকল্প

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নামঃ : "পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অংশ)"প্রকল্প।

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের এলাকা : পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৫.২২	-	১৫২.৩২	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	-	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	রাজস্ব ব্যয়ঃ				
১।	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	৪.৫০	থোক	৩.৭০ (৮২.২২%)
২।	প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী	থোক	৩.৩০	থোক	৩.২৯ (১০০%)
৩।	প্রশিক্ষণ ভাতা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রিক	১৩৫০ জন	১৮.১২	১৩৫০ জন (১০০%)	১৮.১২(১০০%)
৪।	ওয়ার্কশপ/সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা	৩টি	৬.০০	৩টি (১০০%)	১.৮০ (৩০%)
৫।	ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ	থোক	৭.৮০	থোক	৭.১৭ (৯১.৯২%)
৬।	হাঁসের খাদ্য	৩০ মেঃটন	৬.০০	৩০ মেঃটন (১০০%)	৫.৭০ (৯৫%)
৭।	গবাদিপশুর খাদ্য	২১৯ মেঃ টন	৪৫.০০	২১৯মেঃটন (১০০%)	৪২.৭৪ (৯৪.৯৭%)
৮।	এক মাস বয়সের হাঁসের বাচ্চা ক্রয়	৬০০০টি	৬.০০	৬০০০টি (১০০%)	৬.০০(১০০%)
৯।	আনুষাংগিক ব্যয়	থোক	৩.৬০	থোক	৩.১৩ (৮৭%)
১০।	যানবাহন মেরামত	থোক	১.৫০	থোক	০.২০ (১৩.৩৩%)
১১।	১২৫সিসি মোটর সাইকেল রেজিষ্ট্রেশনসহ	২টি	২.৪০	২টি (১০০%)	২.৩৯ (১০০%)
১২।	ডিজিটাল ক্যামেরা	১টি	০.৫০	১টি (১০০%)	০.৫০ (১০০%)
১৩।	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও লেজার প্রিন্টার	১টি	০৫০.	১টি (১০০%)	০৫০. (১০০%)
১৪।	বাছুরের ঘর নির্মাণ সামগ্রী (৪টি আরসিসি খুঁটি ও ৪টি ঢেউটিন)	৬০০টি	৩০০০.	৬০০টি (১০০%)	২৮৫০. (৯৫%)
১৫।	হাঁসের ঘর	৬০০টি	৩০০০.	৬০০টি (১০০%)	২৮৫৮. (৯৫ %)
	মোট =		**১৬৫.২২**	**-**	**১৫২.৩২ (৯২%)**

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৯। প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** গাজনার বিল পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার একটি বিখ্যাত বিল। বিলটি সুজানগরের ৮টি ইউনিয়ন জুড়ে অবস্থিত। এ বিল এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে সারাবছর ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো না। এ এলাকায় হাঁস ও বাছুর পালন বিকল্প কর্মসংস্থানের উৎস হওয়ায় মুল প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচ্য কম্পোনেন্টেটি গ্রহণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটির লিড এজেন্সি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড । সহযোগী সংস্থাগুলো হলো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁস ও বাছুর পালনের মাধ্যমে গাজনার বিল এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
(খ) ভূমিহীন দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক কৃষকদের আয়বর্ধন মূলক কর্মসৃজন;
(গ) দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি ; এবং
(ঘ) হাঁস ও বাছুর পালন করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান;
- ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- হাঁসের বাচ্চা বিতরণ;
- বাছুর ও হাঁসের ঔষধ ও খাদ্য সরবরাহ ; এবং
- হাঁসের ঘর ও বাছুরের ঘর তৈরির উপকরণ সরবরাহ ।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি ২৬/০১/২০১০ তারিখে ১৬৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১১/০৩/২০১০ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। প্রকল্পটি পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি।

১১। **সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ**

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	১০.০০	১০.০০	-	১০.০০	৯.৯৯	৯.৯৯	-
২০১১-২০১২	৯১.০০	৯১.০০	-	৯১.০০	৯০.১২	৯০.১২	-
২০১২-২০১৩	৫৪.০০	৫৪.০০	-	৫৪.০০	৫২.২১	৫২.২১	-
মোট	**১৫৫.০০**	**১৫৫.০০**	**-**	**১৫৫.০০**	**১৫২.৩২**	**১৫২.৩২**	**-**

* অব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ (২.৬৮ লক্ষ টাকা) যথাযথভাবে ফেরত প্রদান করা হয়েছে মর্মে নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়।

১২। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাবনা।	খন্ডকালীন	০৭/০৪/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

প্রকল্পটি ১৯/০৯/২০১৪ তারিখে আইএমইডি হতে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে পরিদর্শনকাজে সহায়তা করেন।

১৪। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণঃ**

১৪.১। **সুফলভোগী নির্বাচনঃ** আলোচ্য প্রকল্পের সুফলভোগী নির্বাচনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদকে উপদেষ্টা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে ৮ সদস্যের একটি উপজেলা

কমিটি গঠন করা হয় এবং এ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচন করে তাদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪.২। **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় তিনবছরে সর্বমোট ১৩৫০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে শংকর জাতের বাছুর পালন বিষয়ে ৬০০ জন, পারিবারিক হাঁস পালন বিষয়ে ৬০০ জন, কমিউনিটি ভ্যাকসিনেশন বিষয়ে ৯০ জন তিন দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। উপকারভোগীদের সুবিধার জন্য ইউনিয়ন/উপজেলা সদরে প্রশিক্ষণ সমূহের আয়োজন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণ সন্তোষজনক। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণসহ একটি করে প্রাণী স্বাস্থ্য কার্ড ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল দেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের জন্য ৪টি প্রশিক্ষণ ম্যানূয়াল তৈরী করা হয়েছে।

১৪.৩। **ওয়ার্কশপ:** প্রকল্পের আওতায় ৩টি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

ক্র: নং	ওয়ার্কশপের তারিখ	অনুষ্ঠানের স্থান	বিষয়
১।	৩১/০৫/২০১২	উপজেলা পরিষদ হলরুম	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের ভূমিকা;
২।	০৫/০৬/২০১২	হাটখালি ইউনিয়ন পরিষদ অডিটরিয়াম	গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের ভূমিকা;
৩।	০৬/০৬/২০১২	আহম্মেদপুর ইউনিয়ন পরিষদ অডিটরিয়াম	গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালনে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার।

১৪.৪। **উপকরণ সরবরাহঃ** প্রকল্পের আওতায় হাঁস পালনের জন্য তিন বছরে ৬০০ জন সুফলভোগীর প্রত্যেককে ১০টি করে হাঁসের বাঁচ্চা (এক মাস বয়সী), একটি হাঁসের ঘর, ৫০কেজি পোল্ট্রি ফিড, ক্রিমিনাশক ঔষধ, ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স সরবরাহ করা হয়েছে। সংকর জাতের বাছুর পালনের জন্য বাছুরের ঘর নির্মাণে চারটি করে ঢেউটিন, ৪টি আরসিসি খুঁটি, ৩৬৫ কেজি গো-খাদ্য, ভিটামিন ও ক্রিমিনাশক সরবরাহ করা হয়েছে।

১৪.৫। **ক্রয় কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় দুটি ১২৫ সিসি মোটর সাইকেল, একটি ডিজিটাল ক্যামেরা, লেজার প্রিন্টারসহ একটি কম্পিউটর, ৬০০ টি হাঁসের ঘর, ৬০০টি বাছুরের ঘর (নির্মাণ সামগ্রী), ৬০০০ টি হাঁসের বাঁচ্চ, ৩০ মেঃটন হাঁসের খাবার, ২১৯ মেঃটন বাছুরের খাবার, ভ্যাকসিন, ভিটামিন ও ঔষধ ক্রয় করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ট্রেনিং ম্যানুয়াল, হেলথ কার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন ও লিফলেট প্রিন্ট করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় প্রায় প্রতিটি পরিবারেই হাঁস মুরগি পালন করা হচ্ছে। উপকার ভোগীগণ জানান প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত উপকরণ ও প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের কারণে তারা গরু-বাছুর ও হাঁস পালনে আগের চেয়ে বেশী উৎসাহবোধ করছেন। প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ হতে তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাছুর ও হাঁস পালন এবং এদের রোগব্যধি ও তার প্রতিকার সর্ম্পকে জানতে পেরেছেন। যারা হাঁসের বাচ্চা পেয়েছিলেন তারা আরো বাচ্চা ব্যক্তিগত উদ্দেগ্যে সংগ্রহ করে এবং ডিম ফুটিয়ে তা পালন করেছেন। যারা বাছুরের ঘর নির্মাণ সামগ্রী পেয়েছিলেন তারা খুবই উপকৃত হয়েছেন এবং অনেকেই নিজ উদ্যোগে বাছুরের ঘরের আকার আরো বৃদ্ধি করে একাধিক বাছুর পালন করেছেন। প্রকল্পের প্রভাবে সুজানগর উপজেলায় মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় বছর ওয়ারী দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনের তথ্যঃ-

সাল	দুধ (মেঃটন)	মাংস (মেঃটন)	ডিম (কোটি)
২০১০-২০১১	৩৬২	৩৭২	১.২৮
২০১১-২০১২	৩৯০	৪১৬	১.৬০
২০১২-২০১৩	৪২২	৪৬০	১.৯০

তথ্যসূত্রঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পাবনা ।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

	পরিকল্পিত	অর্জিত
(ক)	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁস ও বাছুর পালনের মাধ্যমে গাজনার বিল এলাকার জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৬০০ হাঁস ও ৬০০ বাছুর পালন প্রদর্শনী স্থাপিত হয়েছে। হাঁস ও বাছুর পালনে উপকারভোগীদের উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের জীবনযাত্রার মানেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে;
(খ)	ভূমিহীন দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক কৃষকদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসৃর্জন;	গাজনার বিল এলাকায় ভূমিহীন দরিদ্র জনসাধারণের সারাবছরে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ ছিল না। শুধুমাত্র বর্ষাকালে তারা মাছ ধরত এবং অধিকাংশ সময় কর্মহীন থাকতো। বাছুর ও হাঁস পালন করে তাদের সারাবছরের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানতঃ মহিলা ও প্রান্তিক কৃষকগণ এ কাজে নিয়োজিত আছেন;
(গ)	দুধ ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং	হাঁস ও বাছুর পালনে এ এলাকায় দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;
(ঘ)	হাঁস ও বাছুর পালন করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন	দরিদ্র মহিলারা হাঁস ও বাছুর পালনে নিয়োজিত থেকে এখন আগের চেয়ে বেশী উপার্জন করতে পারছেন এবং আর্থিক সংশ্লিষ্ট বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন বলে জানিয়েছেন যা নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের খুঁটি ও টিনসহায়তায় নির্মিত বাছুরের ঘর (চিত্র-১)

প্রাণী স্বাস্থ্য কার্ড হাতে একজন উপকারভোগী (চিত্র-২)

নষ্ট হয়ে যাওয়া হাঁসের ঘর (চিত্র-৩)

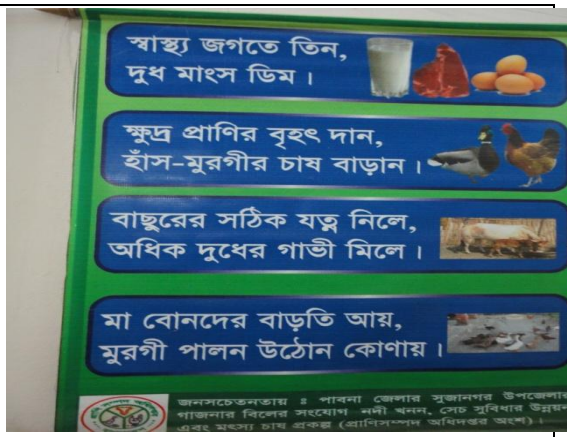

সচেতনতামূলক ফেষ্টুন (চিত্র-৪)

১৭। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৮.০ সমস্যাঃ

১৮.১। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই পরিবারের একাধিক সদস্য নির্বাচন করা হলোও কোন কোন পরিবার থেকে কোন সদস্যই প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প সহায়তা পাননি। ফলে উপকারভোগী নির্বাচনে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। উপকারভোগী ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ডাটাবেজ তৈরি সংস্থান এ প্রকল্পে না থাকায় এ সংকান্ত কোন ডাটাবেজ করা হয়নি;

১৮.২। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত হাসেঁর ঘর নির্মাণে ব্যবহৃত তারজালি মরিচারোধী না হওয়ায় কিছু কিছু ঘরের তারজালি ছিড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে অনেকেই মশারী, কাপড়, বস্তা দিয়ে ঢেঁকে ঘরগুলোতে হাঁস রাখছেন;

১৮.৩। প্রকল্পটি ২০১৩ তে সমাপ্ত হলেও এখনও এক্সটারনাল অডিট হয়নি।

১৯। সুপারিশঃ

১৯.১। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। একই ব্যক্তি/পরিবারকে বার বার প্রশিক্ষণ প্রদান পরিহার করে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি ডাটা বেইজ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ফলোআপের সুবিধার জন্য Participant List, মোবাইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৮.১);

১৯.২। ভবিষ্যতে মানসম্মত উপকরণ/ সামগ্রী বিতরণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিতে পারে (অনুচ্ছেদ ১৮.২);

১৯.৩। প্রকল্পটির এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১৮.৩);

১৯.৪। আলোচ্য প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনকালে একটি সিদ্ধান্ত ছিল যে, “ব্রহ্মপুত্র এলাকাসহ এ ধরণের অন্যান্য এলাকার জন্য অনুরূপ প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করতে হবে”। এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে এবং না নেওয়া হয়ে থাকলে এ ধরণের কর্মকান্ড আরও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

“বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন”

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের নাম** : বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

২। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৪। **প্রকল্পের অবস্থান** : বিভাগ-খুলনা, জেলা- বাগেরহাট, উপজেলা- বাগেরহাট সদর, ইউনিয়ন-বামুর্তা।

৫। **প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি** :

চিংড়ি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৭.৩% এ খাত থেকে আসে। ২০০২-২০০৩ সালে দেশে মোট চিংড়ি উৎপাদন ছিল ১,৬০,০০০ মেট্রিক টন, যার মধ্যে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়ির পরিমান ছিল ৬৫,০০০ মেট্রিক টন এবং অবশিষ্ট ৯৫ হাজার মে.টন প্রাকৃতিক উৎস হতে উৎপাদিত হয়েছে। ২০০৩-২০০৪ সালে চিংড়ি এবং হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী খাত হতে মোট ২৪০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে যার মধ্যে চিংড়ি রপ্তানী খাতে আয় ২,০০০ কোটি টাকা। বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি খাতে এই রপ্তানীর পরিমান আগামী ৫-১০ বছরের মধ্যে ২-৩ গুণ বাড়ানো সম্ভব। বর্তমানে ১.১৫ মিলিয়ন লোক চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১,৪৪,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হয়। যার প্রায় ৭০% খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট চিংড়ি উৎপাদনের প্রায় ৭৭% এই এলাকায় উৎপাদিত হয়। বর্তমানে হেক্টর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন মাত্র ৩০০-৩৫০ কেজি যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ (ভারত ৪৫০-৫০০ কেজি) এবং অন্যান্য চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশের তুলনায় খুবই কম। নিম্নমানের পোনা মজুতকরণ এবং চাষাবাদের আধুনিক কৌশল জানা না থাকার কারণেই চিংড়ি খাতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিগত বছরগুলোতে প্রাকৃতিক উৎস হতে নির্বিচারে পোনা সংগ্রহের ফলে বর্তমানে প্রাকৃতিক উৎস থেকে পোনা প্রাপ্তির পরিমান খুবই কম। তদুপরি, ১৯৯৪ সাল থেকে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে চিংড়ি শিল্প হুমকির সম্মুখীন।

দেশের অধিকাংশ চিংড়ি খামার অপরিকল্পিত ভাবে তৈরী করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নেই এবং এগুলোতে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা হচ্ছে। ধানক্ষেতে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রায় ২৫% বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে চিংড়ির পুকুর গুলোতে এসে পড়ে। ফলে দেশের চিংড়িতে ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং বেশী মাত্রায় ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

চিংড়ির বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সঠিক জ্ঞান না থাকায় চাষীরা অসহায় হয়ে অন্য মাছ চাষ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে চিংড়ির রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান নেই। এছাড়া প্রযুক্তি নির্ভর চিংড়ি চাষে কলাকৌশলের অভাব এবং চিংড়ির ভাইরাসজনিত রোগে মড়কের কারণে চিংড়ির কাংখিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে চিংড়ির উৎপাদন ও গণুগত আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই প্রযুক্তি নির্ভর চিংড়ি চাষের কলাকৌশল উন্নয়ন ও চিংড়ির গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য দেশে সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন চিংড়ি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

ক) যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, জনবল ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন এবং

খ) চিংড়ি শিল্পের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষ কৌশল উদ্ভাবন, চিংড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণ, পোস্ট হারভেস্ট হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা ।

৭। বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি ও আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পিসিআর এর ভিত্তিতে (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৫-০৬	৯.৮৮	১০.০০	১০.০০	৯.৮৮
২০০৬-০৭	১৮৪.২৮	২০০.০০	১৯২.৫০	১৮৪.২৮
২০০৭-০৮	৫৮৮.৫৯	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৮৮.৫৯
২০০৮-০৯	২৯৫.০১	৩০০.০০	৩০০.০০	২৭৮.০০
২০০৯-১০	১১২০.৯৫	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬৪৬.৪০
২০১০-১১	৬৯.২৮	৪৫০.০০	৪৩৭.০০	৪৩৩.১৭
২০১১-১২	১.০০	-	-	-
২০১২-১৩	১৩৪.২০	১২২.০০	১২২.০০	১১৮.৪৬

৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮৫০.০০	২৪০৩.২০	২১৪০.৩২	জানুয়ারী ২০০৬ - ডিসেম্বর ২০১০	জানুয়ারী ২০০৬ - জুন ২০১৩	জানুয়ারী ২০০৬ - জুন ২০১৩	১৫.৬৯%	৫০ %

৯। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

কাজের বিভিন্ন অংগের নাম	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০১৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি
১	২	৩
বেতন ও ভাতাদি	৯৬.৯৪	৫৫.৫৯
উপ-মোট=	**৯৬.৯৪**	**৫৫.৫৯**
অফিস ভাড়া, পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট, টেলিফোন বিল, ওভারটাইম, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, ল্যান্ড ট্যাক্স, লেবার বিল, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, সম্মানী ভাতা / ফি/ পারিশ্রমিক, মনিহারি, পরিবহণ ব্যয়, মৎস্য পক্ষ, অন্যান্য ব্যয়	৭০.০০	৬০.৭৩
মুদ্রণ / প্রকাশনা / বই / জার্নাল	১৫.০০	১৫.৬৭
কেমিক্যালস	১৮.০০	১৭.৮৬
গবেষণা	৭৫.০০	৭৪.৪৬
প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার	৬০.০০	৫৫.৭৮
উপ-মোট=	**২৩৮.০০**	**২২৪.৫০**
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০.০০	৯.১৮
উপ-মোট=	**১০.০০**	**৯.১৮**
মোট (রাজস্ব খাত)=	**৩৪৪.৯৪**	**২৮৯.২৭**
যানবাহন	২৬.২৬	২৬.২৬
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি	৬৯৭.৮১	৬১১.৭০
অফিস যন্ত্রপাতি	২৫.৭৩	১৯.৪৪
আসবাবপত্র	২৮.১৭	২৮.০৯

উপ-মোট=	**৭৭৭.৯৭**	**৬৮৫.৪৯**
পূর্ত কাজ	১১৯১.২০	১০৭৭.৪০
ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৮৯.০৯	৮৮.১৬
উপ-মোট=	**১২৮০.২৯**	**১১৬৫.৫৬**
মোট (মুলধন খাত)=	**২০৫৮.২৬**	**১৮৫১.০৫**
সর্বমোট (রাজস্ব+মুলধন)	**২৪০৩.২০**	**২১৪০.৩২**

১০। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** সম্পূর্ণ জিওবি অনুদানে মোট ২৪০৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত প্রকল্পটির মোট প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ২১৪০৩২. লক্ষ টাকা। সে হিসেবে প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.০৬%। অন্যদিকে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১১। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। **পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা:** প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম নিয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর উপজেলাধীন বামুর্তা ইউনিয়নে অবস্থিত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম ৩১ মে, ২০১৪ থেকে ২ জুন, ২০১৪ তারিখে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এর ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে দেখা যায়।

১৩। **প্রধান প্রধান অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :**

ক*)* জনবলঃ

আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংস্থান ছিল। বর্তমানে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের পদগুলি রাজস্ব খাতভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ১৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন বাবদ ৯৬৯৪. লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং খরচ হয়েছে ৫৫৫৯. লক্ষ টাকা (৫৭৩৪.%)। সার্বিক বিবেচনায়, সঠিকভাবে এ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ করার ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনবল সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

খ (ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি উন্নয়নঃ

প্রকল্পের জন্য ৮ একর ভূমি অধিগ্রহণ ও এর উন্নয়ন বাবদ ৮৯লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এ খাতে মোট ব্যয় ০৯. ১৬.৮৮ হয়েছে লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন ভূমি অধিগ্রহণ করতে কোন সমস্যা হয়নি।

গপূর্ত কাজঃ (

প্রকল্পের আওতায় ২ তলা (৪ তলা ফাউন্ডেশন) বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরী ভবন ৪ ,তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি কাম প্রশিক্ষণ ভবন ও ৩ তলা বিশিষ্ট স্টাফ ডরমেটরি ভবন নির্মাণে মোট ৫৫০লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় ৩১. লক্ষ টাকা ৬৬.৫৫০ হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক Deposit Work এর মাধ্যমে এসব ভবন নির্মাণের কাজ করা হয়।

চিত্রঃ-১: প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবন ।

চিত্রঃ- ০২: ডরমেটরি কাম প্রশিক্ষণ ভবন।

এর মধ্যে প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ দৃশ্যতমানসম্পন্ন নয় :। এর ফলে ভবনে অবস্থান করা এবং ভবনে স্থাপিত গবেষণার কাজে ব্যবহৃত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভবনে সৃষ্ট ফাটলসমূহের বিষয়ে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রেরমূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ১০তারিখে ২০১৩/০৬/ চিঠির মাধ্যমে বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অবহিত করেন। বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান এ বিষয়ে তিনি অবগত হয়েছেন এবং তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছেন। ভবনের ত্রুটি মেরামতের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীবাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটকে জানানো হয়েছে ,, তিনি জানান এ ধরনের মেরামতের জন্য গণপূর্ত বিভাগের কোন তহবিল নেই। ৪ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি কাম প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম ও ইলেকট্রিক ফিটিংস মানসম্পন্ন মনে হয়নি।

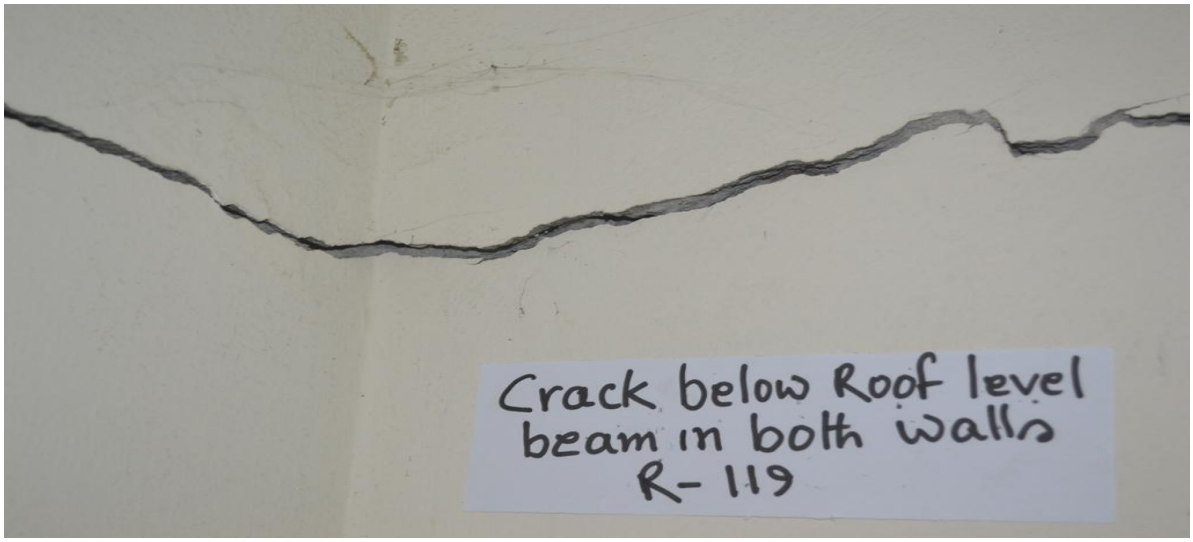

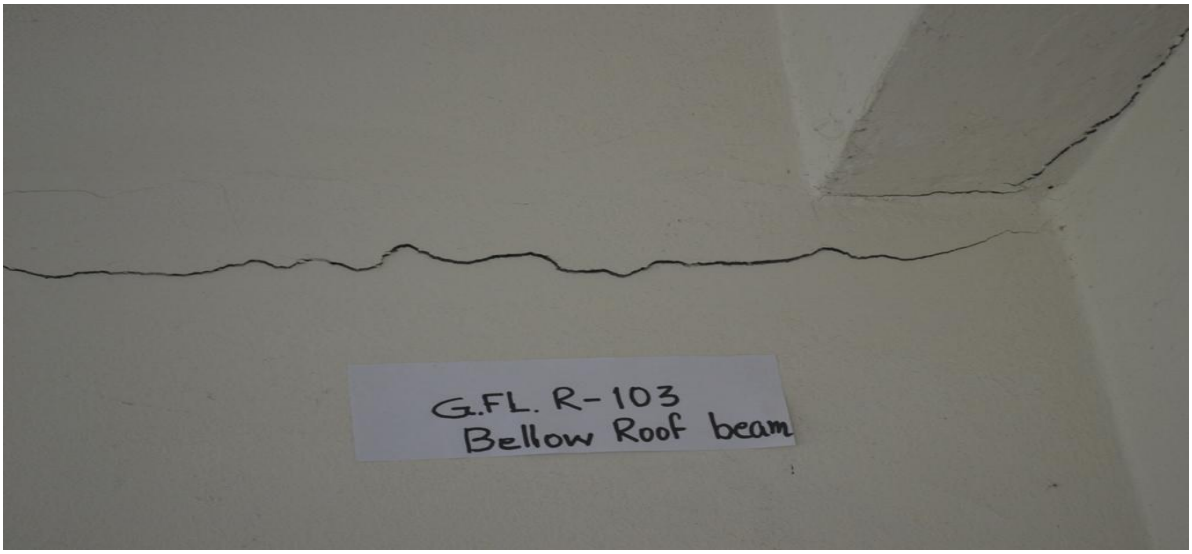

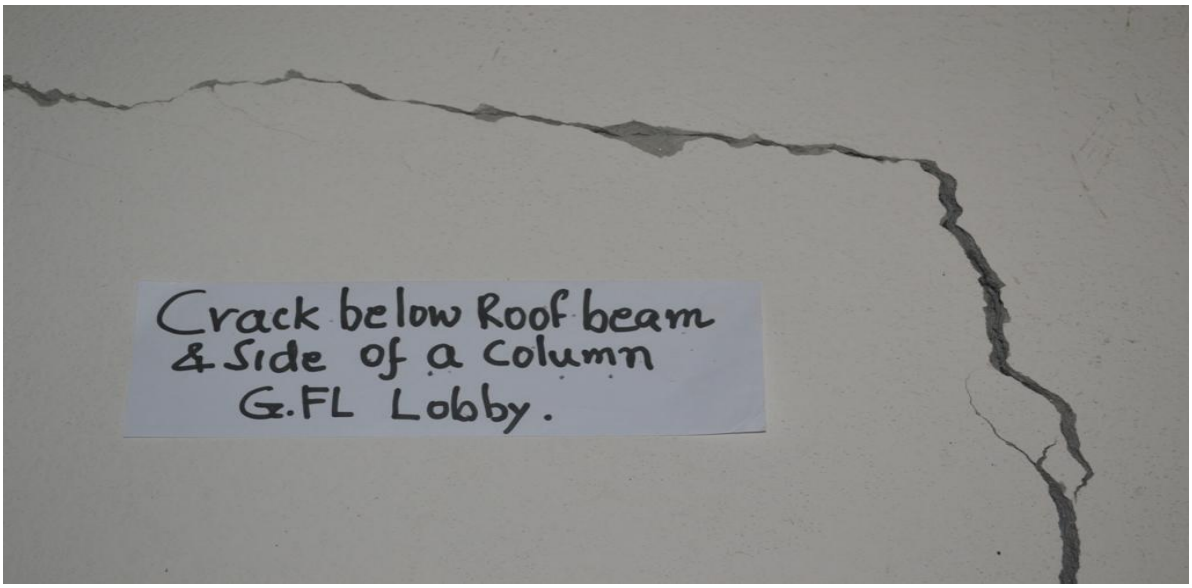

চিত্রঃ-৩: নির্মিত প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটলের চিত্র।

এছাড়া প্রকল্পের আওতায় এ-টাইপ বিল্ডিং (২৫০ বর্গ মিটার ,কেন্দ্র প্রধানের বাসভবন) ,গলদা চিংড়ি হ্যাচারী (এয়ারব্লোয়ার লাইন, মিঠা পানির লাইন, আরসিসি সিস্টার্ন, ইত্যাদি সহ) ,৯ টি পুকুর খনন পানি সরবরাহ লাইন সহ গভীর নলকূপ (২ টি, টেস্ট

বোরিং ও ২ টি পাম্প হাউজ সহ) ,পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সিস্টেম (পাইপ লাইন, ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশন ২ টি, ২১৫কেভিএ ট্রান্সফরমার ১ টি, ১০০ কেভিএ জেনারেটর ১ টি (এসপিসি ইলেকট্রিক পুলসহ) ,ওভারহেড পানির ট্যাংক (২০ ও ৬০ মিটার উচ্চতা, ধারণ ক্ষমতা: ১৫,০০০ ও ২০,০০০ গ্যালন), ৩৫২৩ বর্গ মিটার অভ্যন্তরীণ আরসিসি রোডমিটার সীমানা ৭২০ , প্রাচীর ,আরইবি/পিডিবি সংযুক্ত ইলেকট্রিক লাইন স্থাপন ,মেইন গেইট এবং ড্রেইনেজ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

ট্রেনিং যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ ,অফিস যন্ত্রপাতি ,বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (ঘ)

বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি, ট্রেনিং যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় **(তালিকা সংযুক্তি-ক)** ।

চিত্রঃ-৪: প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির চিত্র ।

ঙ :কেমিক্যালস ও গ্লাসওয়ার (

প্রকল্পের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে ব্যাবহারের নিমিত্ত কেমিক্যালস ক্রয়ের জন্য ১৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতের আওতায় বিভিন্ন কেমিক্যালস (Tetracycline's Reference Standard, Chloramphenicol Reference Standard, Nitro furan Reference Standard **(Nitrofurantoin & Furazolidone),** DDT Reference Standard, DDE Reference Standard, Furadan Reference Standard, Aldrin Reference Standard, Tetrodotoxin Reference Standard, Miscellaneous chemicals (Reagents & Solvents) ও গ্লাসওয়ার (Conical flask, Measuring cylinder, Burette, Funnel, Pipette, Beaker, Vacuum Desiccators, Crucibles, Test tube, etc) বাবদ ১৭.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

চ :জার্নাল/বুক/পাবলিকেশন/মুদ্রণ (

প্রকল্পের বিভিন্ন মুদ্রণ ও পাবলিকেশন এবং লাইব্রেরীর জন্য বই ও জার্নাল ক্রয়ের নিমিত্ত ১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতে আর্থিক অগ্রগতি ১০০% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

ছ:সেমিনার/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ (

প্রকল্পের আওতায় কোন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ছিল না। প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার এর জন্য ৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ২,৫০০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষী, সম্প্রসারণ কর্মী, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তাদের চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন ও প্রয়োগ, পানি দূষণের কারণ, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ, চিংড়ি ধরার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি রোগ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, চিংড়ি পিএল প্রতিপালনের কলাকৌশল, বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এ খাতে ৫৫.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এ খাতের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৯২.৯৭% ও ১০০%।

জ:যানবাহন ক্রয় (

এ খাতে পিক-আপ, মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ২৬.২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এ খাতের আওতায় ১ টি পিক-আপ, ৫ টি মোটর সাইকেল ও ৩ টি বাইসাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ২৬.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যানবাহনগুলি বর্তমানে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান। এ খাতে আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

পরিকল্পিত	অর্জিত	আইএমইডির মন্তব্য
ক) যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর আওতাধীন আধুনিক যন্ত্রপাতি, জনবল ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।	প্রকল্পের আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, জনবল ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ ৪ টি ল্যাবরেটরী (চিংড়ি চাষে মাটি ও পানির গুনাগুন পরীক্ষাকরণ ও চিংড়ির পুষ্টি, চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপণা ও রোগ সনাক্তকরণ, পোষ্ট হারভেস্ট টেকনোলজী ও চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রন) সহ বাগেরহাট জেলায় একটি চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে)১(চিংড়ি চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ ও চিংড়ির পুষ্টি, (২) চিংড়ির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ সনাক্তকরণ, (৩)পোষ্ট হারভেস্ট টেকনোলজী ও (৪) চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রন; পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা। এ কাজ করার জন্য দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। সরকারি এ উদ্যোগের সাথে বেসরকারি পর্যায়ের হ্যাচারি মালিক/মৎস্য চাষিরা জড়িত। তাই বেসরকারি পর্যায়ের চিংড়ি চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।
খ) চিংড়ি শিল্পের স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষ কৌশল উদ্ভাবন, চিংড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণ, পোস্ট হারভেস্ট হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।	প্রকল্পের আওতায় এ ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি, জনবল ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ একটি চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করার ফলে চিংড়ি শিল্পের স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত ও প্রযুক্তিনির্ভর চাষ কৌশল উদ্ভাবন, চিংড়ির রোগ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ, চিংড়ি চাষে মাটি ও পানির গুনাগুন, চিংড়ির জাত উন্নয়ন, পোষ্ট হারভেষ্ট হ্যান্ডলিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।	এ প্রকল্প গ্রহনের ফলে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় সামগ্রিক চিংড়ি চাষে এবং জাতীয় রপ্তানীতে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তা পৃথকভাবে নিরূপণ করা দরকার। কারণ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের দেওয়া তথ্য অনুসারে বাংলাদেশের মোট চিংড়ি উৎপাদনের প্রায় ৭৭% এই এলাকায় উৎপাদিত হয়।
গ) মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী খামার স্থাপন করে উন্নত ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে চিংড়ি চাষী, উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানী, চিংড়ি চাষী ও সুফলভোগীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের নিমিত্ত ৪ তলা বিশিষ্ট একটি ট্রেনিং ডরমেটরী স্থাপন, ৮ টি গবেষণা এবং প্রদর্শনী পুকুর তৈরী করা হয়েছে ,যেখানে উন্নত ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে চিংড়ি চাষী, উদ্যোক্তা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে এলাকার চিংড়ি চাষীদের মাঝে সচেতনতা ও চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা যায়।	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষী, এছাড়া সম্প্রসারণ কর্মী, সাংবাদিক, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলোআপের প্রয়োজন।

১৫। **প্রকল্পের প্রভাবঃ** বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন গবেষণাগারে বাংলাদেশে মৎস্য চাষে প্রাকৃতিকভাবে জৈবআত্বীকৃত)bioaccumulationখুলনা এবং বাগেরহাট ,ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় (অঞ্চলে গলদা চিংড়ি হ্যাচারিসমূহেখোলস বদলানো ও লার্ভির মড়ক এর সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের উপায়গলদা চিংড়ি উৎপাদনে ,আউট খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি-স্থানীয় খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে বাগদা চিংড়ির গ্রো , প্রোবায়োটিক্সের প্রভাব নির্ণয় এবং বিদ্যমান চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় খামারের মাটি ও পানির গুণাগুণ অনুসন্ধানকরণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান। এছাড়া স্থানীয় চিংড়ি চাষিদের সাথে কথা বলে জানা যায় ,বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের ফলে তারা উপকৃত হয়েছেন ।

১৬। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	দায়িত্ব পালনের মেয়াদ		মন্তব্য
				যোগদানের তারিখ	অব্যাহতির তারিখ	
১।	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	পূর্ণকালীন	-	২৪-০৯-২০০৫	১৪-০৯-২০১২	-
২।	ড. মো: শাহাআলী উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	-	খন্ডকালীন	১৮-০৯-২০১২	৩০-০৬-২-১৩	-

১৭। <u>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</u>

১৭ ১. প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবনের বিভিন্ন স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হওয়ায় ভবনটিতে অবস্থান করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভবনে সৃষ্ট ফাটলসমূহ দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে যেঐ ভবনের স্থানে মাটি ভরাট ও পাইলিং সঠিকভাবে করা , হয়নি। ভবন নির্মাণের কয়েক বছরের মধ্যে তা ক্ষতিগ্রস্থ হবার জন্য গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক Deposit Work এর আওতায় সম্পন্ন কাজের মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এছাড়া ৪ তলা বিশিষ্ট ডরমেটরি কাম প্রশিক্ষণ ভবনের বাথরুম ও ইলেকট্রিক ফিটিংস মানসম্পন্ন মনে হয়নি।

১৭ ২. পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কেন্দ্র প্রধানের বাসভবনবর্গ মিটার ২৫০) এ-টাইপ বিল্ডিং (ব্যবহার হচ্ছে না। শহর বা নাগরিক সুযোগসুবিধা থেকে দূরবর্তী স্থানে প্রকল্পের অবস্থান হলে সেখানে পরিবারসহ - বসবাস করতে প্রকল্পে কর্মরত অনেকেই স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন না।

১৭.৩ ল্যাবরেটরি সমূহে পরিচালিত গবেষণাসমূহ মৎস্য চাষীদের মাঝে বিতরণের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে নিবিড় গবেষণা করা প্রয়োজন। বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রে চারটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ল্যাবরেটরী থাকলেও এখানে আদর্শ ঘেরের ন্যায় কোন জলাধার নেই। এছাড়াও পুকুর সংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং সুবিধাজনক দূরত্বে গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কোন খামার না থাকায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করা সম্ভব হচ্ছেনা।

১৭.৪ মানসম্পন্ন চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বাগেরহাট চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রের চিংড়ির মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারটির LCMS-MS এবং GCMS অতি আধুনিক, স্পর্শকাতর ও অতিসংবেদনশীল যন্ত্র হওয়ায় প্রতিবছর এগুলির রক্ষণাবেক্ষণে গবেষণার জন্য নির্ধারিত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় হয় যা সার্বিক গবেষণাকে ব্যহত করে। এছাড়াও ল্যাবটি পরিচালনা করতে নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন রাসয়ানিক দ্রবাদির প্রয়োজন হয়। এগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় রাজস্ব বাজেট হতে ক্রয় করা সম্ভব হয় না। রাজস্ব বাজেটেও সবসময় পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকে না বিধায় কেন্দ্রের এ গবেষণাগারটিকে সচল রাখতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ আবশ্যক।

১৭.৫ গ্যাস সিলিন্ডার ও কমপ্রেসার টি-ল্যাব সংলগ্ন কক্ষে স্থাপিত হওয়ায় কম্প্রেসার হতে সৃষ্ঠ কম্পনে শব্দ দূষণ হচ্ছে ফলে গাবেষণাগারে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।

১৭.৬ পিসিআর-এ বর্ণিত ব্যয়ের হিসাব হতে দেখা যায় ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় প্রতিটি খাতে বরাদ্দের সমান ব্যয় হয়েছে, যা বাস্তব বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি'র খাত অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে অর্জন করাই প্রকল্প পরিচালকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ব্যত্যয় হলে অডিট আপত্তিসহ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জবাবদিহি করতে হয়। সে কারণে বাস্তবতার নিরিখে এবং ক্রয় নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করেই খাত অনুযায়ী পূর্ণ টাকা খরচের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবেও দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিক ভাবে ব্যয় করার জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাগিদ প্রদান করা হয়।

১৭.৭ বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ২,৫০০ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষী, সম্প্রসারণ কর্মী, সাংবাদিক ও উদ্যোক্তাদের চিংড়ি খাদ্য উৎপাদন ও প্রয়োগ, পানি দূষনের কারণ, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ, চিংড়ি ধরার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি রোগ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, চিংড়ি পিএল (Post Larva) প্রতিপালনের কলাকৌশল, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, প্রকল্প চলাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়নি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোন Database তৈরী করা হয়নি।

১৭.৮ পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে মাত্র আট মাস অবশিষ্ট থাকতে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও সর্বশেষ প্রকল্প পরিচালক অসুস্থ থাকার কারণে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেতে জটিলতা তৈরী হয়েছে। সেজন্য পরিদর্শনের পর সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করতেও বিলম্ব হয়েছে। এছাড়া দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় প্রকল্প পরিচালকদের মধ্যে সমন্বয়েরও অভাব ছিল বলে মনে হয়েছে।

১৮। <u>সুপারিশমালাঃ</u>

১৮.১ নিম্নমানের নির্মাণ কাজের জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্মিত ভবনের ত্রুটিসমূহ দুর করে ভবনটিকে ঝুঁকিমূক্ত করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৮.২ বসবাসের নিশ্চয়তা না থাকলে এ ধরনের প্রকল্পে এটাইপ- বাসভবন(বাংলো) / আবাসিক ভবন নির্মাণ নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মানসম্মত ডরমেটরি নির্মাণ করা যেতে পারে;

১৮.৩ গবেষণাগার হতে প্রাপ্ত ফলাফল চাষী পর্যায়ে সরবরাহের পূর্বে field test নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

১৮.৪ গবেষণাগারটির কার্যক্রম অব্যহত রাখার নিমিত্ত আর্থিক সংশ্লেষের বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৮.৫ গবেষণাগারে কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনিক কাম ল্যাবরেটরি ভবন হতে গ্যাস সিলিন্ডার ও কম্প্রেসারটি স্থানান্তর করা যেতে পারে;

১৮.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয়ের পাশাপাশি গুণগত মানসহ ভৌত লক্ষমাত্রা অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকদের মন্ত্রণালয়সংস্থা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান/ করতে পারে;

১৮.৭ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যে কোনো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরসহ Database তৈরী করা আবশ্যক;

১৮.৮ চাকুরীর মেয়াদ শেষ বা গুরুতর অসুস্থতার কারণ ছাড়া প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধরিত সময়ের মধ্যে পিসিআর প্রেরণে প্রকল্প পরিচালকের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এছাড়া প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্প সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রকল্প অফিসে অথবা প্রকল্প নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা দপ্তরে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আবশ্যক;

১৮.৯ প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।